চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

গৌরবের ৬৫ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

সিস্টার Sister Masala
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিস্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 22 August 2019 ■ আগরতলা, ২২ আগস্ট, ২০১৯ ইং ■ ৪ ভাদ্র ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

সম্পত্তির লোভে ভাইয়ের বিধবা স্ত্রীকে খুন, ভাসুর সহ আটক ৫, ধৃতদের বাড়িতে ভাঙচুর চালাল জনতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ আগস্ট।। ফের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। বুধবার সাতসকালে উত্তর ত্রিপুরা জেলা সদর ধর্মনগরের বীরবিক্রম ইনস্টিটিউশন বিদ্যালয়-এর পাশে স্পোর্টস কমপ্লেক্সের সামনে এক মহিলার মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় শহর জুড়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ধর্মনগর থানার পুলিশ জানিয়েছে, মৃতার নাম অনিতা নাথ (৩৫)। পুলিশের দাবি, তাঁকে হত্যা করা হয়েছে। সন্দেহভাজন পাঁচজনকে পুলিশ আটক করেছে।

এদিকে উত্তেজিত জনতা ওই খুনের ঘটনায় সন্দেহভাজনদের বাড়িতে ভাঙচুর চালিয়েছেন। খবর পেয়ে পুলিশ কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা করেছে।

উত্তর জেলার পুলিশ সুপার ভানুপদ চক্রবর্তী জানিয়েছেন, আজ সকালে পথচারীরা এক মহিলার মৃতদেহ দেখতে পান। স্থানীয় বীরবিক্রম ইনস্টিটিউশন-এর পাশে স্পোর্টস কমপ্লেক্সের সামনে ওই মৃতদেহ দেখে স্থানীয় জনগণ খবর দেন থানায়। খবর পেয়ে ধর্মনগর থানার ওসি এবং এসডিপিও রাজীব সূত্রধর ঘটনাস্থলে ছুটে যান। পুলিশ সুপার বলেন, আমিও ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছি। তাছাড়া পুলিশ কুকুর নিয়ে ঘটনাস্থল খতিয়ে দেখা হয়েছে।

উত্তেজনা ধর্মনগরে, নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন

ভানুপদবাবু বলেন, ওই মহিলা স্পোর্টস কমপ্লেক্সের ঠিক পেছনেই থাকতেন। পাঁচ মাস আগে তাঁর স্বামীর মৃত্যু হয়েছে। ষষ্ঠ শ্রেণির পড়ুয়া তার একটি মেয়ে রয়েছে। তিনি জানান, মৃত্যুর কারণ এখন পর্যন্ত জানা যায়নি। তবে, আনা হয়েছে পুলিশ কুকুর এবং পর্যবেক্ষণ করেছেন মহিলা পুলিশ ও ধর্মনগরের এসডিপিও রাজীব সূত্রধর। উত্তর জেলার পুলিশ সুপার বলেন, ওই মহিলার মৃতদেহ ধর্মনগর জেলা হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

এদিকে, পুলিশ মৃতার ভাসুর, তাঁর স্ত্রী এবং তাঁর ছেলে ও মৃতার ননদ-সহ আরও এক ব্যক্তিকে হেফাজতে নিয়েছে। ওই খুনের ঘটনায় তাদের উপর পুলিশের সন্দেহ হয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, মৃতার মেয়েকে জিজ্ঞাসাবাদ করে ওই ঘটনায় ক্লু পাওয়া গেছে। প্রাথমিকভাবে পুলিশের অনুমান, সম্পত্তির জন্যই ছোট ভাইয়ের স্ত্রীকে বড় ভাই ও তার পরিবার খুন করেছে।

উত্তর জেলার পুলিশ সুপার জানিয়েছেন, মৃতার বাড়ির উঠানে একটি মগ এবং দুটি ফিনাইলের বোতল পাওয়া গেছে। তদন্তের স্বার্থে তা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। তিনি আরও জানান, ওই ঘটনায় পুলিশ একটি মামলা গ্রহণ করে তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে। ঘটনার সত্যতাও পাওয়া যাবে।

এদিকে, সন্দেহভাজন ধৃত দুজনের বাড়িতে ক্ষুব্ধ জনতা আজ দুপুরে ভাঙচুর চালিয়েছেন। খবর পেয়ে বিরাট পুলিশ বাহিনী এলাকায় মোতায়েন করা হয়েছে। পুলিশের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এসেছে। পুলিশ সুপার জানিয়েছেন, ওই মহিলার মৃত্যুতে স্থানীয় জনগণ উত্তেজিত হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু পরিস্থিতি এখন স্বাভাবিক।

ঋণের টাকা পরিশোধের চিন্তায় আত্মঘাতী যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ আগস্ট।। ঋণের দায়ে অবশেষে আত্মহত্যার পথ বেছে নিলেন এক ব্যক্তি। গোমতি জেলার অমরপুর মহকুমার নেতাজি কলোনির বাসিন্দা জাকির হোসেন (৩৫) ফাঁসিতে আত্মহত্যা করেছেন। তার স্ত্রী জানিয়েছেন, আজ ঋণের কিস্তির টাকা দেওয়ার অন্তিম তারিখ ছিল। হয়ত ঋণের টাকা মেটাতে পারবেন না চিন্তায় তিনি গলায ফাঁস জড়িয়ে আত্মহত্যা করেছেন।

বীরগঞ্জ থানার পুলিশ জানিয়েছে, আজ ভোরে নেতাজি কলোনি এলাকায় একটি মৃতদেহ উদ্ধারের খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে যায়। নিজের বাড়ির পাশেই ফাঁসিতে আত্মহত্যা করেন জাকির হোসেন। পুলিশ তার মৃতদেহ উদ্ধার করে অমরপুর মহকুমা হাসপাতালে ময়না তদন্তের জন্য পাঠায়। এদিনই ময়না তদন্তের পর মৃতদেহ তাঁর পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

মৃত যুবকের স্ত্রী জানান, একটি মাইক্রো ফিনান্স কোম্পানি থেকে ৫০ হাজার টাকার ঋণ নিয়েছিলেন তার স্বামী। পেশায় লাকড়ি ব্যবসায়ী তার স্বামী কিস্তির টাকা মেটাতে পারছিলেন না। তাই গত কয়েকদিন ধরে ভীষণ চিন্তিত ছিলেন তিনি। জাকির হোসেনের স্ত্রী বলেন, গতকাল বিকেল থেকে তিনি নিখোঁজ ছিলেন। রাতে অনেক খোঁজাখুঁজির পরও তাকে খোঁজে পাওয়া যায়নি। আজ সকালে বাড়ির পাশে একটি গাছে তার ঝুলন্ত মৃতদেহ দেখতে পান স্থানীয় জনগণ।

তার স্ত্রীর কথায়, কিস্তির টাকা মিটিয়ে দেওয়ার জন্য তার স্বামীকে মানসিকভাবে হেনস্থা করছিল ওই মাইক্রো ফিনান্স কোম্পানি। তিনি তার স্বামীর মৃত্যুর ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আইএনএক্স মিডিয়া দুর্নীতির অভিযোগে গ্রেপ্তার চিদাম্বরম

নয়াদিল্লি, ২১ আগস্ট।। দিনভর নাটকের অবসান। বুধবার রাতেই গ্রেফতার করা হল প্রাক্তন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী পি চিদম্বরমকে। আইএনএক্স মিডিয়া দুর্নীতির অভিযোগে তাঁর গ্রেফতারির আশঙ্কা তৈরি হয়েছিলই। সেই মতো এ দিন রাতে চিদম্বরম প্রকাশ্যে আসার পরে তাঁর বাড়িতে পৌঁছে যান সিবিআই ও ইডি অফিসাররা। সেখানেও আরেক প্রস্থ নাটকীয় পরিস্থিতি তৈরি হয়। শেষ পর্যন্ত রাত পৌনে দশটা নাগাদ তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। তাঁকে সিবিআই হেড কোয়ার্টারে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

এ দিন সাংবাদিক বৈঠকের পর, কংগ্রেস দফতর থেকে বাড়ি ফিরে গিয়েছিলেন চিদম্বরম। তখন তাঁর পিছু ধাওয়া করে সিবিআই-ও। দরজা না খোলায়, পাঁচিল টপকেই চিদম্বরমের বাড়িতে ঢোকেন সিবিআই অফিসাররা। পৌঁছয় ইডির একটি দলও। তখন সেখানে মোতায়েন ছিল কেন্দ্রীয় বাহিনী ও পুলিশ। এর কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রাক্তন অর্থমন্ত্রীকে গ্রেফতার করা হয়। অন্য দিকে, দিল্লিতে কংগ্রেসের সদর দফতরেও পৌঁছয় গোয়েন্দাদের একটি দল।

এ দিন চিদম্বরমের গ্রেফতার নিয়ে একের পর এক নাটকীয় পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। দীর্ঘ ২৭ ঘণ্টা পর, বুধবার রাতে প্রকাশ্যে আসেন প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী। গতকাল দিল্লি হাইকোর্টে চিদম্বরমের জামিনের আর্জি খারিজ হয়ে যায়। সেই থেকে আর দেখা যায়নি পি চিদম্বরমকে। বাধ্য হয়েই তাঁর বিরুদ্ধে লুকআউট নোটিস জারি করে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। তার পরেই এ দিন রাত সওয়া ৮টা নাগাদ দিল্লিতে কংগ্রেসের সদর দফতরে পৌঁছন চিদম্বরম। সেখানে অভিষেক মনু সিঙ্ঘভি, গুলাম নবি আজাদ এবং কপিল সিবলের সঙ্গে সাংবাদিক বৈঠক করেন তিনি। চিদম্বরম বলেন, "আমি পালিয়ে যাইনি। জামিনের আর্জির শুনানি চেয়েছিলাম মাত্র।"

চিদম্বরমকে নিয়ে এ দিন দিন ভর রাজনৈতিক তরজা চলেছে কংগ্রেস ও বিজেপির মধ্যে। আইনের হাত থেকে বাঁচতে তিনি গা ঢাকা দিয়েছেন বলেও অভিযোগ তোলেন বিজেপি নেতারা। তা নিয়ে নাম না করেই শাসকদলকে একহাত নেন চিদম্বরম। তিনি বলেন, "স্বাধীনতাই গণতন্ত্রের ভিত। সংবিধানের ২১তম ধারাতেও তার উল্লেখ রয়েছে। দেশের প্রতিটি নাগরিকের জীবন ও ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

এমবিবি কলেজের নবীন বরণ অনুষ্ঠানে স্মৃতির রোমন্থন করলেন উপমুখ্যমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ আগস্ট ।। বুধবার রবীন্দ্রশতবার্ষিকী ভবনে রাজ্যের অন্যতম গর্বের কলেজ এমবিবি কলেজে নবীন বরণ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। জমকালো অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে নবীন বরণ উৎসবে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মণ এবং শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ।

এমবিবি কলেজের নবীন বরণ উৎসবে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করে শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ বলেন, রাজ্য সরকার তৃণমূল স্তর থেকেই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে শিক্ষাক্ষেত্রে। কেননা সকল সমস্যা সমাধান করতে পারে একমাত্র শিক্ষাই। আমাদের ছেলে-মেয়েদের যথেষ্ট মেধা রয়েছে। সেই মেধা বিকাশ ঘটাতে হবে। সেই জন্য প্রয়োজন শিক্ষাব্যবস্থাকে সময়উপযোগি করে তোলা। প্রসঙ্গক্রমে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, জাতীয় গড়ের চেয়ে আমাদের রাজ্যে উচ্চ শিক্ষার হার অনেকটা

কম। এজন্য শিক্ষক ছাত্র সহ সকলকেই আরও দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে। রাজ্য সরকার ইতিমধ্যেই আরও ৭টি কলেজকে পিপিপি মডেলে পরিচালনা করার উদ্যোগ নিয়েছে বলে জানান শিক্ষামন্ত্রী। রাজ্যে উচ্চশিক্ষার গড় বাড়ানোর জন্য প্রয়োজনীয় সব ধরনের ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, আমাদের রাজ্যে প্রতিবছর প্রতিটি কলেজ ছাত্রের জন্য সরকারের খরচ হচ্ছে ৭৬ হাজার টাকা। বিষয়টির অবতরনা করতে গিয়ে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, ছাত্ররা যাতে সঠিক শিক্ষায় শিক্ষিত হতে পারে সেই দিশাতে কাজ করতে হবে। এমবিবি কলেজের নবীনবরণ উৎসবে জাকজমকতার প্রশংসা করার পাশাপাশি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাংলাদেশ দিয়ে রাজ্যে আসবে এলপিজি বুলেট

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ আগস্ট।। রাজ্যে পেট্রোলিয়াম সামগ্রী সরবরাহ ব্যবস্থা আরও সুগম করার জন্য বেশ কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকার। বিশেষ করে এলপিজি মজুত, জ্বালানীর মজুত ও জ্বালানীর বিতরণ কেন্দ্র ইত্যাদি।

মহাকরণে শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ একথা জানিয়ে বলেন, রাজ্য সরকার চাইছে জ্বালানীর সরবরাহ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে যাতে রাজ্যবাসী আরও ভালো পরিষেবা পেতে পারে।

এলপিজি নিয়ে তিনি বলেন, বাংলাদেশ ও ভারত সরকারের মধ্যে মৌ স্বাক্ষরিত হয়েছে বাংলাদেজশের মঙলা বন্দর দিয়ে ২০টি এলপিজি বুলেট ট্রাক রাজ্যে আনা হবে। তাতে করে রাজ্যের ৬ লক্ষ ৯০ হাজার গ্রাহকের জন্য বোধজংনগর বটলিং প্ল্যান্টে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

এডিসি নির্বাচনে আইপিএফটি ও বিজেপি যৌথভাবে ভোটে লড়বে কিনা অনিশ্চিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ আগস্ট।। প্রতি বছরের মতো এ-বছরও ২৩ আগস্ট আইপিএফটি এবং তাদের সকল শাখা সংগঠন যৌথভাবে ১১-তম ত্রিপুরা রাজ্য ভিত্তিক তিপ্রাল্যান্ড দাবি দিবস পালন করবে। ওইদিন পশ্চিম জেলার জিরানিয়া মহকুমার অন্তর্গত খুমলুং এলাকায় এ উপলক্ষ্যে এক সমাবেশ এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে। ওই সমাবেশে রাজ্যের বিভিন্ন এলাকা থেকে ১ লক্ষেরও বেশি আইপিএফটি দলের কর্মী সমর্থক উপস্থিত থাকবেন। আজ বুধবার সন্ধ্যায় আইপিএফটি-র সহ-সম্পাদক তথা মুখপাত্র মঙ্গল দেববর্মা এক সাংবাদিক সম্মেলনে এ-কথা জানান।

মঙ্গল আরও জানান, ওইদিনের সমাবেশে বোড়োল্যান্ড, গোর্খাল্যান্ড, ডিমারাজি, কামতাপুর ইত্যাদি ছোট ছোট রাজ্য গঠনের দাবিতে যাঁরা আন্দোলন করছেন এই সব আন্দোলনের নেতৃবৃন্দদের নিয়ে গঠিত যৌথমঞ্চ 'ন্যাশনাল ফেডারেশন ফর নিউ স্টেটস'-এর নেতৃবৃন্দ উপস্থিত থাকবেন। সমাবেশের পাশাপাশি এদিন জনজাতিদের নাচগান নিয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে। এদিনের ওই কর্মসূচিকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য আইপিএফটি দলের তরফ থেকে সব ধরনের চেষ্টা চালানো হচ্ছে বলেও জানান মঙ্গল দেববর্মা।

পাশাপাশি তিনি এদিন উদ্বেগের সঙ্গে বলেন, কিছু কিছু চক্রান্তকারী তাদের এই কর্মসূচিকে বানচাল করার জন্য অপপ্রচার চালাচ্ছে। তাই তাদের দলের তরফ থেকে রাজ্যের জনসাধারণের প্রতি আহ্বান রাখা হচ্ছে অপপ্রচারে বিভ্রান্ত না হওয়ার জন্য।

সেইসঙ্গে মঙ্গল দেববর্মা এদিন আরও বলেন, আগামী বছরের এপ্রিল-মে মাস নাগাদ ত্রিপুরার উপজাতি স্বশাসিত জেলা পরিষদের (এডিসি) সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এই নির্বাচনে ভালো ফল করার লক্ষ্যে আইপিএফটি এবং তাদের সহযোগী সংগঠনগুলি সারা ত্রিপুরা জুড়ে শান্তিপূর্ণভাবে গণ-আন্দোলনের গতিধারাকে আরও শক্তিশালী করার জন্য কাজ করছে। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানান, ত্রিপুরা উপজাতি স্বশাসিত জেলা পরিষদ নির্বাচনে আইপিএফটি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সেকেরকোট কান্ডে বিরোধী দলনেতার অভিযোগ খন্ডন করলেন বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ আগস্ট ।। সূর্যমণিনগর বিধানসভা এলাকার সেকেরকোর্টে রেলস্টেশন সংলগ্ন চৌমুহনি বাজারে সোমবার রাতে সংঘবদ্ধ হামলায় একজন নিহত ও অপর চারজন আহত হওয়ার ঘটনায় জড়িতদের কোন ধরনের রাজনৈতিক রঙ বিচার না করে কঠোর আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। বিধায়ক রামপ্রসাদ পাল এলাকা সফরকালে এই স্পষ্ট বার্তা দিয়েছেন। বর্তমান সরকার রাজ্যে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে বদ্ধপরিকর। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

অবশেষে গোমতি নদীতে নিখোঁজ ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রীর নিথর দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ আগস্ট।। অবশেষে গোমতি নদীতে নিখোঁজ ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রী সঙ্গীতা পালের নিথর দেহ উদ্ধার করলেন এনডিআরএফ-এর জওয়ানরা। আজ বুধবার দুপুর তিনটে নাগাদ গোমতি জেলার উদয়পুর মহকুমার রাজনগর সেতু সংলগ্ন জায়ায় নদীর জলে তার মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে।

প্রসঙ্গত, মঙ্গলবার গোমতি নদীতে তলিয়ে গিয়েছিল ষষ্ঠ শ্রেণির এক ছাত্রী। দাদুর বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে মর্মান্তিক এই ঘটনায় গোমতি জেলার উদয়পুরের রাজনগরে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। গতকাল সন্ধ্যা পর্যন্ত

অনেক খোঁজাখুঁজির পরও তাঁর দেহ উদ্ধার হয়নি। ফলে, আজ সকালে থেকে ফের এনডিআরএফ-এর জওয়ানরা নদীতে তল্লাশি চালান।

উদয়পুরের মহকুমাশাসক অনিরুদ্ধ রায় জানান, আগরতলার শিবনগর লোটাস ক্লাব সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দা সুব্রত পালের একমাত্র ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সাত দফা দাবিতে শহরে মিছিল ক্ষেত মজুর ইউনিয়নের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ আগস্ট।। সাত দফা দাবির ভিত্তিতে আজ বুধবার আগরতলায় ডেপুটেশন ও পথসভা অনুষ্ঠিত করল বামফ্রন্ট সমর্থিত কৃষকদের সংগঠন ত্রিপুরা খেতমজুর ইউনিয়নের পশ্চিম জেলা কমিটি। মিছিল শুরুর আগে তাঁদের এই দাবিগুলির বিষয়ে সংবাদ মাধ্যমকে জানান ত্রিপুরা সরকারের প্রাক্তন খাদ্য ও জনসংযোগ দফতরের মন্ত্রী তথা বর্তমান বিধায়ক ভানুলাল সাহা।

দাবিগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি যথাক্রমে বৃদ্ধ বয়সে কৃষকদের ২০০০ টাকা করে প্রতিমাসে পেনশন প্রদান, কৃষি খেতগুলিতে সেচের ব্যবস্থা করা, রাজ্যের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

উগ্রপন্থী তৎপরতায় বাস্তুচ্যুত তিন সহস্রাধিক বাঙালি পরিবারের ছয় দফা দাবি পূরণের আর্জি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ আগস্ট।। রাজ্যে উগ্রপন্থী তৎপরতায় বাস্তুচ্যুত তিন সহস্রাধিক পরিবার ছয় দফা দাবি তুলে ধরে সহায়তার জন্য রাজ্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। বুধবার সাংবাদিক সম্মেলনে ত্রিপুরা রাজ্য উদ্বাস্তু উন্নয়ন কমিটির সম্পাদক পুজন কুমার ভট্টাচার্য বলেন, উগ্রপন্থী তৎপরতায় ভিটেমাটি ছেড়ে উদ্বাস্তুর মতো জীবনযাপন করছি। ১৯৯৮-৯৯ সালে বাস্তুচ্যুত হয়েছিলাম। দীর্ঘ সময় পেরিয়ে গেছে, আজও কোনও সরকারি সহায়তা মিলেনি। তাই, বর্তমান সরকার আমাদের দাবি সহানুভূতির সাথে বিবেচনা করবে বলে আশাবাদী, বলেন তিনি।

এদিন তিনি বলেন, ওই সময় ত্রিপুরায় বিভিন্ন প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে বাঙালি পরিবারগুলি বাস্তুচ্যুত হয়েছিল। তাঁরা রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে যে যার সুবিধামতো আশ্রয় নিয়ে কোনওরকম জীবনযাপন করছেন। তিনি আক্ষেপ করে বলেন, দীর্ঘকাল ধরে ত্রিপুরা সরকার ও শাসকদলীয় নেতৃবৃন্দের কাছে সাহায্যের জন্য দ্বারস্থ হয়েছি। কিন্তু কোনও সাড়া মিলেনি।

পুজন কুমার বলেন, ত্রিপুরায় সরকার পরিবর্তন হওয়ার পর এখন পর্যন্ত বিভিন্নভাবে সরকারের সাথে উদ্বাস্তুদের সাহায্যের জন্য আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু, সহায়তায় এখনও কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। তাঁর কথায়, ত্রিপুরা সরকারের কাছে উদ্বাস্তু পরিবারগুলিকে ইন্দিরা আবাস যোজনা কিংবা প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় ঘর প্রদানের দাবি জানানো হয়েছে। তাছাড়া, ভূমিহীনদের ভূমির বন্দোবস্ত, প্রত্যেক উদ্বাস্তু পরিবারে কাজের ব্যবস্থা, প্রত্যেক উদ্বাস্তু পরিবারকে পাঁচ লক্ষ টাকা অনুদান, সরকারি সুবিধার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া এবং উদ্বাস্তু পরিবারের ফেলে আসা জোত জমিগুলি সরকার অধিগ্রহণ করে আর্থিক সহায়তা প্রদানের দাবি জানানো হয়েছে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সাত বছরের শিশুকণ্যাকে ধর্ষণের পর নৃশংসভাবে খুন, দোষীর ফাঁসির সাজা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ আগস্ট।। ধর্ষণের পর নৃশংসভাবে খুন করা হয়েছিল সাত বছরের ফুটফুটে এক শিশু কন্যাকে। ওই বর্বরোচিত ঘটনায় দোষীর ফাঁসির সাজা হয়েছে। ঘটনার ১১ মাসের মাথায় বিচারপ্রক্রিয়া সম্পন্ন করে দোষীকে চরম শাস্তি প্রদান ঐতিহাসিক ঘটনা বলে দাবি করছে আইনজ্ঞ মহল।

সাতবছরের শিশু কন্যাকে ধর্ষণের পর নৃশংসভাবে খুনের ঘটনায় দোষী সাব্যস্ত গৌতম তাঁতিকে আজ বুধবার উত্তর ত্রিপুরা জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক গৌতম সরকার ফাঁসির সাজা দিয়েছেন। হৃদয়বিদারক এই ঘটনা পরিপ্রেক্ষিতে আদালতের রায়ে ওই শিশুর পরিবার ভীষণ খুশি।

প্রসঙ্গত, ২০১৮ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর উত্তর ত্রিপুরা জেলার কদমতলা থানাধীন মহেশপুরের

ধর্ষণের পর শিশুকে হত্যা মামলায় দাষী সাব্যস্ত গৌতম তাঁতি।

শীতলটিলা এলাকায় সাতবছরের এক ফুটফুটে শিশু কন্যাকে ধর্ষণের পর নৃশংসভাবে খুন করা হয়েছিল। ঘটনার আগে ওই শিশুটিকে বাড়ি থেকে ঢেকে নিয়ে গিয়েছিল অভিযুক্ত যুবক। এর পর থেকে ওই শিশুটিকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। তিনদিন পর পার্শ্ববর্তী একটি জঙ্গল থেকে তার দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। ওই ঘটনায় অভিযুক্ত গৌতম তাঁতিকে পুলিশ গ্রেফতার করে। তার বিরুদ্ধে ভারতীয় ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৩০২/৩৭৬-এ/৩৭৬-বি এবং পোকসো আইনের ৪ ধারায় তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছিল পুলিশ। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পুলিশ তদন্ত সমাপ্ত করে আদালতে চার্জশিটও জামা দেয়। এর সাথে সমস্ত প্রমাণ আদালতে পেশ করে পুলিশ। দীর্ঘ শুনানি ও সাক্ষ্যবাক্য গ্রহণের পর আজ উত্তর ত্রিপুরা জেলা ও দায়রা জজ আদালত গৌতম তাঁতিকে সাত বছরের শিশু কন্যাকে ধর্ষণ ও নৃশংসভাবে খুনের ঘটনায় দোষী সাব্যস্ত করেন।

নৃশংস এই কাজের জন্য বিচারক গৌতম সরকার দোষী গৌতম তাঁতিকে ভারতীয় ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৩০২ ধারায় ফাঁসির ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ◻ বর্ষ-৬৫ ◻ সংখ্যা ৩১১ ◻ ২২ আগস্ট ২০১৯ ইং ◻ ৪ ভাদ্র ◻ বৃহস্পতিবার ◻ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

গণতন্ত্রের বিপদ

পুলিশ তুমি কার? এই প্রশ্ন খুব সন্তর্পণে উকি মারে বিভিন্ন মহলে। পুলিশ কি মানুষের বন্ধু? না, পুলিশ ক্ষমতাসীন সরকারেরই আজ্ঞাবহ পুতুল। বিভিন্ন ঘটনায় ইহাই স্পষ্ট হইতেছে পুলিশ জনগণের বন্ধু নহে। পুলিশ ক্ষমতাসীন সরকারের বাহিনী। যে বাহিনী রঙ দেখিয়া কাজ করে। সাধারণ নির্যাতীত, অত্যাচারিত আক্রান্ত অসহায় মানুষ পুলিশে অভিযোগ জানাইয়া বিচার পায় না? ইহাই বাস্তব যে, পুলিশ চলে ক্ষমতাসীনদের অঙ্গুলী নির্দেশে। বাম আমলে দেখা গিয়াছে পার্টির লোক হইলে সাতখুন মাপ। এই রাম আমলেও তাহার ব্যতিক্রম এমন বলিবার কি সুযোগ আছে? রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে হামলা হুজ্জুতি চলিলেও মূল অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে পুলিশ নীরব থাকে। তাহার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয় না। এইরকম ঘটনা আকছার ঘটিতেছে। বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার অভিযোগ করিয়াছেন যে, বর্তমানে রাজ্যে অরাজক অবস্থা চলিতেছে। আইন বলিতে কিছুই নাই। তাঁহার অভিযোগ সংবাদপত্রের পাতায় আসিয়াছে। কিন্তু, সরকারী তরফে তেমন কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায় নাই। একথা খুব স্পষ্ট যে, এরাজ্যে যে দল ক্ষমতা হারায় সেই দল ক্ষমতাসীনদের দ্বারা অত্যাচারিত হয়। সেখানে পুলিশ থাকে নীরব দর্শক হইয়া। পুলিশ যদি নিরপেক্ষতার মাধ্যমে আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় অগ্রণী হইত তাহা হইলে এমন ভয়াবহ পরিস্থিতির মুখে পড়িতে হইত না রাজ্যের মানুষকে।

শুধু ত্রিপুরা নহে বিভিন্ন রাজ্যে প্রায় একই অবস্থা। ক্ষমতাসীনদের হাতে বিরোধীদের আচরণ ভয়াবহ। যাহা আমাদের গণতান্ত্রিক ধ্যানধারণাকে মারাত্মকভাবে আঘাত করিতেছে। আমাদের গণতন্ত্রের গর্ব, অধিকার ধুলায় লুটাইতেছে। এভাবেই গণতান্ত্রিক ভারত গুরুতর সংকটের দিকেই একথা অস্বীকারের সুযোগ নাই। ভোট দেওয়া, ভোটে জয় পরাজয় গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ারই একটি অঙ্গ। কিন্তু, সেখানে জয়ী দলের কর্মী সমর্থকরা প্রতিশোধ স্পৃহায় প্রতিদ্বন্দ্বি দলের কর্মীদের বিরুদ্ধে মারমুখী অচারণ সত্যিই ভবিষ্যতে ভয়ানক বিপদই দেখা দিবে সন্দেহ নাই। এই ঘটনাতো আরজাকতাই। দেশ রাজ্য কি দিনে দিনে অরাজকতার দিকেই যাইতে থাকিবে? আজ গোটা দেশজুড়িয়া চলা এই পরিস্থিতির বিরুদ্ধে বড়সর আন্দোলন প্রয়োজন। এইভাবে গণতন্ত্র শক্তিশালী হইতে পারে না। বরং গণতন্ত্রকে বস্তাবন্দী করিয়া একনায়কতন্ত্রের নাগপাশে দেশকে তুলিয়া দেওয়াররই তো জঘন্য প্রয়াস চলিতেছে বলিলে তো ভুল বলা হইবে না। অখত ভারতবর্ষের প্রতিটি মানুষকে স্বাধীনতা, গণতন্ত্র রক্ষার জন্য ভাবিতে হইবে। যদি এক্ষেত্রে দেশবাসী জাগিয়া না উঠে তাহা হইলে গণতন্ত্রের শেষ চিহ্নটুকুও অবশিষ্ট থাকিবে কিনা সন্দেহ। গোটা দেশ আজ সেই গণতন্ত্র রক্ষার বড়সর প্রশ্নের মুখে দাঁড়াইয়া আছে।

একথা আজ অনেক বেশী সত্যি যে, দেশের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে গণতন্ত্রের ছোঁয়া ব্যাপ্ত নহে। গণতন্ত্র এখন শুধু অনেকটা আবরণ। বস্তুত পক্ষে গণতন্ত্রের শক্তি নিঃশেষ করিয়া দিতেই সক্রিয়তা লক্ষ্য করা যাইতেছে। এখনই যদি দেশবাসী জাগিয়া না উঠে, গণতন্ত্রকে রক্ষায় অগ্রণী না হন তাহা হইলে গুরুতর বিপদের হাত হইতে রক্ষা মিলিবে না। এখনও সব শেষ হইয়া যায় নাই।

পাথারকান্দিতে স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে প্রাক্তন সেনাকর্মী নির্মল সিংহকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়নি, খবর সত্য নয় : সৈনিক ক্লাব

পাথারকান্দি (অসম), ২১ আগস্ট (হি.স.) : পাথারকান্দি গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ে স্বাধীনতা দিবসের দিন আয়োজিত অনুষ্ঠানে অবসরপ্রাপ্ত সেনাকর্মী সুবেদার মেজর নির্মল সিংহকে সংবর্ধনা থেকে ব্রাত্য রাখার খবরকে সম্পূর্ণ মিথ্যে বলে উড়িয়ে দিয়েছে পাথারকান্দি সৈনিক ক্লাব। পাথারকান্দিতে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করে বিষয়টি স্পষ্ট করে দেন সৈনিক ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক তথা অবসরপ্রাপ্ত নায়েব সুবেদার বিশ্বজিৎ সিংহ।

সম্প্রতি এক দৈনিক খবরের কাগজে প্রকাশিত সংবাদের তীব্র নিন্দা ও ধিক্কার জানিয়ে অবসরপ্রাপ্ত নায়েব সুবেদার বিশ্বজিৎ সিংহ বলেন, বিষয়টি নিয়ে প্রচার মাধ্যমে অযথা জল ঘোলা করা হচ্ছে। এটা সমাজের জন্য শুভ সংকেত নয়। বিষয়টি তিনি স্পষ্ট করে দিয়ে জানান, গত ১৫ আগস্ট স্বাধীনতা দিবসের দিন আয়োজিত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আগে পাথারকান্দি গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয় থেকে সৈনিক ক্লাবের কাছে সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দা ৪০ জন অবসরপ্রাপ্ত সেনাকর্মীর নামের তালিকা চাওয়া হয়েছিল। সে তালিকা মোতাবেক প্রাক্তন সেনাদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। কিন্তু প্রাক্তন সেনাকর্মী অবসরপ্রাপ্ত সুবেদার মেজর নির্মল সিংহ যেহেতু অন্য গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দা, তাই ক্লাবের নিয়ম অনুযায়ী তাঁর নাম তালিকায় সন্নিবিষ্ট করা হয়নি। বিষয়টি জেনেও সৈনিক ক্লাবের নামে অপবাদ রটানোর চেষ্টা করায় তিনি খেদ প্রকাশ করেন।

সাংবাদিক সম্মেলনে পাথারকান্দি গ্রাম পঞ্চায়েত সভানেত্রী রেণুকা সিনহাকে পাশে বসিয়ে বিশ্বজিৎ সিংহ আরও জানান, এদিনের মহতী অনুষ্ঠানে কোনও রাজনীতি জড়িত ছিল না। তাঁর কথায়, পঞ্চায়েত কার্যালয়ে প্রথমবারের মতো এদিনের এই সুন্দর অনুষ্ঠানকে বানচাল করতে একটি দুষ্ট চক্র উঠে-পড়ে লেগেছিল। এমন-কি নির্মল সিংহকে হাতিয়ার করে এই চক্রটি প্রচার মাধ্যমেও সৈনিক ক্লাবের কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যে অপপ্রচার লিপ্ত হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে সৈনিক ক্লাবের সভাপতি সুবেদার মেজর ক্যাপ্টেন মদনমোহন সিংহ সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরে বলেন, বৃহত্তর এই এলাকার অবসরপ্রাপ্ত সেনাকর্মী চাকরিরত সেনাকর্মী-সহ রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের সুরক্ষার কাজে নিয়োজিত সমস্ত কর্মীদের নিয়ে গঠিত সৈনিক ক্লাব দীর্ঘদিন থেকে এলাকায় মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে নিরলসভাবে কাজ করছে। এখানে কাউকে জনসমক্ষে হেয় করা হয় না। প্রকাশিত ওই সংবাদের তীব্র নিন্দা জানান তিনিও।

সাংবাদিক সম্মেলনে সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েত সভানেত্রী রেণুকা সিনহা তাঁর বক্তব্যে বলেন স্বাধীনতার দীর্ঘ কয়েক যুগ পর এই প্রথমবারের মতো স্বাধীনতা দিবসে গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃক এ-ধরনের সংবর্ধনা সভায় শুধুমাত্র পাথারকান্দি জিপি থেকেই অবসরপ্রাপ্ত কৃতী সেনাকর্মীদের তালিকা তৈরির নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। পরে এ-নিয়ে একটা ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়ে প্রচার মাধ্যমে স্থান পাওয়ার ঘটনা দুঃখজনক বলে তিনি মন্তব্য করেন।

এদিকে পাথারকান্দির মুগুমালায় সরকারি জমিতে সৈনিক ক্লাবের একটি নিজস্ব কার্যালয়ের কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলছে বলে জানান ক্লাবের কর্মকর্তারা। গত ১৫ আগস্ট দেশের ৭৩-তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে সৈনিক ক্লাব আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে স্থানীয় বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল তাঁর তহবিল থেকে ক্লাবের উন্নয়নে কুড়ি লক্ষ টাকার আর্থিক অনুদানের আশ্বাস দেন বলে জানান বিশ্বজিৎ সিংহ।

এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সুবেদার মেজর সিএস রাজকুমার, ফ্লাইং অফিসার বীরেন্দ্রকুমার সিংহ, অবসরপ্রাপ্ত সুবেদার ভাস্কর সিংহ, অবসরপ্রাপ্ত হাবিলদার মণি সিংহ, অবসরপ্রাপ্ত হাবিলদার প্রভাস সিংহ, নায়েব সুবেদার সূর্যপ্রকাশ সিনহা প্রমুখ।

অভ্যর্থনা-দেশে দেশে নানা কায়দায়

পলাশ বরন পাল

এখন ভাবলে আদ্যিকালের কথা মনে হয়। চোখের পলকে চিঠি চলে যাবে দূর বিদেশে, অথবা সেখানকার সাম্প্রতিকতম কেচ্ছাও দেখতে পাওয়া যাবে আন্তর্জাতিক---এসব সম্ভবানা তখন লোকের কল্পনাতেও ঠাঁই পায়নি। টেলিফোনই তখন মানুষের হাতের বাইরে, এক পাড়ায় বড়জোর দু'—একজনের বাড়িতে। টেলিভিশনও তথৈবচ। সেই আমলে, ১৯৭৯ সালে, আমার মার্কিন দেশে যাওয়া ঠিক হল, গবেষণা করে পিএইচডি করার জন্য।

ব্যাপারটা এমন নয় যে তার আগে কেউ আমেরিকা যায়নি। গিয়েছে, তবে কী করে ভর্তি হতে হয়, কী করে যাওয়ার ব্যবস্থা করতে হয়—সে সম্পর্কে আমার অন্তত কোনও ধারণাই ছিল না। আমার বন্ধু সুমিত একগাদা দরখাস্ত করার ফর্ম জোগাড় করল, কয়েকটা আমাকে দিয়ে বলল, 'নে ঝপাঝপ ভরে পাঠিয়ে দে'। কোথায় পাঠাব? কয়েকটা ইউনিভার্সিটির ঠিকানা ও সুমিত দিল। 'দুগ্গা' বলে ছেড়ে দিলাম চিঠি। যথাকালে শিকেও ছিঁড়ল, অতএব আগস্ট মাসের মাঝামাঝি যাত্রার জন্য টিকিট কাটা হল। কলকাতা থেকে বোম্বাই, সেখান থেকে সোজা নিউ ইয়র্ক। আমার গন্তব্য অবশ্য আরও প্রায় ৫০০ কিলোমিটার পশ্চিমে পিটসবার্গ। এই শেষ অংশটুকু কী করে যাব, সেটা নিউ ইয়ের্ক পৌঁছে ভাবা যাবে, এই ধরে নিয়ে রওনা হলাম।

আসলে, ভাবনাটার দায় আমার ছিল না। আমাদের সঙ্গে কলেজে পড়ত অশোক,সে তার আগের বছরই আমেরিকার চলে গিয়েছিল। আমাদের সময়ে পরীক্ষার ফল বেরতে এত দেরি হত যে, বিএসসি পাস করার পরেই অশোক চলে গিয়েছিল কানপুরে এমএসসি পড়তে, তাই আমাদের বছরখানেক আগেই সে-পাট শেষ করে সে পাড়ি দিয়েছিল নিউ ইয়র্কের উপকণ্ঠে স্টোনি ব্রুক বলে একটা জায়গায় পিএইচডি করতে। জন এফ কেনেডি এয়ারপোর্টে ও আসবে আমাকে অভ্যর্থনা জানাতে, সেসব চিঠি লিখে ঠিক করে নেওয়া হয়েছিল। আমি একাও যাচ্ছিলাম না, সঙ্গে ছিল আর এক সহপাঠী গগন, সে পড়তে যাচ্ছিল অশোকদের ওখানেই। আমিও গিয়ে প্রথমে ওখানেই উঠব, তারপরে পিটসবার্গ যাওয়া ব্যবস্থা অশোক করবে, এইরকম ঠিক হয়েছিল।

কলকাতা বিমানবন্দরে এসে দেখি, যে উড়ানে বোম্বাই যাব, সেটি নির্ধারিত সময়ে ছাড়বে না। কখন ছাড়বে, জানা নেই। দু'জনেরই বাড়ির লোক অধীর হয়ে অপেক্ষা করতে লাগল, অবশেষে প্রায় ঘণ্টা তিনেক দেরিতে ছাড়ল সেই বিমান। মনে ভয় রয়ে গেল, বোম্বাই গিয়ে নিউ ইয়র্কের ফ্লাইট পাওয়া যাবে তো? রাত্তির দশটায় পৌঁছনোর কথা ছিল, পৌঁছলাম প্রায় দেড়টায়। পরবর্তী ফ্লাইট দুটোর সময়ে। তখনকার এয়ারপোর্টগুলো এখনকার মতো এমন বিতিকিচ্ছিরি ঢাউস ছিল না, কোনওমতে পাসর্পোট দেখিয়ে হুড়মুড় করে আমি আর গগন যখন সেই আন্তর্জাতিক বিমানে ওঠার দরদায় এসে পৌঁছলাম, তখন পৌনে দুটো। বিজয়গর্বে টিকিট এগিয়ে দিয়ে বললাম, 'এসে গেছি'

যাঁকে টিকিট দেখালাম, তিনি অবশ্য খুব তাচ্ছিল্যভরে বললেন, 'হবে না'। কেন? আমাদের নাকি দেরি হয়ে গিয়েছে। আমরা বললাম, 'সে কী। ছাড়ার কথা তো দুটোয়'। তিনি বলেন, 'তা হোক, এখন আর কাউকে তোলা যাবে না।'

এমন উদ্ভট কথা আমরা জন্মে শুনিনি। বরাবর দূরপাল্লার যাত্রা করেছি ট্রেনে করে, একমিনিট বাকি থাকতে স্টেশনে পৌঁছলেও দিব্যি উঠে গিয়ে বসেছি। প্লেনে অন্যরকম হবে কেন? সে কথা জিজ্ঞেস করাতে সেই দ্বাররক্ষী এবার বললেন। আমাজের সঙ্গে কথা বলার সময় তাঁর নেই, প্লেন ছাড়ার পরে কথা হবে। আরে কী মুশকিল, ওই প্লেনের ব্যাপারেই তো কথা, পাখি উড়ে যাওয়ার পরে কথা বলে লাভ কী?

কেউ কর্ণপাত করল না। ব্যর্থ প্রেমিকের মতো তাকিয়ে সামনে দিয়ে উড়ে গেল আমাদেরই সাধের চিড়িয়া। শুধু একটুই সান্ত্বনার কথা, আমরা দু'জনই শুধু ছিলাম না সেখানে, আরও বেশি কিছু যাত্রীও কলকাতা থেকে এসেছিলেন একই উড়ানে, একই উচ্চাশা নিয়ে, তাঁরাও তখন আমাদের সঙ্গী।

আধঘণ্টা কি চল্লিশ মিনিট পরে মঞ্চে আবির্ভূত হলেন আবার সেই রক্ষীরা। এবারে কর্ণপাত করলেন আমাদের কথায়, এবং বললেন যে আমাদের যেতে হবে এয়ারপোর্টের বাইরে একটি অফিসে সেখানে ব্যবস্থা করা হবে। ওই নিশুতি রাত্তিকে কী করে যাব সে অফিসে? তাঁরা আশ্বাস দিয়ে বললেন, হাঁটা পথ, পাঁচ মিনিটের ওয়াস্তা, এয়ারপোর্ট চত্বরের মধ্যেই সে অফিস।

গেলাম। সব ফাঁকা। আবার ঘণ্টাখানেক বাদে দু'জন এলেন। জিজ্ঞেস করলাম, পরের ফ্লাইটে আমরা যেতে পারব কি না জানা গেল সেই কোম্পানির ফ্লাইট রোজ থাকে না, পরেরটা চারদিন পরে তাই তাঁরা আমাদের দু'জনের, এবং একই পথের পথিক অন্যদের, টিকিটগুলো নিয়ে তাতে কী সব আঁকিবুকি কেটে, বললেন, ''আপনাদের টিকিট 'ওপের' করে দেওয়া হল।'' এই ইংরেজি শব্দটির এহেন ব্যবহার আমাদের জানা ছিল না। প্রশ্নের উত্তরে তাঁরা জানালেন, অর্থাৎ এখন আমরা যে কোন ও কোম্পানি উড়ানে যেতে পারি, তাঁদের কোম্পানি হিসেবে বোঝাবুঝি করে নেবে। তার ওপরে একটু ফাউ --- পৃথিবীও একরাত কাটাতে হলে তার হোটেল ভাড়াও দিয়ে দেবে তাঁদের কোম্পানি। আর দরকার হলে বাড়িতে একটা ফোন ও করতে পারি, সে খরচও তাঁদের।

আর একটু পরেই ভোর হয়ে গেলে কী ফ্লাইট আছে। তার খোঁজ শুরু করলাম এখনকার মতো টেলিভিশেনের পর্দার মতো জায়গায় লেখার ব্যবস্থা ছিল না তখন, লোকজনকে জিজ্ঞেস করতে লাগলাম। জানা গেল, সাড়ে এগারোটার সময়ে এয়ার ইন্ডিয়ার একটা উড়ান আছে। বেশ, চেষ্টা করা যাক। শোনা গেল, ন'টার আগে নাকি তার কোন ও কাজই শুরু হবে না, ন'টা অবধি কিছুই করার নেই। ভাবলাম , বিনি পয়সায় ফোন করা যাবে তো, সেইটাই করা যাক। হাজার হোক, বাবা-মা আর ভাইয়েরা তো চিন্তা নিয়ে ফিরেছে, আমরা ঠিকমতো উঠতে পারলাম কি না বোম্বাই থেকে।

আমাদের বাড়িতে ফোন ছিল না। আর এক ন্ধুর বাড়িতে ফোন করলাম। বন্ধু ঘুমাচ্ছিল, তাকে ডাকা হল। আমি বললাম 'শোন শিবে, বাবা-মাকে বলে দিস যে আমাদের কোনও অসুবিধে হয়নি বোম্বাইয়ে'। ও প্রান্ত থেকে সশব্দে হেসে শিবে বলল, আর এটাও কি বলব যে তুই প্লেনে উঠতে পারিসনি, সক্কালবেলা ফোন করেছিলি? ' ওই যাঃ, এটা তো মাথায় আসেনি। বললাম, 'চেপে যা, কিছুই বলিস না।'

ন'টা বাজতেই আমি এয়ার ইন্ডিয়ার অফিসে ঢুকলাম। মিনতি করে বললাম, আমাদের 'ওপেন' টিকিট, জায়গা করে দিন। তাঁরা বললেন, আগে তাঁদের নির্ধারিত টিকিটধারীরা আসুক, তারপর দেখা যাবে উটকো লোকের জায়গা হবে কি না। আমি থানা গেড়ে দাঁড়িয়ে রইলাম সেখানে। বাইরে আমাদের দু'জনের মালের পাহারায় গগন।

ঘণ্টাখানেক কি ঘণ্টাদেড়েক বাদে, যখন মনে হল নির্ধারিত যাত্রীদের সবার হিল্লে হয়ে গিয়েছে, তখন আবার টিকিটটি সামনে বাড়ালাম। এবার শুনলাম, ফ্লাইট নাকি টইটম্বুর, জায়গা নেই। তাহলে? কিংকর্তব্যবিমূঢ়, হয়ে দাঁড়িয়ে আছি, এমন সময় এক ইউরোপীয় মহিলা এসে বললেন, তিনি নাকি সাত জন বয়স্ক সঙ্গী নিয়ে বেরিয়েছেন, দেশভ্রমণে, আটকে পড়লে সবারই খুব অসুবিধে, একটু ব্যবস্থা করে দিতে হবে। একটু কথাবার্তার পরে জায়গা হয়ে গেল।

এতে আমার প্রচণ্ড রাগ হল। এই মহিলাকে আমি চিনি, ইনিও কলকাতা থেকে এসেছেন, আমাদের সঙ্গে ইনিও আগের বিমান কোম্পানির অফিসে বসেছিলেন শেষ রাত্তিরে। তাঁর বেলায় অন্যরকম বিচার হবে কেন? এই ভেবে, আমি খুব রেগে গিয়ে, চেয়ারে আসীন সেই ভদ্রলোকের দিকে আবার আমাদের টিকিটটি বাড়িয়ে দিয়ে বেশ আমাদের সূরে বললাম, 'দুটো'। তিনি খেঁকিয়ে বললেন, 'বললাম তো জায়গা নেই।' আমি তত্তোধিক খেঁকিয়ে বললাম, ''চোপরাও। জায়গা নেই বলার পরে সাত জনের যখন জায়গা হয়েছে, তখন আর দু'জনেরও হবে। লিখুন আমাদের নাম'' তিনি ভ্যাবাচাকা খেয়ে মঞ্জুর করে দিলেন টিকিট।

বিজয়গর্বে বেরিয়ে আসতে আসতে দেখি গগন বাইরে থেকে হাত নেড়ে ইশারা করছে কিছুর। আগেও দেখেছি, তবে তখন আমার পক্ষে বেরনো সম্ভব ছিল না। এখন বেরিয়ে এসে সুখ -সংবাদটা যেই জানাতে গেলাম, গগন এগিয়ে এসে বলল, 'কিন্তু পলাশ,এই প্লেনটা তো নিউ ইয়র্ক যাচ্ছে না।'

এই মেরেছে। কোথায় যাচ্ছে সে ব্যাপারটা তো দেখে নেওয়া হয়নি। গগন বলল, ওটা নাকি ফ্রাঙ্কফুর্ট যাবে। আমি বলালম, 'আমার পক্ষে আবার ফেরত গিয়ে বলা সম্ভব নয় ওই টিকিট বদলে দিতে অতএব গত্যন্তর নেই, আমাদেরকে ফ্লাঙ্কফুর্টেই যেকে হবে।' তার পর'? ---গগনের প্রশ্ন। আমি বলাম, 'সে দেখা যাবে।'

ফ্রঙ্কফুর্ট যখন পৌঁছলাম, সেখানে তখন শেষ বিকেল। আমার দু'জনে পদার্পণ করলাম বিদেশের মাটিতে। তৎক্ষণাৎ একজন, প্রায় কুর্নিশ করার ভঙ্গিতে হাত দেখিয়ে সবিনয়ে বললেন, 'এই দিকে, জাঁহাপনা'। অভ্যর্থনার বহর দেখে আমরা স্তম্ভিত। আসলে তিনি 'জাঁহাপনা' বলেননি, বলেছিলেন হয়তো 'জেন্টলম্যান', কিন্তু জার্মানদের মুখের ইংরেজি কখনও শুনিনি বলে প্রথমের 'জ' আর শেষের 'ন' ছাড়া আর কিছুই বুঝতে পারিনি, আর তাঁর কুর্নিশের ভঙ্গিতেও বিভ্রান্ত হয়েছিলাম।

আমি বললাম, 'ওদিকে কী আছে?' তিনি বললেন, 'হোটেল'। একটু সামলে নিয়ে বললাম, 'আমরা হোটেলে যেতে চাই না, নিউ ইয়র্কে যেতে চাই।' তাতে তিনি জানালেন, সকালের আগে আর আমেরিকা যাওয়ার কোনও উড়ান নেই। অগত্যা হোটেল---একরাত্তির থাকার ছাড় পত্র তো আছে আমাদের।

হোটেলের ঘরে ঢুকে চু চড়কগাছ হল দু'টি জিনিস দেখে---রঙিন টেলিভিশন, আর বাথরুমে অবগাহন চানের ব্যবস্থা। গগন তৎক্ষণাৎ রঙিন ছবি দেখতে বসে গেল, আমি ডুব মারলাম চৌবাচ্চায়। খানিক বাদে খাবারে ঘণ্টা বাজল। এইবার একটা কূট প্রশ্ন মাথায় এল---একরাত্তির থাকার পয়সা তো বিমান কোম্পানি দেবে, খাওয়ার পয়সা দেবে কি না তা তো বলেনি। কোনওমতে পিত্তরক্ষা করে উঠে যখন পয়সা দিতে যাচ্ছি, তখন কাউন্টারে যিনি বসে ছিলেন তিনি জানালেন, পয়সা লাগবে না। কী আফসো। কিন্তু তখন আর কিছু করার নেই। যাই হোক, খিদে মরেছিল, ভাল করে ঘুমিয়ে পরের দিন আবার এয়ারপোর্টে গিয়ে দেখতে লাগলাম, নি উ ইয়র্কের প্লেন কী পাওয়া যায়। পাওয়া গেল, এবং আমরা পৌঁছে গেলাম যথাসময়ে।

এলাহি এয়ারপের্ট, যদিও ফ্লাঙ্কফুর্টের তুলনায় ছোট এবং ম্লান বহু দেশের বহু লোক ঘোরাফেরা করছে। কেউ যাত্রী কেউ কর্মচারী। সেই ভিড়ের মধ্যে চারদিকে তাকাতে তাকাতে সভয়ে উপলব্ধি করলাম, অশোককে কোথাও দেখা যাচ্ছে না।

অশোককে দোষ দেওয়া যায় না। হঠাৎ ঘনঘটায় যদি আমরা সময়জ্ঞান হারিয়ে না ফেলতাম, তাহলে অনায়াসে বুঝতে পারতাম কারণটা। প্লেন বিভ্রাটের ফলে একদিন দেরি করে আমরা পৌঁছেছি। অশোক নিশ্চয়ই আগের দিন এসেছিল আমাদেরকে নিয়ে যেতে কাউকেই পায়নি। যে করেই হোক, স্টোনি ব্রুক পৌঁছতে হবে। তার রাস্তা জানি না, অশোক নিয়ে যাবে বলে রাস্তা জানার কোনও চেষ্টাই করা হয়নি। তখন জানতাম না যে, আমেরিকায় ঘরে ঘরে ফোন, অশোকের হস্টোলের ঘরে পর্যন্ত। তার নম্বরও নিয়ে রাখা হয়নি। এয়ারপোর্ট থেকে যে পোন করা যায়, সে জ্ঞানও ছিল না। অতএব লোকজনকে জিজ্ঞেস করে রাস্তা জানাতে হবে।

প্রথম দু'জন বলতে পারলেন না। তারপরের জন বললেন, 'ও স্টোনি ব্রুক। তার জন্য তোমাদের প্রথমে জামাইকা যেতে হবে। ওকান থেকে ট্রেনে।

ভূগোলে আমি অতটা কাঁচা ছিলাম না। এ যে তিববত যাওয়ার জন্য ডায়মন্ডহারবার যেতে বলছে। বললাম, 'সে কী। জামাইকা তো ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জের একটা দ্বীপ। শুনে তিনি হেসে বললেন, 'না না, সে জামাইকার কথা হচ্ছে না। নিউ ইয়র্ক শহরে একটা ট্রেন স্টেশন আছে তার নাম জামাইকা।' বুঝলাম। কী করে যাব সেখানে? ভদ্রালোক বললেন, ট্যাক্সি করে যাওয়াই ভাল, আমাদের সঙ্গে যেহেতু মাল আছে। ট্যাক্সির ভাড়া কত হতে পারে, তা-ও জেনে নিলাম, এবং দেখলাম যে, সে ভাড়া পকেটে আছে।

ট্যাক্সির লাইনে পৌঁছতেই ধেয়ে এল একজন ড্রাইবার। মোটামুটি আমাদের সমবয়সি। এর পরে তার সঙ্গে আমার যে কথাবার্তা হল, তা আমি নাচকের আকারে লিখে দিচ্ছি। মোটামুটি বাংলা অনুবাদগ, তবে একটি বিশেষ শব্দ অনুবাদের অযোগ্য, ইংরেজিই রেখে দিচ্ছি।

ট্যা।। কোথায় যাবেন?
ট্যা ।। জামাইকা।
আ।। জামাইকা।
ট্যা।। ও 'ফাকিং' জামাইকা।
আ।। না, স্টেশন জামাইকা।
ট্যা।। হ্যাঁ, 'ফাকিং' স্টেশন জামাইকা।
আ।। না, ট্রেন স্টেশন জামাইকা।
ট্যা।। হ্যাঁ হ্যাঁ , 'ফাকিং' ট্রেন স্টেশন জামাইকা।

একটা শব্দ ঘুরেফিরে আসছে, কিছুতেই তার নাম বুঝতে পারছিলাম না। জেরবার হয়ে বললাম, স্টোনি ব্রুকের ট্রেন ওখানে পাওয়া যাবে তো? তাতে সে মাথা নেড়ে আশ্বাস দিল। মাথানাড়ায় যেহেতু কোনও অজানা শব্দ শুনতে হল না, তাই আমরাও আশ্বস্ত হলাম। তবে সেই অজানা শব্দটি আমাদের পিছু ছাড়ল না। ট্যাক্সি চালাতে চালাতে আমাদের মিনিট চল্লিশেকের ভ্রমণে নানা বিষয় একতরফা গল্প করতে করতে সে ওই শব্দটি বোধহয় আরও বারপঞ্চাশেক ব্যবহার করল। এরকম একটা বহুব্যবহৃত শব্দ আমরা জানি না, এই চিন্তায় যখন আমরা বেশ বিধবস্ত, তখন জামাইকায় পৌঁছলাম। ছেলেটি ভদ্র, টিকিটঘর কোথায়, সেসব আমাদের দেখিয়ে দিল।

টিকিট কেটে ট্রেনে চনে আমরা দু'জন স্টোনি ব্রুক স্টেশনে এসে নামলাম। সঙ্গে নামল আমাদের দুটো বাক্স। এই খানে বাক্সগুলোর একটু বর্ণনা দেওয়া প্রয়োজন। কয়েক দিন আগে যখন বাড়িতে আমার বাক্স গোছানো শুরু হল, আমি প্রথমেই ঘোষণা করে দিলাম যে আমার পড়াশোনার বইখাতাপত্রে অগ্রাধিকার, সেসব ঢুকে যদি জায়গা থাকে তবেই জামাকাপড় ইত্যাদি নেওয়া যাবে। পরে দেখলাম বইগুলো যাতে দুমড়ে-মুচড়ে না যায়, তার জন্য ফাঁকে ফাঁকে জামাপ্যান্ট গুঁজলে ভালই হয়। সেই সব নীতি আরোপের ফলে আমার সুটকেসটির ওজন দাঁড়িয়েছিল। ৪৩ কিলোগ্রাম। তখনকার সুটকেসে চাকা থাকত না। ও সুটকেস তোলা আমার সাধ্যের বাইরে। ভাগ্যের কথা, সঙ্গে ছিল গগন। গগনের চেহারা ব্যায়ামবীরের মতো। একবার কলেজে একটা ছেলে খুব আজেবাজে বকছিল, তাতে গগন চটে গিয়ে বলেছিল, 'একদম চুপ, নইলে এক চড়ে দাঁত ফেলে দেব।' শুনে সে ভয়ে দু'তিনদিন কথা বলেনি, কেননা গগন চড় মারলে সত্যিই দাঁত পড়ে যাবে এমন ভয় তার হয়েছিল। সেই গগন বইছিল আমার সুটকেস। আমি বইছিলাম ওরটা, সেটার ওজন ছিল ২২ কিলোগ্রাম। এই দু'টি সুটকেস নিয়ে আম রা নামলাম স্টোনি ব্রুক স্টেশনে।

প্ল্যাটফর্ম শুনশান, চারদিকে তাকিয়ে ঠাহর হল না কোনদিকে হাঁটলে ইউনিভার্সিটি পৌঁছনো যাবে। কী করা যায়? দেখলাম, একটু দূরে একটা ফোন। গগনের কাছে কাগজপত্র আছে ওখানকার ইউনিভার্সিটির, তাই দেকে ফোন করে সাহায্য চাওয়া হল। ও প্রান্তে যিনি ধরেছিলেন, তিনি সস্নেহে বললেন, কোনও চিন্তা নেই, আমরা যেন ওখানেই দাঁড়িয়ে থাকি, তিনি লোক পাঠাচ্ছেন।

একটু বাদে একটি মেয়ে এল। বছর কুড়ি বয়স, দোহারা চেহারা। এসেই বলল, 'তোমরাই ফোন কেরেছিলে?' আমার মাথা নেড়ে সম্মতি জানালাম। মেয়েটি বলল, 'এই তোমাদের মাল?' আবার মাথা নাড়লাম। মেয়েটি বলল, 'বেশ এসো, আমি গাড়ি নিয়ে এসেছি।' বলে , দু'টি সুটকেস দু'হাতে ঝুলিয়ে হাঁটতে শুরু করল গাড়ির দিকে। আরা হাউমাউ করে উঠলাম, কিন্তু সে ততক্ষণে হাঁটা লাগিয়েছে। আমি চিনি, ইনিও কলকাতা থেকে এসেছেন, আমাদের সঙ্গে ইনিও আগের বিমান কোম্পানির অফিসে বসেছিলেন শেষ রাত্তিরে। তাঁর বেলায় অন্যরকম বিচার হবে কেন? এই ভেবে, আমি খুব রেগে গিয়ে, চেয়ারে আসীন সেই ভদ্রলোকের দিকে আবার আমাদের টিকিটটি বাড়িয়ে দিয়ে বেশ আমাদের সূরে বললাম, 'দুটো'। তিনি খেঁকিয়ে বললেন, 'বললাম তো জায়গা নেই।' আমি ততোধিক খেঁকিয়ে বললাম, ''চোপরাও। জায়গা নেই বলার পরে সাত জনের যখন জায়গা হয়েছে, তখন আর দু'জনেরও হবে। লিখুন আমাদের নাম'' তিনি ভ্যাবাচাকা খেয়ে মঞ্জুর করে দিলেন টিকিট।

বিজয়গর্বে বেরিয়ে আসতে আসতে দেখি গগন বাইরে থেকে হাত নেড়ে ইশারা করছে কিছুর। আগেও দেখেছি, তবে তখন আমার পক্ষে বেরনো সম্ভব ছিল না। এখন বেরিয়ে এসে সুখ -সংবাদটা যেই জানাতে গেলাম, গগন এগিয়ে এসে বলল, 'কিন্তু পলাশ,এই প্লেনটা তো নিউ ইয়র্ক যাচ্ছে না।'

এই মেরেছে। কোথায় যাচ্ছে সে ব্যাপারটা তো দেখে নেওয়া হয়নি। গগন বলল, ওটা নাকি ফ্রাঙ্কফুর্ট যাবে। আমি বলালম, 'আমার পক্ষে আবার ফেরত গিয়ে বলা সম্ভব নয় ওই টিকিট বদলে দিতে অতএব গত্যন্তর নেই, আমাদেরকে ফ্লাঙ্কফুর্টেই যেকে হবে।' তারপর'?—গগনের প্রশ্ন। আমি বলাম, 'সে দেখা যাবে।'

ফ্রঙ্কফুর্ট যখন পৌঁছলাম, সেখানে তখন শেষ বিকেল। আমার দু'জনে পদার্পণ করলাম বিদেশের মাটিতে। তৎক্ষণাৎ একজন, প্রায় কুর্নিশ করার ভঙ্গিতে হাত দেখিয়ে সবিনয়ে বললেন, 'এই দিকে, জাঁহাপনা'। অভ্যর্থনার বহর দেখে আমরা স্তম্ভিত। আসলে তিনি 'জাঁহাপনা' বলেননি, বলেছিলেন হয়তো 'জেন্টলম্যান', কিন্তু জার্মানদের মুখের ইংরেজি কখনও শুনিনি বলে প্রথমের 'জ' আর শেষের 'ন' ছাড়া আর কিছুই বুঝতে পারিনি, আর তাঁর কুর্নিশের ভঙ্গিতেও বিভ্রান্ত হয়েছিলাম।

আমি বললাম, 'ওদিকে কী আছে?' তিনি বললেন, 'হোটেল'। একটু সামলে নিয়ে বললাম, 'আমরা হোটেলে যেতে চাই না, নিউ ইয়র্কে যেতে চাই।' তাতে তিনি জানালেন, সকালের আগে আর আমেরিকা যাওয়ার কোনও উড়ান নেই। অগত্যা হোটেল—একরাত্তির থাকার ছাড়পত্র তো আছে আমাদের।

হোটেলের ঘরে ঢুকে চু চড়কগাছ হল দু'টি জিনিস দেখে—রঙিন টেলিভিশন, আর

আমার প্রায় নাড়ি ছিঁড়ে যাওয়ার উপক্রম। দু'জনে কোনওক্রমে যে দু'টি বাক্স টানছিলাম, তা এ একাই অবলীলাক্রমে নিয়ে হনহন করে চলেছে। এ কোন অসুর রাজ্যে এসে পড়লাম। তার ওপর এখানকার লোকেরা জামাইকা বললে দ্বীপ না বুঝে রেলস্টেশন বোঝে, ট্যাক্সিওলা দুর্বোধ্য শব্দ ব্যবহার করে —এ কেমন দেশ? স্টেশন থেকে যাঁর নম্বরে ফোন করা হয়েছিল, তার কাছে আমাদের জিম্মা করে দিল আমাদের সারথি মেয়েটি। তিনি বললেন, আমাদের কাছে অশোকের নাম শুনে, ওর খোঁজ লাগালেন অশোক হস্টেলেই ছিল, চলে এল। ও বেচারাও দুর্ভাবনায় ছিল আগের দিন থেকে তার অবসান হল। আমি ওর ঘরে গিয়ে উঠলাম, গগনের জন্য ঘর বরাদ্দ করাই ছিল। আমাদের যাত্রাপথের বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা যখন অশোককে গুছিয়ে বললাম খানিক পরে , তখন ও মুচকি হেসে বলল, 'ও তো সবে শুরু।' এই হল আমার বিদেশে পদার্পণের ইতিহাস। পরিশেষে একটা কথা বলে রাখি। এই লেখায় যেসব লোকের কথা বলা হয়েছে, তারা সকলেই সত্যিকারের মানুষ। কাল্পনিক কোনও চরিত্রে সঙ্গে নাম বা বর্ণনা মিলে গেলে জানবেন, তা একেবারেই আপতিক।

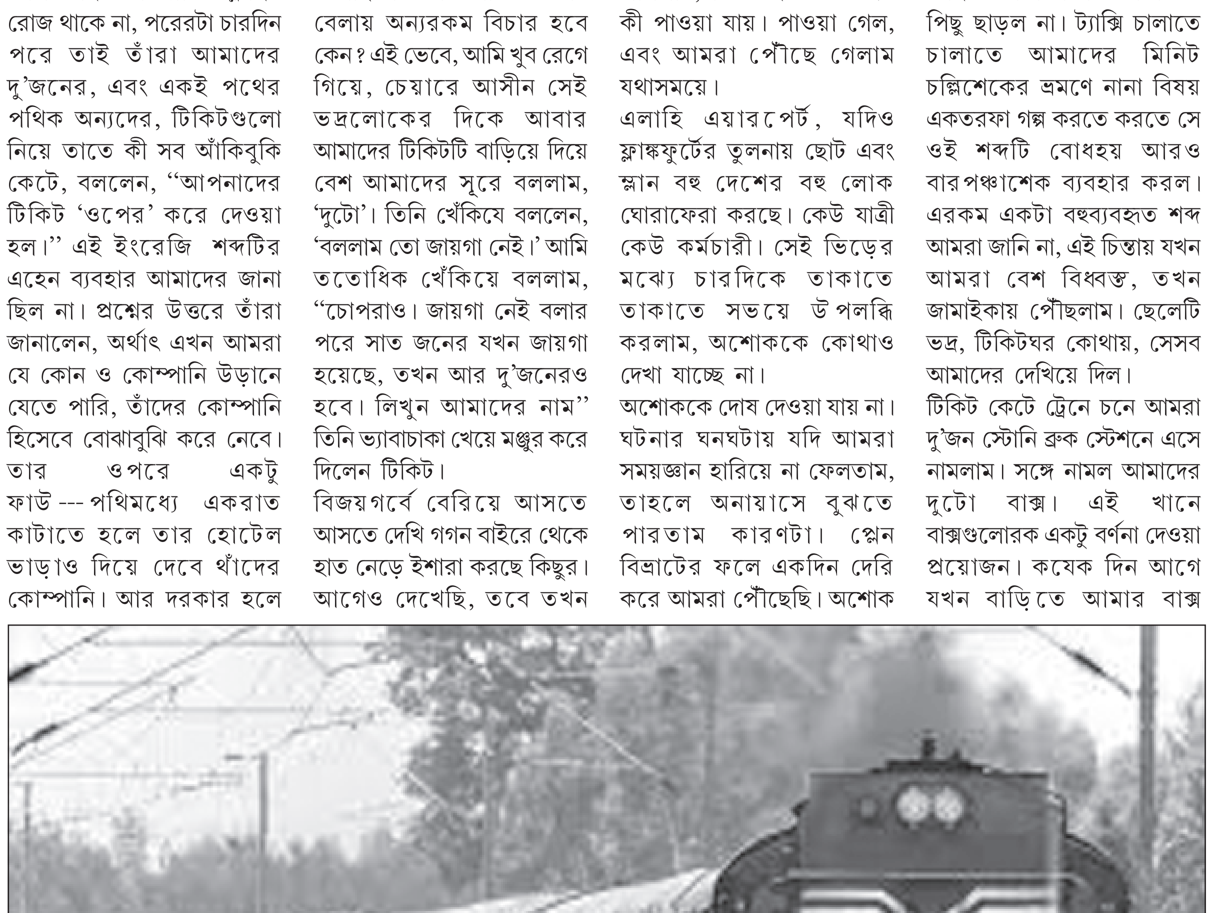

(সৌজন্যে প্রতিদিন)

এক নজরে বাংলাদেশ

মনির হোসেন, ঢাকা,

২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলায় জড়িতদের শাস্তি নিশ্চিত করা হবে : প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,আগষ্ট ২১।। ২১ আগস্টের গ্রেনেড হামলার জন্য খালেদা জিয়া, তারেক রহমানসহ তৎকালিন জোট সরকারকে পুনরায় অভিযুক্ত করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, এই জঘন্য ঘটনায় জড়িতদের শাস্তি নিশ্চিত করা হবে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিএনপি-জামায়াত সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া এ ধরনের হামলা কোনদিনও ঘটা সম্ভব নয়।তিনি বলেন,এটা একটি প্রমাণিত সত্য যার জন্য মামলা করে এতদিন পরে আমরা একটা রায়ও পেয়েছি, যা এখন উচ্চ আদালতে ডেথ রেফারেন্সে যাবে এবং আমরা আশা করি, এর বিচার হবে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বুধবার বিকেলে রাজধানীর কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন ২০০৪ সালের ২১ অগাস্ট আওয়ামী লীগের সমাবেশে গ্রেনেড হামলায় হতাহতদের স্মরণে আওয়ামী লীগ আয়োজিত আলোচনা সভায় সভাপতির ভাষণে একথা বলেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, এটা ঠিক খালেদা জিয়াকে আসামী করা হয় নাই। কিন্তু তারতো প্রচ্ছন্ন সহযোগিতা রয়েছে। কারণ তিনিতো প্রধানমন্ত্রী ছিলেন, তার যে সম্পূর্ণ দায়-দায়িত্ব রয়েছে সেটাতো অস্বীকার করা যায় না। আর তিনিতো স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে ছিলেন এবং লুৎফুজ্জামান বাবরতো স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী ছিল। শেখ হাসিনা বলেন, উল্টা তারা দোষারোপ শুরু করলো এটা আওয়ামী লীগ নিজে নিজেই করেছে।শেখ হাসিনা প্রশ্ন তোলেন- আওয়ামী লীগ কেন এটা করবে? আমরা কি সুইসাইড করতে এসেছিলাম সেখানে?

২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলার দিন পুলিশের তৎপরতায় বিস্ময় প্রকাশ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এরআগে কোথাও মিটিং করতে চাইলে আওয়ামী লীগকে মিটিং করতে দেয়া হত না। হাজার হাজার পুলিশ দিয়ে মিটিংয়ের জায়গা ঘিরে রাখা হত। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় সেদিন কোন পুলিশের তৎপরতাই ছিল না। সেদিন পুলিশের কোন নিরাপত্তা ব্যবস্থাই ছিল না। পুলিশ ছিল নীরব। এমনকি আওয়ামী লীগের নিজস্ব ভলান্টিয়ারদের পর্যন্ত বিএনপি সরকার আশপাশের ভবনের ছাদে উঠে নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করতে দাঁড়াতে দেয় নাই। নিজস্ব কোন নিরাপত্তাবলয় সৃষ্টি করতেও সেদিন দেয়নি। তিনি প্রশ্ন তোলেন- কেন দেয়নি? প্রধানমন্ত্রী বলেন,ভাবতে অবাক লাগে যে এতবড় একট ঘটনা ঘটার পরেও সেখানে কোন পুলিশি তৎপরতা বা আহতদের উদ্ধারের কোন তৎপরতা ছিল না। উপরন্তু যেসব নেতা-কর্মীরা আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠাচ্ছিল পুলিশ তাদের ওপর লাঠিচার্জ করে এবং উপর্যুপরি টিয়ার সেল নিপে করে।মামলার আলামত সংরণ না করে উল্টো সিটি কর্পোরেশন থেকে পানির ট্রাক এনে আলামত ধুয়ে নষ্ট করে ফেলা হয় বলেও সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন তিনি।

উল্লেখ্য, বিচারিক আদালতে রায়ের পর ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলা সংক্রান্ত দুটি মামলা হাইকোর্টে শুনানীর পূর্বপ্রস্তুতির অংশ হিসেবে এখন মামলার বৃত্তান্ত (পেপার বুক) তৈরির প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। মামলায় রায়ে বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের সাবেক স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবর, সাবেক শিা উপমন্ত্রী আব্দুস সালাম পিন্টুসহ ১৯ জনের ফাঁসি, বিএনপি'র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানসহ ১৯ জনের যাবজ্জীবন এবং ১১ জনের বিভিন্ন মেয়াদে সাজা হয়েছে।

২০০৪ সালের ২১ আগস্ট ২৩ বঙ্গবন্ধু এভিনিউস্থ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সম্মুখে অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগের সন্ত্রাস বিরোধী সেই সমাবেশে গ্রেনেড হামলায় আওয়ালী লীগ নেত্রী আইভি রহমানসহ ২৪ জন নিহত এবং ৫শ' নেতা-কর্মী আহত হন। গ্রেনেডের স্প্লিন্টার লেগে চিরতরে পঙ্গুত্ব বরণ করেন আওয়ামী লীগের অনেক নেতা-কর্মী এবং আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনার শ্রবণ ইন্দ্রিয় তিগ্রস্ত হয়।

সভায় আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য আমির হোসেন আমু, সভাপতি মন্ডলীর সদস্য শেখ ফজলুল করিম সেলিম, অ্যাডভোকেট সাহারা খাতুন এমপি, দলের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের, কেন্দ্রীয় নেতা মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া, বীরবিক্রম, সাংগঠনিক সম্পাদক বিএম মোজাম্মেল হক এবং আফম বাহাউদ্দিন নাছিম, ঢাকা দণি সিটি কর্পোরেশনের মেয়র সাঈদ খোকন, ঢাকা দণি মহানগর আওয়ামী লীগ সভাপতি আবুল হাসনাত এবং ঢাকা উত্তর মহানগর আওয়ামী লীগ সভাপতি সাদেক খান বক্তৃতা করেন।দলের প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক এবং তথ্যমন্ত্রী ড় হাছান মাহমুদ এবং উপপ্রচার সম্পাদক আমিনুল ইসলাম সভা পরিচালনা করেন। সভার শুরুতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু এবং ১৫ আগস্টের সকল শহীদ এবং ২১ আগস্টের নিহতদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

যে সব কারণে মিয়ানমারে ফিরতে চান না রোহিঙ্গারা

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,আগষ্ট ২১।। মিয়ানমারে প্রত্যাবাসনেররেে ত্র নাগরিকত্ব, নিরাপত্তাসহ অন্তত চারটি শর্ত দিচ্ছেন কক্সবাজারে আশ্রিত রোহিঙ্গা শরণার্থীরা।মিয়ানমারের পাঠানো তালিকা ধরে জাতিসংঘের শরণার্থীবিষয়ক সংস্থা ইউএনএইচসিআরের সাাৎকারে বাস্তুচ্যুত এই রোহিঙ্গারা এই মনোভাবের কথা জানান।

তারা বলছেন, মিয়ানমারে ফেরত পাঠানোর আগে তাদের নাগরিকত্ব, জমি-জমা ও ভিটেমাটির দখল, নিরাপত্তা নিশ্চিত এবং তিপূরণ দিতে হবে।এক বছর আগে প্রত্যাবাসন পরিকল্পনা ভেস্তে যাওয়ার পর দুই সরকারের উদ্যোগের ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশের পাঠানো তালিকা থেকে ৩ হাজার ৪৫০ জনকে রাখাইনের অধিবাসী হিসাবে চিহ্নিত করে তাদের ফেরত নিতে রাজি হওয়ার কথা জানায় মিয়ানমার।

এরপর ইউএনএইচসিআর ও বাংলাদেশ যৌথভাবে এই রোহিঙ্গাদের কাছে জানতে চাচ্ছে, তারা ফিরতে ইচ্ছুক কি না?

কক্সবাজারের রোহিঙ্গা ক্যাম্প ২৪, ২৬ ও ২৭ নম্বরে আছেন এই প্রত্যাবাসনের জন্য নির্বাচিত এই শরণার্থীরা।সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশে রোহিঙ্গা ঢলের দুই বছর পূর্তিতে এসে প্রত্যাবাসনের বিষয়ে তাদের মনোভাব জানতে ক্যাম্পগুলোতে সাাৎকার নেওয়া হচ্ছে।

বুধবার টেকনাফের শালবাগান এলাকার ২৬ নম্বর ক্যাম্পে সাাৎকার দিয়ে ফেরা ২০০ জনের মধ্যে যে ১৫ জনের সঙ্গে সাংবাদিকদের কথা হয়, তারা সবাই মিয়ানমারে ফেরত না যাওয়ার মনোভাব দেখান।

পরিবারের তিনজনের পে সাাৎকার দিতে আসেন মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যের মংডুর বাসিন্দা মোহাম্মদ ইসলাম।মিয়ানমারে ফেরত যাওয়ার প্রসঙ্গে এক প্রশ্নে রোহিঙ্গা ভাষায় তিনি যে উত্তর দিয়েছেন, তা ছিল এই রকম- আমার কাছে জানতে চাইছে, 'যাবা, না যাবা না বলো'; আমি বলেছি নাগরিকত্ব দেওয়ার আগে কোনোভাবে যাব না। আমাদের ভিটেমাটির অধিকার দিতে হবে, যে তি করছে তার তিপূরণ দিতে হবে, নিরাপত্তা দিতে হবে।মিয়ানমারে বিনা বিচারে গ্রেপ্তার থাকা রোহিঙ্গাদের মুক্তি দেওয়ার দাবিও জানান ইসলাম।

মিয়ানমারের সেনাবাহিনীর নির্যাতনের মুখে ২০১৭ সালের ২৫ অগাস্ট রাখাইন ছেড়ে বাংলাদেশে আসতে থাকে রোহিঙ্গারা; এই সংখ্যা কিছু দিনের মধ্যে সাত লাখ ছাড়ায়। আগে থেকে বাংলাদেশে অবস্থান করছিল আরও চার লাখ রোহিঙ্গা।২০১৭ সালের ২৫ অগাস্ট মাকে নিয়ে বাংলাদেশের পথ ধরার কথা জানান মোহাম্মদ ইসলাম। কয়েকদিন পর বোনকে নিয়ে আসে তার ভাই। তবে এখন পর্যন্ত বাবার কোনো খবর নেই বলে জানান তিনি।এখন এই পরিবারের আশ্রয় হয়েছে ২৬ নম্বর ক্যাম্পের এইচ ব্লকে। বাঁশ আর প্লাস্টিকে তৈরি ঘরে বিদেশি সংস্থার ত্রাণে চলছে তাদের সংসার।

ইসলামের মতো একই রকম বক্তব্য দেন হাসিনা বেগম। স্বামীকে মিয়ানমার রেখে আট সন্তানকে নিয়ে সেই অগাস্টে বাংলাদেশের পথ ধরেছিলেন তিনি।স্বামীকে ছাড়া ছোট সন্তানদের নিয়ে ক্যাম্পের খুপড়ি ঘরে ত্রাণ দিয়ে সংসার চলছে তার।হাসিনা বলেন, আমদের তারা রেপ করেছে, আমাদের হত্যা করেছে, কোনো নিরাপত্তা আর নাগরিকত্ব ছাড়া আমরা সেখানে যাব কী করে? সব কিছু ঠিক না হলে আমরা যাব না। ফেরত না পাঠিয়ে আমাদের মেরে ফেলুক।আরেক রোহিঙ্গা নারী বলেন,আমাদের রোহিঙ্গা স্বীকৃতি দিলে যাইয়ুম দে আঁরি। আমরা বাংলাদেশে পরান বাঁচাইতে আসছি। পরান না বাঁচাইয়া ঠেলা মারলে, ন যাইয়ুম আঁরা।জোর করে না পাঠিয়ে 'গুলি করে মেরে ফেলুক' এমন কথাও বলেন তিনি। শঙ্কিত রোহিঙ্গারা ফেরত যেতে রাজি না হওয়ায় গত বছর

ছয়ের পাতায়

২১ অগাস্ট : যেভাবে সেদিন রা পান শেখ হাসিনা

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,আগষ্ট ২১।। বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ে ২০০৪ সালের ২১ অগাস্ট বিকেলে সন্ত্রাসবিরোধী শান্তি মিছিল শুরুর ঠিক আগ মুহূর্তে আওয়ামী লীগ কার্যালয়ের সামনে গ্রেনেড হামলার শিকার হন শেখ হাসিনা।অস্থায়ী ট্রাকে বানানো মঞ্চে তার বক্তৃতার একেবারে শেষ পর্যায়ে একের পর এক গ্রেনেড বিস্ফোরিত হতে থাকে আশপাশে।আকস্মিক সেই হামলার মুখে প্রাণ তুচ্ছ করে ব্যক্তিগত নিরাপত্তাকর্মী আর দলীয় নেতা-কর্মীরা মানবঢাল তৈরি করেন। তাদের সেই দুঃসাহসিক চেষ্টায় সেদিন বেঁচে যায় বঙ্গবন্ধু কন্যার প্রাণ। আজকের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তখন বিরোধী দলীয় নেত্রী। ওই হামলার পর তাকে ট্রাক থেকে নামিয়ে বুলেট প্রুফ গাড়িতে তুলে দেন তার নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা অবসরপ্রাপ্ত স্কোয়াড্রন লিডার আব্দুল্লাহ আল মামুন ও অবসরপ্রাপ্ত মেজর শোয়েব মো. তারিকুল্লাহ।শেখ হাসিনার এই দুজন নিরাপত্তা কর্মকর্তা এখনো শরীরে বয়ে বেড়াচ্ছেন গ্রেনেডের অসংখ্য স্প্লিন্টার।

সেদিন আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসবিরোধী মিছিলের আগে সমাবেশের জন্য বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ের মাঝখানে ট্রাকের ওপর মঞ্চ করা হয়। ট্রাকের পেছনে বাঁ দিকে একটি সিঁড়ি ছিল মঞ্চে ওঠার জন্য ট্রাকের শেষ মাথায় ডানদিকে রাখা টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে শেখ হাসিনাসহ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতারা বক্তব্য দেন। মঞ্চ থেকে নামার সিঁড়ির কয়েক গজের মধ্যে দাঁড় করিয়ে রাখা ছিল হাসিনার বুলেট প্রুফ মার্সিডিজ গাড়িটি।

সেদিনের কথা স্মরণ করে তার নিরাপত্তা কর্মকর্তা মামুন বলেন,আপার (শেখ হাসিনা) বক্তৃতা তখন শেষের দিকে। উনার দুই পাশে মোহাম্মদ হানিফ, মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়াসহ আওয়ামী লীগের কয়েকজন কেন্দ্রীয় নেতা দাঁড়িয়েছিলেন।আওয়ামী লীগ নেতাদের বক্তৃতা চলার পুরোটা সময় মামুন ট্রাকের ওপরে রাখা টেবিলের পাশে বসেছিলেন। সিঁড়ির শেষ ধাপে দাঁড়ানো ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত মেজর শোয়েব। আর গাড়ির কাছে ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল তারেক আহমেদ সিদ্দিক।আবদুল্লাহ আল মামুন বলেন, কয়েক বছর আপার সঙ্গে থেকে বুঝতে পারতাম- কখন উনার বক্তৃতা শেষ হবে। সেদিনও বক্তৃতা শেষ হবে বুঝতে পেরে উঠে আপার কাছে যাচ্ছিলাম। টেবিলটার ঠিক কোণায় পৌঁছাতেই প্রথম গ্রেনেড ফাটল।এর পরপরই আরও তিনটি বিস্ফোরণ হয়। চারদিকে ধোঁয়ায় আছন্ন হয়ে যায়।নেত্রীর পাশে শুধু আমি আর মোহাম্মদ হানিফ। হানিফ ভাই আপাকে বসানোর চেষ্টা করছেন। আমিও বসে পড়তে বললাম। কিন্তু আপা বসতে চাচ্ছিলেন না। এক পর্যায়ে তাকে প্রায় জোর করে বসালাম।হানিফ ভাই আপার মাথা টেবিলের নিচে ঢুকিয়ে দিলেন। আমার দৃষ্টি তখন আওয়ামী লীগ অফিসের পাশে বাটার দোকানের দিকে। তবে মনে হচ্ছিল রমনা ভবনের আশপাশ থেকে গ্রেনেড ছোড়া হচ্ছে।এর মধ্যে ট্রাকের আশপাশে আরো তিনটি গ্রেনেড বিস্ফোরিত হয়। ট্রাকের সিঁড়ির শেষ প্রান্তে দাঁড়ানো শোয়েব চিৎকার করে মামুনকে বলেন, যেন শেখ হাসিনাকে দ্রুত নামিয়ে আনা হয়।

মামুন বলেন,আপাকে নিয়ে সিঁড়ির কাছে যেতেই ট্রাকের পেছনের ডালায় একটা গ্রেনেড এসে বাড়ি খেয়ে পাশেই বিস্ফোরিত হল। সম্ভবত ওই বিস্ফোরণেই ট্রাকের তেলের ট্যাংক ফুটো হয়ে যায়। গ্রেনেড বিস্ফোরিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আপাকে নিয়ে আমি আবার আগের জায়গায় সরে আসি।ইতোমধ্যে নেতাকর্মী ও নিরাপত্তাকর্মীরা শেখ হাসিনাকে ঘিরে তৈরি করেন মানবঢাল। মামুন, মোহাম্মদ হানিফ, মোফাজ্জল হোসেন মায়া, নজিবউদ্দিন আহমদ (শেখ হাসিনার ফুফাতো ভাই) তাকে ঘিরে ধরেন।কিন্তু শোয়েব তখন তাগাদা দেন, তেলের ট্যাংক ফুটো হয়ে গেছে, শেখ হাসিনাকে ট্রাকের ওপর নিয়ে আর অপো করা ঠিক হবে না। যে কোনো মুহূর্তে ট্রাকে আগুন ধরে যেতে পারে।

সেই মুহূর্তের কথা মনে করে মামুন বলেন,আমি কোনো দিকে না তাকিয়ে আপাকে ধরে দাঁড়ালাম। তার পায়ে স্যান্ডেল ছিল না, চশমাও খুঁজে পাচ্ছিলেন না। সিঁড়ির মাঝখান পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার পর শোয়েব ভাইও আপাকে ধরলেন। তাকে নিয়ে সোজা গাড়ির সামনে বাঁ দিকের সিটে বসানো হল।কিন্তু আহতদের ছেড়ে শেখ হাসিনা যেতে চাইছিলেন না জানিয়ে আবদুল্লাহ আল মামুন বলেন,ইচ্ছার বিরুদ্ধে প্রায় জোর করে তাকে বঙ্গবন্ধু এভিনিউ থেকে সুধা সদনে নিয়ে যাওয়া হয়। ট্রাক আর আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের মাঝখানের জায়গায় বেশ কয়েকটি ছিন্নভিন্ন লাশ পড়ে ছিল। হামলায় আহতরা কাতরাচ্ছিলেন।আপা বললেন, 'এদের কী হবে? এদের রেখে তো যাওয়া যাবে না।' আপার কথায় কান না দিয়ে ড্রাইভার মতিন ভাইকে (মোহাম্মদ আব্দুল মতিন) বললাম- গাড়ি চালান।

শেখ হাসিনাকে বাঁচাতে গিয়ে সেদিন গ্রেনেডের অসংখ্য স্প্লিন্টার বিদ্ধ হয় তারেক আহমেদ সিদ্দিক, আব্দুল্লাহ আল মামুন ও শোয়েব মো. তারিকুল্লাহর দেহে।শোয়েবের ধারণা, যারা সেদিন গ্রেনেড ছুড়ছিল, তারা শেখ হাসিনার অবস্থান ভালোভাবেই দেখতে পাচ্ছিল।তিনি বলেন, আপাকে ট্রাক থেকে নামানোর জন্য প্রথমবার চেষ্টা করার সময়েই ট্রাকের পেছনের ডালায় একটি গ্রেনেড এসে পড়ে। আর তাকে গাড়িতে তোলার পরপরই গাড়ির দিকে ছোড়া হয় গুলি।

মামুন বলেন,গাড়িতে ওঠার পর আপা বললেন, তোমরা ঠিক আছ তো! কিন্তু উনি কানে ঠিকমত শুনতে পাচ্ছিলেন না। সুধা সদনে ফেরার পথে খেয়াল করলাম আমাদের আশপাশে পুলিশের কোনো গাড়ি নেই।সচিবালয়ের সামনে দিয়ে দোয়েল চত্বর হয়ে শহীদ মিনার, পলাশী পেরিয়ে ইডেন কলেজের সামনে প্রথম ট্রাফিক সিগন্যালে পড়ি। এরপর নিউ মার্কেটের সামনে দিয়ে পিলখানার ভেতর দিয়ে আমরা সুধা সদনে পৌঁছাই। গাড়ির পেছনে সিটে আমি, শোয়েব ভাই আর তারেক স্যার ছাড়াও মায়া ভাই ও নজিব ভাই ছিলেন। সেদিনের হামলায় ঘটনাস্থলেই নিহত হন ১৬ জন। আইভি রহমান ৫৮ ঘণ্টা মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করে ২৪ অগাস্ট মারা যান। প্রায় দেড় বছর পর মৃত্যু হয় ঢাকার প্রথম নির্বাচিত মেয়র মোহাম্মদ হানিফের। পরে সব মিলিয়ে নিহতের সংখ্যা দাঁড়ায় ২৪ জনে।২১ অগাস্ট হামলায় নিহত অন্যরা হলেন শেখ হাসিনার দেহরী ল্যান্স করপোরাল (অব.) মাহবুবুর রহমান, হাসিনা মমতাজ, রিজিয়া বেগম, রফিকুল ইসলাম (আদা চাচা), রতন শিকদার, মোহাম্মদ হানিফ ওরফে মুক্তিযোদ্ধা হানিফ, মোশতাক আহমেদ, লিটন মুনশি, আবদুল কুদ্দুছ পাটোয়ারী, বিল্লাল হোসেন, আব্বাছ উদ্দিন শিকদার, আতিক সরকার, মামুন মৃধা, নাসিরউদ্দিন, আবুল কাসেম, আবুল কালাম আজাদ, আবদুর রহিম, আমিনুল ইসলাম, জাহেদ আলী, মোতালেব ও সুফিয়া বেগম। একজনের পরিচয় এখনও জানা যায়নি।

টর্চার করে তারেকের নাম বলানো হয়েছে: রিজভী

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,আগষ্ট ২১।। একুশে আগস্টের ঘটনায় তারেক রহমানকে জড়ানোর জন্য আসামিদের পিটিয়ে, নখ তুলে, জোর করে স্বীকারোক্তি আদায় করা হয়েছে বলে দাবি করেছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম-মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী।

বুধবার (২১ আগস্ট) দুপুরে নয়াপল্টনে দলীয় কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে তিনি একথা বলেন।যে কোনো সরকারের আমলেই নানা ষড়যন্ত্র হয় দাবি করে রিজভী বলেন, আওয়ামী লীগের আমলে পিলখানা হত্যাকাণ্ড হয়েছে না? তাহলে সেজন্য কি আওয়ামী লীগ দায়ী? নাইন ইলেভেনের যে ঘটনা ঘটলো সেখানে তো কেউ বলেনি যে যারা সরকারে ছিল তাদের কারণে হয়েছে। বিশ্বব্যাপী কত ধরনের হানাহানি, সন্ত্রাস-জঙ্গিবাদের উত্থান হয়েছে। এখন কোথা থেকে কী হয়েছে সেটা বস্তুনিষ্ঠ তদন্তের মাধ্যমে বের করতে হবে।কিন্তু মনে হয়েছে এই ঘটনাটা টার্গেট করে নিয়ে যেতে হবে তারেক রহমানের দিকে। তাকে উদ্দেশ্যমূলক ফাঁসানোর জন্য তারা মতায় এসে জোর করে আসামিদের পিটিয়ে হাতের নখ তুলে স্বীকারোক্তি আদায় করেছে। তারপরও কিন্তু তারা ম্যাজিস্টেটের কাছে বলেছে যে জোর করে টর্চার করে স্বীকারোক্তি আদায় করা হয়েছে। এরপর তো আর কোনো কথা থাকতে পারে না। এই বিভাজন, বিভেদ সন্ত্রাসের রাজনীতি তারাই সৃষ্টি করেছে। তাতে তো মনে হয় এ ঘটনা তাদেরই পরিকল্পিত ছিল কিনা সেটা নিয়ে জনমনে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।

এক প্রশ্নের জবাবে রিজভী বলেন, সবকিছু তাদের হাতের মুঠোয়। তারা যা ইচ্ছে তাই করতে পারেন। কিন্তু প্রকৃত সত্য ঘটনা সবাই জানে। এটা গভীর নীল নকশার অংশ। এই নীল নকশার সঙ্গে মতাসীনরা জড়িত কিনা সেটাই আজ সন্দেহ দেখা দিয়েছে।অপরাধ করলে তারেক রহমান দেশ থেকে সরে যেত দাবি করে রিজভী বলেন, তিনি তো দেশ থেকে কোথাও যাননি। খালেদা জিয়া শেষদিন পর্যন্ত গণতন্ত্রের জন্য লড়াই করেছেন। তার যে সংগ্রাম এ সংগ্রাম হচ্ছে গণতন্ত্রকে ফিরিয়ে আনার সংগ্রাম। এটা সম্পূর্ণ চক্রান্তের নীল নকশা মাস্টারপ্ল্যান করেছে তারা, যারা মতাসীন। সংবাদ

ছয়ের পাতায়

নতুন ওষুধে এইডিস মশা বংশবিস্তারে উৎসাহী হচ্ছে: রুহুল কবির রিজভী

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,আগষ্ট ২১।। ডেঙ্গুর জীবাণুবাহী এইডিস মশা নিধনে সিটি করপোরেশনের আনা নতুন ওষুধে এই মশা মরছে না বলে দাবি করেছেন বিএনপি নেতা রুহুল কবির রিজভী।তিনি বলছেন,এই ওষুধে এইডিস মশা আরও উৎসাহিত হয়ে সন্তান-সন্ততি ব্যাপকভাবে উৎপাদন করে যাচ্ছে। তাহলে এই নতুন ওষুধের কার্যকারিতা কী- বুঝতেই পারছেন।ডেঙ্গু মোকাবেলা নিয়ে সরকারের প থেকে যা বলা হচ্ছে, তা রীতিমতো 'বাকওয়াজ' বলেও মন্তব্য করেছেন তিনি।

গত জুনে ঢাকায় ডেঙ্গুর প্রকোপ দেখা দেওয়ার পর সিটি করপোরেশনের ছিটানো ওষুধে মশা মরছে না বলে আইসিডিডিআর,বির এক গবেষণায় বেরিয়ে আসার পর নতুন ওষুধ আনার নির্দেশ দেয় আদালত। গত কোরবানির ঈদের আগে দুই সিটি করপোরেশনের প থেকেই নতুন ওষুধ আনার কথা জানানো হয়।সেই ওষুধেও কাজ হচ্ছে না বলে অভিযোগ করলেও তার পে কোনো প্রমাণ হাজির করেননি রুহুল কবির রিজভী।

বুধবার দুপুরে নয়া পল্টনে এক সংবাদ সম্মেলনে ডেঙ্গু পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে বিএনপির জ্যেষ্ঠ এই যুগ্ম মহাসচিব বলেন, "ডেঙ্গু মরণের বার্তা নিয়ে হাজির হয়েছে দেশের মধ্যে। প্রতিদিন দেশের কোনো না কোনো অঞ্চল বা হাসপাতালে অকাল মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে মানুষ। রোগীতে ঠাসা দেশের সরকারি-বেসরকারি হাসপাতালগুলো।এমনকি সরকারি হাসপাতালগুলোর খালিস্থানে অতিরিক্ত বেডের ব্যবস্থা করেও ঠেকানো যাচ্ছে না ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগীর ঢল। ডেঙ্গুতে মৃতের সংখ্যা শতাধিক ছাড়ালেও সরকার এ নিয়ে এখনও গুজব আবিষ্কারের মধ্যেই আছে।ডেঙ্গু প্রতিরোধে পদপে নেওয়াররেে ত্র ঘাটতি এবং পরে ডেঙ্গুর প্রকোপ শুরু হলেও 'সরকারের উচ্ছ্বাস ও তামাশার কোনো কমতি নেই' বলে মন্তব্য করেন রিজভী।তিনি বলেন,আওয়ামী লীগের নেতা-মন্ত্রীদের ফটোসেশনে কাজ হবে না, ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে প্রয়োজন রাজনৈতিক সদিচ্ছা।

ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা নিয়ে সরকার সঠিক তথ্য দিচ্ছে না অভিযোগ করে রিজভী বলেন, সরকারের প থেকে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত ব্যক্তির যে সংখ্যা প্রকাশ করা হচ্ছে সেটি প্রকৃত সংখ্যার চেয়ে অনেক কম। অনেকে হাসপাতালে ভর্তি হতে না পেরে বাসায় চিকিৎসা নিচ্ছেন, তাদের সংখ্যা সরকারি পরিসংখ্যানে উল্লেখ করা হয় না।বাস্তব ঘটনা হচ্ছে, সরকার ডেঙ্গুতে আক্রান্তের প্রকৃত সংখ্যা প্রকাশ নিয়ন্ত্রণ করছেন।

সংবাদ সম্মেলনে বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা কাউন্সিলের সদস্য নজমুল হক নান্নু, যুগ্ম মহাসচিব খায়রুল কবির খোকন, কেন্দ্রীয় নেতা হাবিবুল ইসলাম হাবিব, মুনির হোসেন, আবু নাসের মুহাম্মদ রহমাতুল্লাহ, আবদুল খালেক, আবুল কালাম আজাদ প্রমূখ উপস্থিত ছিলেন।

একুশ আগস্টের মাস্টারমাইন্ড তারেকের সর্বোচ্চ শাস্তি হওয়া উচিত : ওবায়দুল কাদের

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,আগষ্ট ২১।। আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন, একুশ আগস্ট গ্রেনেড হামলার মাস্টার মাইন্ড তারেক রহমানের সর্বোচ্চ শাস্তি হওয়া উচিত। এ জন্য উচ্চ আদালতে হওয়া হবে। তিনি বলেন,আমাদের উচ্চ আদালতে যাওয়ার সুযোগ রয়েছে। অবশ্যই উচ্চ আদালতে যাব। এই গ্রেনেড হামলার সঙ্গে জড়িত হরকাতুল জিহাদ নেতা মুফতি হান্নানের জবানবান্দিতে আছে তারেক রহমানের নির্দেশ মেনেই তারা সেদিন অপারেশন চালিয়েছিল। এই হত্যাকান্ডের যেমন বিচার হয়েছে, হত্যাকান্ডের মাস্টারমাইন্ডদেরও সর্বোচ্চ সাজা হতে হবে।

বুধবার বঙ্গবন্ধু এ্যাভিনিউয়ে ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলায় শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন।ওবায়দুল কাদের বলেন, 'সে দিন আওয়ামী লীগ সভাপতি আজকের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে মূল টার্গেট করে হামলা চালানো হয়েছিলো। আল্লাহর রহমতে তিনি বেঁচে গেছেন। তিনি যখন বেঁচে আছেন, ১৫ আগস্ট হত্যাকান্ডের বিচার হয়েছে ২১ আগস্ট হত্যাকান্ডেরও বিচার হবে এ বাংলার মাটিতে।

বাংলার মানুষ এর জন্য অপোয় রয়েছে। আজকের দিনে আমাদের শপথ রাজনীতিতে সন্ত্রাস ও সম্প্রদায়িকতা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে মোকাবিলা করবো।' আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বলেন, ১৫ আগস্ট আর ২১ আগস্টের হত্যাকান্ড একই সুত্রে গাঁথা। ২০০৪ সালের এই দিনে তৎকালীন বিরোধী দলের নেত্রী আজকের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে প্রধান টার্গেট করে সন্ত্রাস বিরোধী সমাবেশে সন্ত্রাসীদের দিয়ে বঙ্গবন্ধু এ্যাভিনিউয়ে রক্তপ্লাতে বইয়ে দিয়েছিল বিএনপি-জামাত সরকার।

তিনি বলেন, গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে সরকারি দল এবং বিরোধী দলের মধ্যে যে কর্মসম্পর্ক থাকা দরকার ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলা করে সেটা চিরদিনের জন্য শেষ করে দিয়েছে বিএনপি। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এর পরেও খালেদা জিয়াকে গণভবনে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। খালেদা জিয়া কি ব্যবহার করেছিলো সেটা দেশের মানুষ জানে। খালেদা জিয়ার ছেলে মারা যাওয়ার পর শেখ হাসিনা পুত্র হারা মাকে সান্তনা দিতে তার বাড়িতে ছুটে গিয়েছিলেন। সেদিন প্রধানমন্ত্রীর মুখের উপর দরজা বন্ধ করে দিয়ে বাংলাদেশের রাজনীতিতে সংলাপের দরজাও বন্ধ করে দিয়েছে বিএনপি।

দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ ও নির্মূলে নিরলসভাবে কাজকরছে কমিশন : দুদক চেয়ারম্যান

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,আগষ্ট ২১।। দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) চেয়ারম্যান ইকবাল মাহমুদ বলেছেন, ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক বিকাশের প্রধান অন্তরায় হচ্ছে দুর্নীতি। দুর্নীতিকে নিয়ন্ত্রণ ও নির্মূলে নিরলসভাবে কাজ করছে কমিশন।

তিনি বুধবার রাজধানীর সেগুন বাগিচাস্থ কমিশনের প্রধান কার্যালয়ে জাতিসংঘ উন্নয়ন তহবিলের (ইউএনডিপি) প্রতিনিধিদলের সঙ্গে বৈঠককালে এ কথা বলেন।ইউএনডিপি'র তিন সদস্যের প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন ফিলিয়াট ম্যাটসেজা।বৈঠকে কমিশনের প্রতিরোধমূলক কার্যক্রমসহ সার্বিক কার্যক্রম ফিলিয়াট ম্যাটসেজাকে অবহিত করা হয়।

এ সময় ইকবাল মাহমুদ বলেন, দুর্নীতি প্রতিরোধে কমিশন বহুমাত্রিক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এসব কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে নৈতিক মূল্যবোধে জাগ্রত করার লয দেশের স্কুল, মাদ্রাসাসহ বিভিন্ন শিা প্রতিষ্ঠানে প্রায় ২৮ হাজার "সততা সংঘ" গঠন।তিনি বলেন, এছাড়া দুর্নীতি প্রতিরোধে গণসচেতনতা বৃদ্ধির লয জেলা, উপজেলা, নগর ও মহানগর পর্যায়ের স্বচ্ছ এবং সৎ মানুষদের নিয়ে দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি গঠন করা হয়েছে। এসব কমিটিও দুর্নীতি প্রিেতরোধে স্ব স্ব উদ্যোগে উত্তম চর্চার বিকাশে বহুমুখী কার্যক্রম পরিচালনা করছে।তিনি বলেন, সরকারি সেবা প্রদানের প্রক্রিয়াকে পদ্ধতিগত সংস্কারের মাধ্যমে ঘুষ, দুর্নীতি, দীঘসূত্রিতা এবং জনহয়রানি লাঘবের লয কমিশন ২৮ টি প্রাতিষ্ঠানিক টিম গঠন করেছে। এসব টিম সরকারি প্রতিষ্ঠানের বিদ্যমান আইন, বিধি, পরিচালনা পদ্ধতি, সরকারি অর্থ আত্মসাৎ ও অপচয়ের দিকসমূহ পর্যবেণ এবং বিশ্লেষণ করে এসব প্রতিষ্ঠানের জনসেবা প্রদানেররেে ত্র সফলতা ও সীমাবদ্ধতা, আইনি জটিলতা, সেবা গ্রহীতাদের হয়রানি ও দুর্নীতির কারণসমূহ চিহ্নিত করে তা বন্ধে সুনির্দিষ্ট সুপারিশ করে প্রতিবেদনসমূহ সরকারের নিকট পেশ করা হচ্ছে। দুর্নীতি প্রতিরোধে কমিশন বিজনেস প্রসেস রিইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ওপর অধিকতর গুরুত্বারোপ করছে দুদক।

ইকবাল মাহমুদ বলেন, স্থানীয় পর্যায়ে সরকারের কল্যাণমূলক কাজের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার একটি অন্যতম কৌশল হচ্ছে গণশুনানি। গণশুনানিকে সরকারি সেবা প্রত্যাশী জনগণ এবং সেবা প্রদানে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মচারীদের মধ্যে প্রত্য সংযোগের একটি প্রক্রিয়াও বলা যেতে পারে। এতে স্থানীয় পর্যায়ে স্বচ্ছতা ও জবাদিহতা নিশ্চিতে কাজ করছে।

তিনি বলেন, কমিশনের এনফোনর্সমেন্ট ইউনিট প্রায় প্রতিদিনই একাধিক স্থান বা সংস্থায় দুর্নীতি সংঘটিত হওয়ার আগেই তা প্রতিরোধে অভিযান পরিচালনা করছে। এমনকি আজই কমপে ১০ টি স্থানে এসব অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে। এ অভিযান অব্যাহত রাখা হবে।তিনি বলেন, কমিশনের প্রায় ৭০ ভাগ মামলায় অপরাধীদের শাস্তি হচ্ছে। কমিশন শতভাগ মামলায় শাস্তি প্রত্যাশা করে। তদন্তেররেে ত্র কমিশনের সমতা এখনও কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় পৌঁছায়নি উল্লেখ করে দুদক চেয়ারম্যান বলেন, এই সমতা বৃদ্ধিতে বিগত তিন বছরে প্রায় তিন হাজার কর্মকর্তাকে (একই কর্মকর্তাকে একাধিক বিষয়ে একাধিক বার) প্রশিণ দেয়া হয়েছে। েেত্র ইউএনডিপিসহ বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা টেকনিক্যাল সহযোগিতার সুযোগ রয়েছে। ফিলিয়াট ম্যাটসেজা দুদকের কার্যক্রমের ভূয়সী প্রশংসা করে বলেন, দুর্নীতি বৈশিক্ষ সমস্যা। দুর্নীতি দমন কমিশনের সাথে দুর্নীতি প্রতিরোধমূলক কাজে ইউএনডিপি'র সহযোগিতার ত্রে রয়েছে।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

গুরুত্ব দেওয়া উচিত আয়োডিন

দেখতে প্রজাপতির ডানার মতো 'থাইরয়েড' আমাদের শরীরের একটি গ্রন্থিরনাম। বাদামী রঙের এ গ্রন্থিটি থাকে আমাদের গলার স্বরযন্ত্রের দু'পাশে। এর কাজ হলো আমাদের শরীরের কিছু অত্যাবশ্যকীয় হরমোন উৎপাদন করা।

এ হরমোনের তারতম্যের জন্য শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধি, শরীর মোটা হওয়া, ক্ষয় হওয়া, মাসিক সমস্যা, ত্বকের সমস্যা হার্টের এবং চোখের সমস্যা দেখা দিতে পারে। বন্ধ্যাত্বের অন্যতম কারণসহ বিশেষক্ষেত্রে ক্যান্সারের কারণ হিসেবেও থায়রয়েড হরমোনের তারতম্যকে দায়ী করা হয়। তাই শারীরিক কার্যক্ষমতা সঠিক রাখার জন্য নির্দিষ্ট মাত্রায় এ হরমোন শরীরে থাকা একান্ত জরুরি বলেইমনে করেন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা।

শুক্রবার (২৫ মে) বিশ্ব থায়রয়েড দিবস। ২০০৯ সাল থেকে সারা বিশ্ব এ দিবসটি পালন করে আসছে। বাংলাদেশে সরকারি পর্যায়ে দিবসটি উদযাপিত না হলেও থায়রয়েড রোড সংশ্লিষ্ট সংগঠনগুলো গত কয়েক বছর ধরেই দিবসটিকে যথাযথভাবে পালন করছে।

বাংলাদেশ এন্ডোক্রাইন সোসাইটি (বিইএস) এ বছর বিশ্ব থায়রয়েড দিবস উদযাপনের লক্ষ্যে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের (ঢামেক) এন্ডোক্রাইনোলজি বিভাগের সঙ্গে যৌথভাবে শনিবার (২৬ মে) ঢাকেমের গ্যালারি ১-এ বৈজ্ঞানিক অধিবেশনের আয়োজন করেছে।

বিইএসের সভাপতি অধ্যাপক ডা: ফারুক পাঠান জানান, বাংলাদেশে থায়রয়েড সমস্যার সকল ধরণকে এক সঙ্গে হিসেব করলে তা মোট জনসংখ্যার প্রায় ৩০ শতাংশের কাছাকাছি। ভারতের অবস্থানও অনেকটা এরকমই। প্রাপ্ত বয়স্ক মহিলাদের প্রায় ২ শতাংশ এবং পুরুষদের প্রায় ০.২ শতাংশ থায়রয়েড ও হরমোনের বৃদ্ধি জনিত সমস্যায় ভোগে। ২০ থেকে ৩০ বছর বয়সের মধ্যে এ রোগে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা বেশি। এছাড়া প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষ ও নারীদের মধ্যে এর হার ৩.৯শতাংশ থেকে ৯.৪ শতাংশ হারে থাকতে পারে।

শিশুদের এ রোগে আক্রান্ত হবার বিষয়ে তিনি জানান, নবজাতক শিশুদেরও থায়রয়েড হরমোন ঘাটতি জনিত সমস্যা হতে পারে।

থায়রয়েডের হরমোন ঘাটতি হলে শিশুদের দৈহিক ও মানসিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। পরবর্তী সময়ে দৈহিক বৃদ্ধির সমতা আনা গেলেও মেধার উন্নতি করা সম্ভব হয় না।

তিনি জানান বাংলাদেশ একটি গলগন্ড বা ঘ্যাগবহুল মানুষের দেশ। গলগন্ড রোগীর সংখ্যা কিছুটা কমলেও তা ৮.৫ ভাগের কম নয়। থায়রয়েড ক্যান্সারের রোগীর সংখ্যাও বৃদ্ধির দিকে। বাংলাদেশের সঠিক পরিসংখ্যান না থাকলেও গলগন্ড রোগীদের ৪.৫ ভাগের কাছাকাছি থায়রয়েড ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে থাকতে পারেন বলে ধারণা করা হয়।

এ বিষয়ে সংগঠনটির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ডা: হাফিজুর রহমান জানান, থায়রয়েড হরমোনের পরিমাণ স্বাভাবিক থেকেও থাইরয়েড গ্রন্থি ফুলে যেতে পারে। সাধারণত আয়োডিনের অভাবে গলাফুলা (গলগন্ড) রোগ হয়ে থাকে, যাকে আমরা ঘ্যাগ রোগ বলি। সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে, আমাদের বেশিরভাগ স্কুলগামী শিশু এবং গর্ভবতী মায়েদের আয়োডিনের অভাব রয়ে গেছে। আয়োডিন শরীরে অতি প্রয়োজনীয় এবং তা থায়রয়েড হরমোন তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

বাংলাদেশে থায়রয়েডেরচিকিৎসা পরিস্থিতি সম্পর্কে বি ই এসের সহ সবাপতি অধ্যাপক ড় মো. ফরিদ উদ্দিন বলেন, দীর্ঘদিন থেকে থায়রয়েডের রোগীরা এদেশে চিকিৎসা পেয়ে আসছে। বিভিন্ন হাসপাতাল এ হরমোন জনিত রোগটির চিকিৎসা দিয়ে থাকে।

এবার পাক রোষে প্রিয়াঙ্কা, রাষ্ট্রসংঘের শান্তির দূত হিসেবে অভিনেত্রীকে অপসারণের দাবি

সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: দিন কয়েক আগেই লস অ্যাঞ্জেলসের বিউটিকন ফেস্টিভ্যালের মঞ্চে এক পাক অধিবাসিনীর প্রশ্নের উত্তরে পালটা দেশভক্তির বাণী আউরে দেশবাসীর মন জয় করেছিলেন দেশি গার্ল। প্রসঙ্গ ছিল, পাকিস্তানের উপর পরমাণু হামলা। যার জেরে ওই পাক মহিলাকে একহাত নিতে ছাড়েননি প্রিয়াঙ্কা চোপড়া। সেই ঘটনার জেরেই পাকিস্তানের মানবাধিকার কমিশনের তরফে এবার ভারতীয় অভিনেত্রী প্রিয়াঙ্কাকে রাষ্ট্রসংঘের দূতের পদ থেকে সরানোর দাবি উঠল।প্রিয়াঙ্কা চোপড়া রাষ্ট্রসংঘের তরফে বিশ্বের শান্তি দূত। আর এই বিষয়টিতেই আপত্তি তুলেছে পাক সরকার। পাকিস্তানের মানবাধিকার কমিশনের তরফে রাষ্ট্রসংঘের কাছে চিঠি পাঠালেন পাকমন্ত্রী শিরিন মাজারি। উপলক্ষ, প্রিয়াঙ্কা চোপড়াকে রাষ্ট্রসংঘের শুভেচ্ছা দূতের পদ থেকে সরাতে হবে। তাঁদের মতে, একজন শান্তির দূতের যেরকম আচরণ করা উচিত প্রিয়াঙ্কা তার অন্যথা করেছেন। পরমাণু হামলার কথা উল্লেখ করে তিনি মোটেই শান্তির দূতের মতো আচরণ করেননি।রাষ্ট্রসংঘে পাঠানো চিঠিতে লেখা, "শ্রীমতি প্রিয়াঙ্কা চোপড়ার সাম্প্রতিক মন্তব্যের উপর আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। যাকে আপনারা জাতিসংঘের শুভেচ্ছা দূত হিসেবে নিযুক্ত করেছেন। বিজেপি সরকারের কাজকর্ম একেবারে নাতসি মতাদর্শের মতো।৩৭০ ধারা বিলুপ্তিতে ভারত অধিকৃত কাশ্মীরে কাশ্মীরি মুসলমানদের জাতিগতভাবে নির্মূলকরণের কাজ চলছে। আর প্রিয়াঙ্কা চোপড়া এই ভারত সরকারের এহেন কার্যকলাপকেই মহিমান্বিত করে তুলে ধরে বীরত্ব প্রদর্শন করছেন। এমনকী, পাকিস্তানকে দেওয়া ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের পরমাণু হুমকিকেও সমর্থন জানিয়েছেন তিনি। যা একজন শুভেচ্ছা দূতের আচরণ হওয়া উচিত নয়। তাই অবিলম্বে তাঁকে জাতিসংঘের শুভেচ্ছা দূতের পদ থেকে অপসারন না করা হলে, বিশ্বব্যাপী এই পদের গুরুত্ব ক্ষুণ্ণ হবে এবং তা একপ্রকার বিদ্রূপ হয়ে উঠবে সবার কাছে।"সম্প্রতি, এক পাক মহিলা প্রিয়াঙ্কার উদ্দেশে সোশ্যাল মিডিয়ায় বলেছিলেন, "জাতিসংঘের শান্তির দূত হিসেবে আপনি মঞ্চে বসে পাকিস্তানে পরমাণু হামলার কথা বলছেন! এছাড়া অবশ্য আপনার আর কিছুই করার নেই। আমরা আপনার অবস্থা বুঝতে পারছি। এটাই আপনার ব্যবসা।" তারই প্রত্যুত্তরে ধৈর্য না হারিয়ে দৃঢ়ভাবে অভিনেত্রী বলেছিলেন, "পাকিস্তানে আমার প্রচুর বন্ধু রয়েছেন। যুদ্ধ কোনও সমস্যার সমাধান নয়। আমিও যুদ্ধের পক্ষপাতী নই। কিন্তু সবার আগে আমি ভারতীয়।এবং বড় দেশভক্ত। নিশ্চয়ই এর কোনও না কোনও সমাধান সূত্র বেরোবে। আমরা ততদিন অবশ্যই ধৈর্য ধরব। কারণ, আমরা সবাই যুদ্ধ নয় শান্তি, ঘৃণা নয় ভালবাসার পক্ষে।

রক্ত দেয়ার আগে যেসব বিষয় খেয়াল রাখবেন

রক্তদান স্বাস্থ্যের জন্য ভাল। পরিবারের সদস্য বা বন্ধু বান্ধব কারো রক্তের প্রয়োজন হলে আমরা অনেকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেই। তবে মনে রাখবেন শুধু রক্ত দিলেই চলবে না। রক্ত দেয়ার আগে ও পরে রক্তদাতাকে বেশ কিছু ব্যাপারে খেয়াল রাখতে হবে। আসুন জেনে নেই রক্ত দেয়ার আগে ও পরে যেসব বিষয় খেয়াল রাখবেন।

রক্ত দেয়ার আগে

তরল খাবার

রক্ত দেয়ার আগে পুষ্টিকর খাবার খেয়ে নিন কিন্তু তৈলাক্ত কিছু খাবেন না। রক্তদানের অগে প্রচুর পরিমাণে তরল খাবার খেতে হবে।

ঘুমিয়ে নেবেন

যেদিন রক্ত দেবেন তার আগের রাতে অনেকটা সময় ভালো করে ঘুমিয়ে নেবেন। রক্ত দেয়ার দুইদিনের মধ্যে মাথা ব্যথার কোনও ওষুধ খাবেন না।

আন শুনতে পারেন

গান শুনতে পারেন অথবা আপনার আশেপাশে থাকা অন্যান্য ডোনারদের সাথে কথা বলতে পারেন। এমন একটি শার্ট পড়ুন যেটার হাতা কনুইয়ের উপর ওঠানো যায়। সবচেয়ে ভালো হয় টি শার্ট পড়লে। রক্ত দেয়ার সময় কোনও চাপ অনুভব করা যাবে না।

রক্ত দেয়ার পরে

অ্যালকোহল জাতীয় পানীয়

যেদিন রক্ত দেবেন ওইদিন ভারী কোনও জিনিস বহন করবেন না। রক্ত দেয়ার পর চার গ্লাস জল খান এবং পরবর্তী ২৪ ঘন্টা অ্যালকোহল জাতীয় পানীয় গ্রহণ করবেন না।

চুলকানি

আপনার হাতের যে জায়গায় ব্যান্ডেজ লাগানো থাকে ওইটা অন্তত কয়েক ঘন্টা রাখুন। ব্যান্ডেজ খুলে সাবান ও জল দিয়ে ধুয়ে ফেলতে পারেন। নইলে চুলকানি হতে পারে।

মাথা ঘোরা

রক্ত দেয়ার পরপর হঠাৎ করে দাঁড়ালে অনেকের মাথা ঘোরাতে পারে এবং দুর্বর্ল লাগতে পারে। এরকম হলে একটু শুয়ে থাকুন। একটু ভালো করলেই আবার উঠে দাঁড়ান।

আয়রন, ফোলাইট

আয়রন, ফোলাইট, রিবোফ্লাবিন, ভিটামিন বি ৬ সমৃদ্ধ খাবার যেমন লাল মাংস, মাছ ডিম, কিশমিশ, কলা ইত্যাদি খাবার বেশি করে খাবেন। এসব খাবার আপনার রক্ত তৈরিতে সাহায্য করে।

শারীরিক পরিশ্রমের

প্রচুর পরিমাণে জল ও জল জাতীয় খাবার গ্রহণ করুন। এই ব্যাপারে মোটেও অবহেলা করবেন না। কয়েক ঘন্টার জন্য শারীরিক পরিশ্রমের কাজ করা থেকে বিরত থাকুন এবং বেশ কিছুদিন সাধারণ সময়ের তুলনায় একটু কম পরিশ্রম করে বিশ্রাম নিন।

তিন মাস পর

রক্তদানের তিন মাস পর নতুন করে রক্ত দিতে পারবেন। এর আগে কোনোভাবেই পুনরায় রক্ত দেবেন না।

কবে মুক্তি পাচ্ছে "দাবাং ৩"? ছবি পোস্ট করে জানালেন খোদ সলমন

সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: এবার আর "ইদি" নয়, ভাইজানের তরফ থেকে থাকছে বড়দিনের উপহার। একটু খুলে বলা যাক! সলমন খানের ছবি মানেই "ইদ রিলিজ"। ঠিক এমন ধারণাই তৈরি হয়ে গিয়েছে ভাইজান ভক্তদের। কারণ, বিগত কয়েক বছর ধরে বলিউডের প্রথম সারির তারকাদের ট্রেন্ড হয়ে দাঁড়িয়েছে কোনও উতসব উপলক্ষে ছবি মুক্তির দিনক্ষণ নির্ধারণ করা। তবে এবার সলমনের ক্ষেত্রে একটু উলটপুরাণই ঘটেছে বটে! কারণ, এবছর ভাইজানের বহু প্রতিক্ষীত ছবি "দাবাং ৩" মুক্তি পাচ্ছে বড়দিনের সময়ে।

কবে? সলমন খোদ জানিয়েছেন ডিসেম্বরের ২০ তারিখে প্রেক্ষাগৃহ কাঁপাতে আসছে চুলবুল পাণ্ডে। এবং শুধু তাই নয়, ভারতীয়রা নিজেদের ভাষায় উপভোগ করতে পারবেন চুলবুল পাণ্ডের কাণ্ডকারখানা। অর্থাত মোট ৪টি ভারতীয় ভাষায় মুক্তি পাবে "দাবাং ৩"। না, বাঙালি সিনেদর্শকরা অবশ্য এই আওতায় পড়ছেন না। তাহলে? হিন্দি তো বটেই। তার সঙ্গে কন্নড়, তামিল ও তেলুগু ভাষাতেও মুক্তি পাবে প্রভুদেবা পরিচালিত এই ছবি। বুধবার ইনস্টাগ্রামে পরিচালক প্রভুর সঙ্গে নিজের ছবি শেয়ার করে সলমন লেখেন, "হিন্দি, কন্নড় ও তেলুগু অবতারে ২০ ডিসেম্বর আপনাদের কাছে পৌঁছচ্ছে চুলবুল পাণ্ডে।" যদিও চেনা ছকের বাইরে গিয়ে সলমন অভিনীত "রেস থ্রি" মুক্তি পেয়েছিল ডিসেম্বরেই।শুটিং এখনও চলছে। যার জন্য কসরত করে রীতিমতো ওজন ঝরাতে হয়েছে ভাইজানকে। সলমন খান এবং সোনাক্ষী সিনহা বর্তমানে "দাবাং ৩" ছবির কাজেই ব্যস্ত। লোকেশন কখনও রাজস্থান, তো কখনও জয়পুর। মাঝেমধ্যেই ক্যামেরার নেপথ্যের দৃশ্য নিজের সোশ্যাল সাইটে পোস্ট করেন সলমন। ঠিক সেরকমই একটি পোস্ট ঘিরে এর আগে বিতর্কে পড়েছিলেন ভাইজান। "দাবাং ৩"-র সেটে পাটাতনের নিচে শিবলিঙ্গ, যার উপর দাঁড়িয়ে শুটিং করছিলেন সলমন। ঠিক এই ছবি ঘিরেই উগ্রপন্থীদের রোষানলে পড়েছিলেন অভিনেতা। এছাড়াও, মধ্যপ্রদেশে শুটিং করার সময়ে ভাস্কর্য ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ায় আইনি নোটিস গিয়েছিল সলমন এবং "দাবাং ৩" টিমের কাছে।

যেসব কারণে বাড়ে স্তন ক্যান্সারের ঝুঁকি

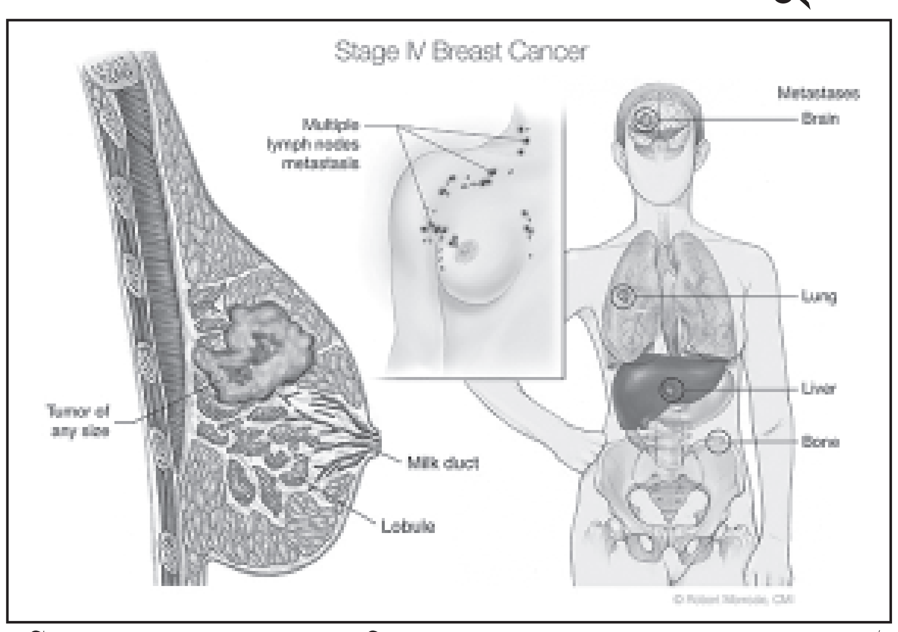

স্তন ক্যান্সারের রোগীর সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে। স্তন ক্যান্সার থেকে দরে থাকতে হলে সচেতনতাই প্রথম কথা। কিন্তু আমাদেরই প্রতিদিনের কিছু কাজ এই ঝুঁকি আরও বাড়িয়ে দিতে পারে।

আসুন জেনে নেই যেসব অভ্যাসে বাড়ায় স্তন ক্যান্সারের ঝুঁকি।

সঠিক মাপের ব্রা

স্তনের আকার অনুযায়ী সঠিক মাপের ব্রা ব্যবহার না করা স্তন ক্যান্সারের ঝুকি অনেকটাই বাড়িয়ে দেয়। স্তনের আকারের চেয়ে বড় মাপের বক্ষবন্ধনী স্তনের টিস্যুগুলোকে ঠিকমত সাপোর্ট দিতে পারে না আবার অতিরিক্ত ছোট হলে স্তনের তরলবাহী লসিকাগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। সারাক্ষণ ব্রা পরে থাকাস্নের আকার অনুযায়ী সঠিক মাপের ব্রা ব্যবহার না করা স্তন ক্যান্সারের ঝুকি অনেকটাই বাড়িয়ে দেয়। স্তনের আকারের চেয়ে বড় মাপের বক্ষবন্ধনী স্তনের টিস্যুগুলোকে ঠিকমত সাপোর্ট দিতে পারে না আবার অতিরিক্ত ছোট হলে স্তনের তরলবাহী লসিকাগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

সারাক্ষণ ব্রা পরে থাকা

সারাক্ষণ ব্রা পরে থাকার কারণে ঘাম, আর্দ্রতা জমে থাকা সব মিলে স্তন ক্যান্সারের ঝুঁকি অনেকটাই বাড়িয়ে দেয়। ঘরে থাকার সময়টুকুতে ব্রা ব্যবহার না করার চেষ্টা করুন।

প্লাস্টিকের বক্স

প্লাস্টিকের বক্সে খাবার রাখা এবং বিশেষত সেটিতেই ওভেনে গরম করা স্তন ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়াতে প্রত্যক্ষ ভূমিকা নিতে পারে। এর বদলে কাঁচের পাত্র ব্যবহার করুন। আর প্লাস্টিক ব্যবহার করতে চাইলে তা ফুড গ্রেড কিনা নিশ্চিত হয়ে নিন।

চুল রঙিন করা

চুল রঙিন করার কাজে ব্যবহৃত রঙের ক্ষতিকর রাসায়নিকের কারণে হতে পারে স্তন ক্যান্সারও। তাই ভালো ব্র্যান্ডের ভেষজ চুলের রং ব্যবহার করুন। আর সবচেয়ে ভালো হয় মেহেদি ব্যবহার করতে পারলে।

এয়ার ফ্রেশনার এয়ার ফ্রেশনারএয়ার ফ্রেশনারে থাকা প্যাথালেট নামক প্লাস্টিসাইজিং রাসায়নিক যা সুগন্ধকে দীর্ঘস্থায়ী করতে সাহায্য করে, তার সঙ্গে স্তন ক্যান্সারের সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে। বরং ফুটন্ত জলেতে এক টুকরো দারুচিনি ফেলে দিন। ঘর থেকে দুর্গন্ধ দূর হবে।নেপথলিন

কাপড়চোপড় পোকামাকড়ের হাত থেকে বাঁচাতে বা বাথরুমের দুর্গন্ধ এড়াতে বেসিনে, সিঙ্কেও নেপথলিন ফেলে রাখেন অনেকেই। কিন্তু এটি পুরোটাই ক্ষতিকর কেমিক্যাল দিয়ে তৈরি হয়, যা কেবল পোকামাকড়কে দূরেই রাখে না, বরং আপনার স্তন ক্যান্সারের ঝুঁকিও বাড়িয়ে দেয় বহুগুণে। এরচেয়ে নিমপাতা শুকিয়ে কাগজে মুড়িয়ে রেখে দিন। একই উপকার পাবেন।

রান্নাঘরের সিঙ্ক বা কেবিনেট

রান্নাঘরের স্কি বা কেবিনেট যে রঙিন তরল ক্লিনার দিয়ে আপনি পরিস্কার করছেন, তাতে থাকা কেমিক্যাল কেবল আপনার স্তন ক্যান্সারই নয়, মাইগ্রেন ও অ্যালার্জির প্রকোপও বাড়িয়ে দিতে পারে। তাই কেমিকেলযুক্ত এই ক্লিনার ব্যবহার না করে ভিনেগার বা বেকিং সোডা দিয়ে পরিষ্কার করতে পারেন।

অক্ষয়-ঘরনির এবারের উদ্বেগের কারণ দারিদ্র সীমারেখার নিচে থাকা শিশুরা।

মা সবসময়ে খেয়াল রাখতেন আমি যেন বাড়িতে বানানো পুষ্টিকর খাবার খাই। কিন্তু এই সৌভাগ্য দেশের কয়েক লাখ শিশু পায় না।শুদের উদ্বাস্তু জীবনযাপন ভাবিয়ে তুলেছে টুইঙ্কলকে। এই শিশুরাই তো আগামীর দূত। দেশের ভবিষ্যত। আমরা যেখানে স্কুল-কলেজে গিয়ে নিত্যনতুন চুলের কাট, হেয়ার স্টাইল নিয়ে আলোচনা করি, কিংবা মা"দের গদগদ আদরে দু"বেলা চব্য-চষ্য খেতে পারি, অনেক শিশু রয়েছে যারা বন্ধুদের সঙ্গে চুলের কাট নিয়ে আলোচনা করা তো দূরের কথা, ঠিক করে খাবারও পায় না। অপুষ্টিতে ভোগে। সোশ্যাল মিডিয়ায় -কে ট্যাগ করে কেন এমন বিভেদ সমাজের বিভিন্ন স্তরের শিশুদের মধ্যে, প্রশ্ন তোলেন টুইঙ্কল। যে ক্যাম্পেনে যোগ দেওয়ার জন্য তিনি আহ্বান জানান সোনম কাপুর, অক্ষয় কুমাবকেও।অক্ষয ও ছোটবেলার একটি ছবি পোস্ট করে এক মর্মস্পর্শী পোস্ট লিখে মন জিতেছেন নেটিজেনদের। তিনি লেখেন, "ছোট থেকেই আমার খেলাধূলার প্রতি আগ্রহ। তাই মা সবসময় খেয়াল রাখতেন আমি যেন বাড়িতে বানানো পুষ্টিকর খাবার খাই। কিন্তু এই সৌভাগ্য দেশের কয়েক লক্ষ শিশু এখনও পায় না। প্রায় ১১,৭২,৬০৪ শিশুর এখনও একবেলা খাবার জোটে না।" ীঢস্টত্রওথদ্ম ক্যাম্পেনে যোগ দেওয়ার জন্য অক্ষয় আমন্ত্রণ জানান তাঁর "মিশন মঙ্গল" সহ-অভিনেতাদের।অক্ষয়-টুইঙ্কলের নয়া উদ্যোগ, বলিউডকে পাশে দাঁড়ানোর অনুরোধ

সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: আমাদের দেশে এখনও কত শিশু রয়েছে যাদের মাথার উপর স্থায়ী আস্তানা তো দূরের কথা, দু"বেলা দু"মুঠো ভাতও জোটে না কপালে। স্বাধীনতার ৭৩ বছর পরও ভারতবর্ষে পথশিশুদের সংখ্যাটা নেহাত কম নয়। পরিসংখ্যান বলছে, প্রায় ১১,৭২,৬০৪ শিশু এখনও খেতে পায় না। এক বেলা খেলে, আরেক বেলা থেকে যেতে হয় অভুক্ত। আর ঠিক সেই বিষয়টিই ভাবিয়ে তুলেছে অক্ষয় কুমার এবং তাঁর স্ত্রী টুইঙ্কল খান্নাকে। যার জন্য সেসব শিশুদের সুস্থ স্বাভাবিক জীবন উপহার দিতে তারকা দম্পতি শুরু করেছেন একটি নতুন ক্যাম্পেন- ীঢস্টত্রওথদ্ম।ক্যাম্পেনের শুরুয়াত করেন টুইঙ্কল খান্না। সোশ্যাল মিডিয়ায় তিনি যে বেশ সক্রিয়, তা ভালই টের পাওয়া যায়। যে কোনও গরম ইস্যুতে টুইঙ্কলকে একাধিকবার সরব হতে দেখা গিয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। যিনি কি না সরকারের সমালোচনা করতেও পিছপা হন না! বছর দুয়েক আগে স্যানিটারি ন্যাপকিনের উপর অতিরিক্ত কর চাপানোর জন্য মোদি সরকারের কঠোর সমালোচনা করেছিলেন।লোকসভা ভোট প্রচারকালে মথুরার বিজেপি প্রার্থী হেমা মালিনীর পাখাযুক্ত ট্রাক্টর চালানোর ছবিও নজর এড়ায়নি অভিনেত্রী তথা লেখিকা টুইঙ্কল খান্নার। এবার ফের তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় হাজির তাঁর বার্তা নিয়ে। তবে

বুধবার রাজধানীতে উদ্বাস্তু উন্নয়ন কমিটির উদোগে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে কর্মকর্তারা। ছবি- নিজস্ব।

লেক কালীবাড়িকে সাড়ে ৪ বিঘা জমি বিনামূল্যে লিজে দিল কলকাতা পুরসভা

কলকাতা, ২১ আগস্ট (হি.স.): লেক কালীবাড়ির জন্য সাড়ে ৪ বিঘা জমি বিনামূল্যে লিজে দিল কলকাতা পুরসভা। আগামী দিনে কালিবাড়ির ওই অংশকে নগর বনায়ন করা হবে বলে বুধবার জানান মেয়র ফিরহাদ হাকিমঊ পাশাপাশি তিনটি বিভাগের সৌন্দর্যায়ন, পরিবেশ সুরক্ষাও করা হবেঊ

এদিন ৩০ বছরের জন্য জমি বরাদ্দের বিষয়ে মৌ চুক্তি স্বাক্ষরের পর মেয়র ফিরহাদ হাকিম বলেন, "দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে যেমন কালিঘাট দর্শন করতে পর্যটকরা আসেনঊ তেমনই লেক কালিবাড়ি দর্শন করতেও দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে মানুষ আসেঊ লেক কালিবাড়ি একটি হেরিটেজঊ" তিনি আরও জানান, "আমরা প্রায় ৬০০০ বর্গমিটার জমিতে অবস্থিত তিনটি বুলেভার্ড কালীবাড়ি লেকের কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করছি এবং তারা সেখানে নগর বনায়ন করবেঊ

মেয়র আরও জানান, মন্দির কর্তৃপক্ষ সবুজায়ন, ঝর্ণা, উল্লম্ব উদ্যান সর্বপরি ফেলে দেওয়া ফুলের অংশ দিয়ে বুলেভার্ডকে সুন্দর করে সাজিয়ে একটি প্রজাপতি পার্ক তৈরি করবে। ফিরাহাদ হাকিম জানান, কেএমসি এই অংশে জল দেওয়ার জন্য বৈদ্যুতিক সুবিধা এবং একটি গভীর টিউবওয়েল তৈরী করে দেবে। মন্দির কর্তৃপক্ষ ইতিমধ্যে মন্দিরটির সংস্কার শুরু করেছেঊ তাঁর দাবি মন্দিরের উল্টোদিকে যে বুলেভার্ডগুলি সুসজ্জিত করা হচ্ছে বলে আশা করা হচ্ছে তার ফলে আরও বেশি সংখ্যক ভক্তবৃন্দ আকৃষ্ট হবে।

লেক কালীবাড়ির পুরোহিত নিতাই চন্দ্র বসু বলেন, "তারা ইতিমধ্যে একটি বুলেভার্ডে নগর বনায়নের কাজ শেষ করে ফেলেছেঊ এবং অন্য দুটি বুলেভার্ডেও এই কাজ শুরু হয়েছেঊ নিতাই বাবু আরও জানান, "আমরা ইতিমধ্যে কালীবাড়ি লেকে পুরোহিতদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও করেছি" ।মন্দির কমিটির সদস্যের মতে একটি সময় ছিল যখন বুলেভার্ডগুলিতে কোনও বেড়া ছিল না এবং এটি একটি জঞ্জাল ফেলার জায়গায় পরিণত হয়েছিল। তবে এখন কলকাতা পুরসভার সাথে তাদের রক্ষণাবেক্ষণের উদ্যোগের ফলে জায়গাটি একটি সুন্দর চেহারা পেয়েছে।

সেভ ড্রাইভ সেভ লাইফ-র নামে টাকা তুলছে পুলিশ, চাঞ্চল্যকর অভিযোগ খোদ পুলিশমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের

দিঘা, ২১ আগস্ট (হি.স.) : 'সেভ ড্রাইভ সেভ লাইফ'-র নামে টাকা তুলছে পুলিশ। এবার এমনই চাঞ্চল্যকর অভিযোগ করলেন খোদ পুলিশমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার দিঘায় প্রশাসনিক বৈঠকে তিনি বলেন, এটা সচেতনতামূলক প্রচার। তারজন্য গরীব মানুষগুলোর থেকে টাকা নিতে কে বলেছে? 'সেভ ড্রাইভ সেভ লাইফ'- পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু আটকাতে ২০১৬ সালে এই প্রকল্পের উদ্বোধন করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই অভিযান শুরু হওয়ায় দুর্ঘটনায় মৃত্যুর সংখ্যা অনেকটাই কমেছে বলে প্রশাসনের দাবি। তবে অভিযানের নাম করে গাড়ি আরোহীদের থেকে টাকা তোলা হচ্ছে বলে অনেকদিন ধরেই অভিযোগ উঠছে। আর এতে ক্রমশই পুলিশের বিরুদ্ধে ক্ষোভ বাড়ছে সাধারণ মানুষের।

এদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দিঘার প্রশাসনিক বৈঠকে বলেন, এসব কি হচ্ছে? থানার অফিসাররা খালি বলছেন, গাড়ি ধরো আর টাকা নাও। সিভিক ভলেন্টিয়ারদের দিয়ে টাকা তোলানো হচ্ছে। এসব বন্ধ করতে হবে। এরপরই জেলার পুলিশ সুপারকে বিষয়টি দেখার নির্দেশ দেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, কলকাতার পুলিশ কমিশনারকেও তিনি বিষয়টি দেখতে বলেছেন। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, "কেউ সত্যি ন্যাশনাল হাইওয়েতে দুষ্টুমি করলে তাকে কেস দিন। অন্যায় করলে রেয়াত নয়। কিন্তু গরিব মানুষ যার পকেটে ৫০০ টাকা থাকলে তার থেকে কেন ২০০ টাকা নেওয়া হচ্ছে? অলি-গলিতে ঢুকে সাধারণ মানুষকে হয়রান করা হচ্ছে। আইসি সিভিক ভলান্টিয়ারদের বলে দিচ্ছেন যা গাড়ি ধরে টাকা নে। সিভিক ভলান্টিয়াররা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নয়। তাদের দিয়ে কেন টাকা নেওয়া হচ্ছে? আগে ওদের ট্রেনিং দিন। আমরা কি চাই সলিউশন না পলিউশন? সলিউশন চাইলে মানবিক হতে হবে।" এদিন ওই মঞ্চে রাজ্য পুলিশের ডিজি সুরজিৎ কর পুরকায়স্থ ছিলেন। তাঁকে বিষয়টি দেখতে বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী। দুর্ঘটনা রোধে দিঘাগামী রাস্তায় সিসিটিভি বসানোর পরামর্শও দিয়েছেন তিনি।

প্রতিহিংসার রাজনীতি নয়, চিদম্বরমের বিরুদ্ধে লুক আউট নোটিশ প্রসঙ্গে দাবি রিজিজুর

নয়াদিল্লি, ২১ আগস্ট (হি.স.) আইএনএক্স মিডিয়া মামলা লুক আউট নোটিস জারি হয়েছে দেশের প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পি চিদম্বরমের বিরুদ্ধে। এই বিষয়ে চিদম্বরমের পক্ষে সওয়াল করেছে কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্ব। বিজেপিকে বিঁধে সরব হয়েছে রাহুল গান্ধী এবং প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বঢরা। অন্যদিকে এই বিষয়ে বিজেপির যে জড়িত নয় তা সাফ জানিয়ে দিয়েছেন কেন্দ্রীয়মন্ত্রী কিরেন রিজিজু।

বুধবার কিরেন রিজিজু জানিয়েছেন, বিজেপি কোনও ভাবেই জড়িত নয়। দুর্নীতিতে যারা জড়িত তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এতে দলীয় রাজনীতি একেবারেই জড়িত নয়। তাঁর (চিদম্বরম) উচিত তদন্তকারী সংস্থাগুলির সঙ্গে সহযোগিতা করা। কেন্দ্রীয় সরকার কোনও ভাবে প্রতিহিংসার রাজনীতিতে জড়িত নয়।

বিজেপির আরও এক নেতা সত্যপাল সিং জানিয়েছেন, দল এখানে একেবারে জড়িত নয়। পুরোটাই প্রশাসনিক বিষয়। প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং আইনজীবী হওয়ার কারণে আদালতের নির্দেশ মেনে চলা উচিত চিদম্বরমের।

আইএনএক্স মিডিয়ায় বিদেশি বিনিয়োগে অসঙ্গতি মামলায় আগাম জামিনের আর্জি খারিজ হতেই মঙ্গলবার চিদম্বরমের বাড়িতে পৌঁছে যায় সিবিআইঊ সিবিআই আধিকারিকদের ৬ সদস্যের একটি দল তাঁর দিল্লির বাড়িতে যায়ঊ সিবিআই আধিকারিকরা বেরিয়ে যাওয়ার কিছুক্ষণ পরই চিদম্বরমের বাড়িতে যান ইডি-র আধিকারিকরাঊ মঙ্গলবার থেকেই পি চিদম্বরমকে খুঁজছে পুলিশঊ কিন্তু, দেশের কোনও এক জায়গায় তিনি সম্ভবত আত্মগোপন করে রয়েছেনঊ অবশেষ বুধবার রাতে কংগ্রেসের সদর দফতরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন চিদম্বরম।

জলশক্তি অভিযানের আওতাধীন অসমের একমাত্র জেলা ডিমা হাসাওয়ে শুরু হয়েছে কাজ

হাফলং (অসম), ২১ আগস্ট (হি.স.) : দেশের ২৫৫টি জেলার মধ্যে অসমের একমাত্র ডিমা হাসাও জেলাকে কেন্দ্রীয় সরকারের জলশক্তি অভিযান প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ইতিমধ্যে এই পাহাড়ি জেলায় কেন্দ্রীয় জলশক্তি অভিযান প্রকল্পের কাজ শুরু হয়ে গেছে। কেননা, ডিমা হাসাও জেলায় জল সংকট হচ্ছে প্রধান সমস্যা। তাই সমগ্র দেশে জলের সমস্যা সমাধানে কেন্দ্রীয় সরকার জলশক্তি অভিযান প্রকল্পে অধিক গুরুত্ব দিচ্ছে। আর এই জলশক্তি অভিযান প্রকল্পে রাজ্যের মধ্যে একমাত্র ডিমা হাসাও জেলাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

এই প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নে অধিক গুরুত্ব দিচ্ছে উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদও। ইতিমধ্যে জলশক্তি অভিযান প্রকল্প নিয়ে পাহাড়ি জেলার গ্রামেগঞ্জে সাধারণ মানুষ কৃষকদের মধ্যে সচেতনতা সভা অনুষ্ঠিত করা হচ্ছে, কীভাবে জল সংরক্ষণ করতে হবে ইত্যাদি বিষয়ে। আজ বুধবার দিয়ুংব্রার ওয়াসলিং হাডি গ্রামে ডিমা হাসাও জেলার গ্রামোন্নয়ন দফতরের উদ্যোগে এবং জলশক্তি অভিযান প্রকল্পে যুক্ত অনান্য সহযোগী সরকারি বিভাগ যেমন জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি বিভাগ, জলসেচ বিভাগ, বনবিভাগ, কৃষিবিভাগ ও মৎস্য বিভাগের সহযোগিতায় জলশক্তি অভিযান নিয়ে গ্রামবাসীদের মধ্যে সচেতনতা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

এদিকে জলশক্তি অভিযান প্রকল্পে আগামী ৩ সেপ্টেম্বর হাফলং পুর পর্যদের মাঠে কিষাণ মেলা অনুষ্ঠিত হবে। কিষাণ মেলায় জেলার বিভিন্ন এলাকার কৃষকদের জল সংরক্ষণ ব্যবস্থার উপর প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। ইতিমধ্যে উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের সিইএম দেবোলাল গারলোসা জলশক্তি অভিযান প্রকল্প নিয়ে বিভিন্ন সরকারি বিভাগের সঙ্গে বৈঠক করে বৃষ্টির জল সংরক্ষণ ব্যবস্থার কাজ দ্রুততর করে তোলার পাশাপাশি নতুন করে পুকুর, ফিশারি ও জলাশয় নির্মাণে কাজ শুরু করার নির্দেশ দিয়েছেন।

তাছাড়া জল সংরক্ষণের জন্য জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি বিভাগের পুরনো কাঠামোগুলিকে দ্রুত সংস্কার করে তোলার নির্দেশ দেন সিইএম দেবোলাল গারলোসা।

বুধবার বিশ্ব হিন্দু পরিষদ আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে কর্মকর্তারা। ছবি- নিজস্ব।

বহু অনুগামী নিয়ে বিজেপিতে যোগ দিলেন লোয়াইরপোয়ার কংগ্রেস নেতা

পাথারকান্দি (অসম), ২১ আগস্ট (হি.স.) : গোটা দেশের সঙ্গে সংগতি রেখে করিমগঞ্জ জেলার পাথারকান্দি মহকুমায়ও দলবদলের পালা অব্যাহত রয়েছে। ওই দলবদলের অঙ্গ হিসেবে মহকুমার অন্তর্গত লোয়াইরপোয়া ব্লকের ২৯ নম্বর ডেঙ্গারবন্দ গ্রাম পঞ্চায়েত (জিপি)-এর প্রাক্তন সভাপতি তথা কংগ্রেস নেতা কানাইলাল রবিদাস যোগ দিয়েছেন বিজেপিতে। কানাইবাবুর সঙ্গে গেরুয়া বসন পরেছেন তাঁর বহু অনুগামী।

মঙ্গলবার এলাকার বৈঠাখাল চা বাগানের নাচঘর প্রাঙ্গণে এক সভায় দলবল নিয়ে বিজেপিতে যোগদান করেছেন কানাইলাল রবিদাস। প্রবীণ নাগরিক মহাদেব কুর্মির পৌরোহিত্য সভায় প্রাক্তন কংগ্রেস নেতা কানাইবাবু প্রায় শতাধিক কর্মী ও সমর্থকদের সঙ্গে নিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে গেরুয়া শিবিরে নাম লিখিয়েছেন। তাঁকে দলীয় টুপি ও উত্তরীয় পরিয়ে বরণ করেন বিজেপির হৃষিকেশ নন্দি, কিশোর চৌধুরী, সবিতা সোনার, কার্তিক শুক্লবৈদ্য, সুকুমার শুক্লবৈদ্য, দীপঙ্কর পাল, করুণাময় শুক্লবৈদ্য প্রমুখ।

এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত সভায় কানাইলাল রবিদাস বক্তব্য পেশ করেন। তিনি বলেন, বর্তমান সময়ে দেশে বিজেপির বিকল্প নেই। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর শাসনে গোটা দেশে উন্নয়নের জোয়ার বইছে। একই সঙ্গে গোটা দেশে বইছে শান্তির বাতাবরণ। জনগণও পূর্ণ নিরাপত্তায় রয়েছেন বিজেপি সরকারের আমলে। তাই তিনি তাঁর অনুগামীদের সঙ্গে নিয়ে মোদী সরকারের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে বিজেপিতে যোগ দিয়েছে, জানান কানাইলাল। তিনি বলেন, পাথারকান্দির বিজেপি বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পালও এলাকার উন্নয়নে সবাইকে সঙ্গে নিয়ে সব-কা সাথ সব-কা বিকাশ, সব-কা বিশ্বাসের বলে যে কাজ করছেন তার ভাগীদার হতে চান।

ডেঙ্গু নিয়ে বিধানসভা অধিবেশনে হেস্তনেস্ত করতে চান বিরোধীরা

কলকাতা, ২১ আগস্ট (হি স): রাজ্যে ডেঙ্গু ভয়াবহ আকার নিয়েছেঊ আসন্ন বিধানসভা অধিবেশনে বিষয়টি নিয়ে হেস্তনেস্ত করতে চান বিরোধীরাঊ বুধবার এ ব্যাপারে প্রতিক্রিয়া জানান রাজ্যের বিরোধী দলনেতা আব্দুল মান্নান এবং বাম পরিষদীয় নেতা সুজন চক্রবর্তী।

আব্দুল মান্নান এ দিন বলেন, "আমি সুজনবাবু, সুখবিলাস বর্মা সবাই মিলে উপদ্রুত এলাকায় এবং আক্রান্তদের বাড়ি গিয়েছিলামঊ এর পর সরকারকে সব জানিয়েছিঊ ডেঙ্গু নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছিলামঊ কিন্তু কাজের কাজ কিছু হয়নিঊ পরিস্থিতির বরং অবনতি হয়েছেঊ আমরা বিধানসভা অধিবেশনের প্রথম দিন এ নিয়ে মুলতুবি প্রস্তাব আনতে চাইঊ কলকাতা থেকে ৫০ কিলোমিটার দুরে যেভাবে ডেঙ্গু ছড়িয়ে পরছে, তাতে আতঙ্ক তৈরী হয়েছে।

সুজনবাবু বলেন, "হাসপাতালে চিকিতকদের কাছে শুনেছি ডেঙ্গুতে ২৮ জন মারা গিয়েছেঊ দেগঙ্গা, অশোকনগর, বনগা এলাকায় ছড়াচ্ছেঊ রোগীর রিপোর্টে ডেঙ্গু লিখলে শাস্তি হবে, এ কারণে অজানা রোগ লেখা হচ্ছে।

উল্লেখ্য, আগামী সোমবার থেকে শুরু হচ্ছে বিধানসভার বর্ষাকালীন অধিবেশন ঊ ৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এই অধিবেশন চলবে।

সংবিধানের ৩৭০ ধারা বাতিল ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয় : বাংলাদেশ

ঢাকা ২১ আগস্ট (হি. স.) : জম্মু-কাশ্মীরকে বিশেষ মর্যাদা ও বিশেষ স্বায়ত্তশাসন দেওয়া ভারতীয় সংবিধানের ৩৭০ ধারা বাতিল 'ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয়' বলে উল্লেখ করেছে বাংলাদেশ। বুধবার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়েছে।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বহিঃপ্রচার বিভাগের সহকারি সচিব মোহাম্মদ মাসুদ পারভেজ স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, বাংলাদেশ মনে করে, ভারতীয় সংবিধানের ৩৭০ ধারা বাতিল দেশটির অভ্যন্তরীণ বিষয়। বাংলাদেশ নীতিগতভাবে সবসময়ই আঞ্চলিক শান্তি ও স্থিতিশীলতায় বিশ্বাসী। একইসঙ্গে আঞ্চলিক শান্তি ও স্থিতিশীলতা এই অঞ্চলের সব দেশের জন্য অগ্রাধিকার।

সম্প্রতি ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং বলেছেন, জম্মু-কাশ্মীরের উন্নয়নের জন্যই ৩৭০ ধারা বিলোপ করা হয়েছে। ৩৭০ ধারা হলো ভারতীয় সংবিধানের একটি অস্থায়ী বিধান ('টেম্পোরারি প্রভিশন')। এই ধারার আওতায় জম্মু-কাশ্মীরকে বিশেষ মর্যাদা ও বিশেষ স্বায়ত্তশাসন দেওয়া হয়েছিল। ৩৭০ ধারা সংবিধানে অন্তর্ভূক্ত হয়েছিল ১৯৪৯ সালের ১৭ অক্টোবর। এই ধারার আওতায় জম্মু-কাশ্মীরকে ভারতীয় সংবিধানের আওতামুক্ত রাখা হয় (অনুচ্ছেদ ১ ব্যতিরেকে) এবং ওই রাজ্যকে নিজস্ব সংবিধানের খসড়া তৈরির অনুমতি দেওয়া হয়। ৩৭০ ধারা অনুযায়ী প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র, অর্থ এবং যোগাযোগ ছাড়া অন্য কোনও বিষয়ে জম্মু কাশ্মিরে হস্তক্ষেপের অধিকার ছিল না কেন্দ্রীয় সরকারের। এমনকি, কোনও আইন প্রণয়নেরও অধিকার ছিল না কেন্দ্র বা সংসদেরও। আইন প্রণয়ন করতে হলে জম্মু-কাশ্মির রাজ্যের সম্মতি নিতে হতো। গত ৫ আগস্ট সেই ৩৭০ নম্বর ধারা বাতিলের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্করের ঢাকা সফরের পরপরই এই বিবৃতি প্রকাশ করলো বাংলাদেশ। সোমবার রাতে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সুব্রাহ্মনিয়াম জয়শঙ্কর বাংলাদেশ সফরে আসেন। সকালে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকের পর ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী গতকাল বিকেলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে গণভবনে দেখা করেন। এ সময় অক্টোবরে দ্বিপক্ষীয় সফরে ভারতে যাওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির চিঠি তুলে দেন। আজ বুধবার সকালে বাংলাদেশ ত্যাগ করেন তিনি। এর পরই বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করল।

প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব সাংবাদিকদের বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে ধন্যবাদ জানান এবং তার শুভেচ্ছাও মোদীর নিকট পৌঁছে দেওয়ার জন্য বলেন। ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, বিগত পাঁচ বছরে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক একটি নতুন উচ্চতায় আসীন হয়েছে। তিনি বলেন, এ সময়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে দুই দেশের মধ্যে পারস্পরিক সমঝোতা এবং সহযোগিতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষার ওপর গুরুত্বারোপ করে জয়শংকর বলেন, দু'দেশের জনগণের মধ্যে পরস্পরের দেশ ভ্রমণের ক্ষেত্রটিকে সহজ করার বিষয়ে বিশ্বাসী ভারত। জয়শংকর এ সময় বাংলাদেশের জ্বালানি ক্ষেত্রে সহযোগিতার বিষয়ে তার দেশের আগ্রহ ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, দু'দেশের মধ্যে জলবিদ্যুৎ খাতে কার্যকর সহযোগিতার সম্ভাবনা রয়েছে, যেহেতু এর খরচও কম।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভারত তাদের ব্যবসা এবং বাণিজ্য সম্প্রসারণের জন্য বাংলাদেশের চট্টগ্রাম, মোংলা এবং পায়রা বন্দর ব্যবহার করতে পারে। দুই দেশের মধ্যে যোগাযোগের ক্ষেত্রসমূহ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন, রেল, সড়ক এবং আকাশ পথে যোগাযোগের ক্ষেত্রে অনেক রুট ইতিমধ্যে উন্মুক্ত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ এবং ভারতের মধ্যে চমৎকার সম্পর্ক এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে চমৎকার সহযোগিতা বিদ্যমান রয়েছে।

বুধবার নেতাজী প্লে ফোরাম আয়োজিত খুঁটি পূজা। ছবি- নিজস্ব।

বিহারে লকআপের ভেতর বন্দির দেহ উদ্ধার, অভিযোগ খোদ পুলিশের বিরুদ্ধে

সাসারাম (বিহার), ২১ আগস্ট (হি.স.) : পুলিশের লকআপে বন্দির মৃত্যুকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল বিহারের রোহতক জেলার সাসারামে। প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশের অনুমান আত্মঘাতীয় হয়েছে ওই বন্দি। মঙ্গলবার রাতে ট্র্যাক্টর চুরির সঙ্গে যুক্ত থাকার জন্য শ্রীকান্ত সিং নামে এক ব্যক্তিকে আটক করে ইন্দ্রপুরী থানার পুলিশ। তার ছেলে অভিষেকও আটক করা হয়। কিন্তু নাবালক হওয়ায় অভিষেককে ছেড়ে দেয় পুলিশ। বুধবার সকালে থানার লকআপে শ্রীকান্ত সিং-এর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করা হয়। প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশের অনুমান জামা ও জুতোর ফিতে দিয়ে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হয় শ্রীকান্ত সিং। মৃতদেহটিকে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

কিন্তু পুলিশের এই তত্ব মানতে নারাজ মৃতের স্ত্রী। শ্রীকান্ত সিং-এর স্ত্রী রীণা দেবী দাবি করেছেন যে ছয়ের পাতায়

২০ ডিসেম্বর হিন্দির পাশাপাশি তিনটি ভাষাতেও মুক্তি পাবে দাবাং ৩

মুম্বই, ২১ আগস্ট (হি.স.) : আগামী ২০ ডিসেম্বর হিন্দির পাশাপাশি আরও তিনটি ভাষাতে 'দাবাং ৩' মুক্তি পাবে। বুধবার বলিউড সুপারস্টার সালমান খান একথা ঘোষণা করেন।

এদিন সলমন খান টুইটারে শেয়ার করেও বিষয়টি জানিয়েছে। সালমন টুইট করেছেন, '২০ ডিসেম্বর হিন্দি, কন্নড়, তামিল ও তেলেগুতে চুলবুল পান্ডে আসছেন!' দাবাং ৩-এর পরিচালনার দায়িত্ব সলমান খান তুলে দিয়েছেন প্রভু দেবার হাতে। এর আগে দাবাং পরিচালনা করেছিলেন অনুরাগ কাশ্যপ এবং দাবাং ২-এর পরিচালনার দায়িত্ব ছিল আরবাজ খানের হাতে। ২০১৮ সালের মার্চে প্রভু দেবা নিশ্চিত করেছিলেন যে, তিনিই এই ছবি পরিচালনা করবেন। এই ছবির মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করেছেন সালমন খান , সোনাক্ষী সিনহা এবং আরবাজ খান। ছবিটি মুক্তি পাবে ২০ ডিসেম্বর।

সোনারপুরে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ এলাকাবাসীদের, অবরোধ তুলতে গিয়ে আক্রান্ত পুলিশ

নরেন্দ্রপুর, ২১ আগস্ট (হি.স.): রাস্তা মেরামতি ও জল নিকাশির দাবিতে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালেন দক্ষিণ ২৪ পরগণার রাজপুর-সোনারপুর পুরসভার ৭ ও ৮ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দারা। সোনারপুর কামালগাজী রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান তাঁরা। অবরোধ তুলতে গেলে নরেন্দ্রপুর থানার পুলিশের সঙ্গে বচসা বাধে আন্দোলনকারীদের। বচসা থেকে হাতাহাতিও হয়। এমনকি পুলিশকে লক্ষ্য করে পাথরও ছোঁড়েন বিক্ষভকারীরা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় যথেষ্ট উত্তেজনা ছড়িয়েছে। নরেন্দ্রপুরের তেঘরিয়া এলাকায় রাস্তা অবরোধ করে বুধবার সকাল থেকে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন এলাকার মানুষজন। বিশেষ করে রাজপুর সোনারপুর পুরসভার ৭ ও ৮ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দারা এদিন বিক্ষোভ দেখান। তাঁদের দাবি, দীর্ঘ তিন বছর ধরে সোনারপুর থেকে কামালগাজী পর্যন্ত রাস্তা তৈরির কাজ শুরু হলেও আজ পর্যন্ত রাস্তা তৈরি হয়নি। ফলে বেহাল রাস্তার ফলে সমস্যায় পড়ছেন এলাকার সাধারণ মানুষজন। প্রতিদিন দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে তাঁদের। সমস্যা আরও বেড়েছে বৃষ্টি নামায়। ফলে এই রাস্তা দিয়ে চলাচল করতে গেলে অটো, রিক্সা-সহ সমস্ত যানবাহন অত্যধিক ভাড়া দাবি করছে।

পাশাপাশি রাজপুর সোনারপুর পুরসভার আশপাশের ওয়ার্ডের জল এই দুই ওয়ার্ড থেকে নিকাশ করা হচ্ছে। ফলে অন্যান্য ওয়ার্ডের জল বেরিয়ে গেলেও এই দুই ওয়ার্ড এখনও পর্যন্ত জলমগ্ন। সেই কারণে এলাকার মানুষজন এদিন সকাল থেকে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। ঘটনার খবর পেয়ে নরেন্দ্রপুর থানার পুলিশ বিক্ষোভ তুলতে গেলে পুলিশের সঙ্গে ধ্বস্তাধস্তি হয় বিক্ষোভকারীদের। এমনকি পুলিশকে মারধোর করা ও পুলিশকে লক্ষ্য করে পাথর ছোঁড়েন বিক্ষোভকারীরা। পরে বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে এলেও পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়নি। পুলিশ বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে কথা বলছে। কিন্তু পুরসভা কিংবা স্থানীয় বিধায়কের কাছ থেকে লিখিত আশ্বাস না পাওয়া পর্যন্ত রাস্তা অবরোধ করবেন বলে জানিয়েছেন বিক্ষোভকারীরা। ফলে এখনও পর্যন্ত বিক্ষোভ চলছে এলাকায়। এই ঘটনার জেরে সকাল থেকেই সোনারপুর কামালগাজীর মত ব্যস্ততম রাস্তা অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে।

মিসবা উল-হক

আটের পাতার পর

সফল টেস্ট অধিনায়ক মিসবাকেই জাতীয় দলের প্রধান কোচের দায়িত্ব তুলে দিতে উৎসাহী পিসিবি। এখানেই শেষ নয়, প্রধান কোচের পাশাপাশি নির্বাচক প্রধান হিসেবেও মিসবাকে প্রথম পছন্দ সেদেশের ক্রিকেট বোর্ডের। তবে এহেন গুরুদায়িত্ব গ্রহণের বিষয়ে মিসবার বেঁকে বসার সম্ভাবনা প্রবল। সূত্রের খবর, লাহোরে জাতীয় ক্যাম্পের তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণেও প্রথমে রাজি ছিলেন না মিসবা। রিহ্যাবের পরিবর্তে বোর্ডের চুক্তিবদ্ধ বেশ কিছু ক্রিকেটার চোট লুকিয়ে বিদেশের টি-২০ লিগে দাপিয়ে খেলে বেড়ানোর কারণে ক্ষুব্ধ ছিলেন প্রাক্তন পাক অধিনায়ক। প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচের মধ্যে দিয়েই টিম কম্বিনেশন গড়ে তোলায় বিশ্বাসী প্রাক্তন পাক অধিনায়ক তাই কোচের পদে এখনও আবেদন না করলেও আগামীদিনে মিসবা আবেদন করবেন বলেই আশা করা হচ্ছে।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

বিদ্যুতের তারে আগুন, গুরুতর এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২১ আগস্ট।। তেলিয়ামুড়ার লালটিলা এলাকায় বিদ্যুৎপরিবাহী তারে আগুন ধরে যাওয়ায় সেই আগুনের ঝলসায় ছিটকে পড়ে গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন এক পথচারী। তার শরীর ঝলসে গেছে। তার নাম কৃষ্ণ মণ্ডল। পেশায় কৃষক। আর্থিক দিক দিয়ে খুবই দুর্বল। বিদ্যুতের ঝটকায় ঝলসে যাওয়া কৃষ্ণ মণ্ডলকে স্থানীয় বাসিন্দারা প্রথমে তেলিয়ামুড়া হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখান থেকে তাকে জিবিতে স্থানান্তর করা হয়। আর্থিক সঙ্কটে তার চিকিৎসা ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। এবিষয়ে বিদ্যুৎ দপ্তরের কাছে সাহায্যের আবেদন জানালে তারা এড়িয়ে যাওয়ার কৌশল নেয়। তাতে স্থানীয় জনমনে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে।

হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে টিএসআর হাবিলদারের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২১ আগস্ট।। হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে এক টিএসআর হাবিলদারের মৃত্যু ।তার নাম উমেশ পাল (৫৫) বাড়ী বিশ্রামগঞ্জ ।তিনি বার নাম্বার ব্যাটেলিয়ানে কর্মরত ছিলেন ।ঘটনাটি ঘটে বুধবার গন্ডাছড়া মহকুমার সরমা এলাকায় ।জানাগেছে তিনিগন্ডাছড়া সরমা এলাকার কবি গুরু রবীন্দ্রনাথ স্মৃতি বিদ্যা ভবন দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ে থাকতেন ।প্রতি দিনের মত মঙ্গলবার রাতেও তিনি রাতের খাবার খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ে ।বুধবার সকাল পনে পাঁচটা নাগাদ তিনি ঘুমের মধ্যে রিদ রোগে আক্রান্ত হন ।এই সময় তার নাক মুখ দিয়ে প্রচন্ড শব্দ বেরুচ্ছিল ।অন্য সব টিএসআর জওয়ান রা তা দেখতে পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে তাকে গন্ডাছড়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে ।ঘটনার খবর পেয়ে গন্ডাছড়া মহকুমা হাসপাতালে ছুটে আসেন টিএসআর বার নাম্বার ব্যাটেলিয়ানের সুবেদার সুজিত সিংহা ।খবর দেওয়া হয় মৃত জওয়ানের পরিবারের সদস্যদের ।দুপুরে গন্ডাছড়া মহকুমা হাসপাতালে মৃত দেহ ময়না তদন্তের শেষে মরদেহ নিয়ে যাওয়া হয় তেলিয়ামুড়া চাকমা সিত ব্যাটেলিয়ানের হেড কোয়ার্টারে ।সেখানে মরদেহে সহ কর্মীরা শেষ শ্রদ্ধা জানান ।পরে মরদেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয় ।উল্লেখ্য উমেশ পাল ছিলেন ড় আর্মি ।১৯৯৭ সালে তিনি টিএসআর বাহিনীতে যোগদান করেন ।মৃত্যু কালে তিনি কলেজ পড়ুয়া এক ছেলে সহ তার ধরমপত্নী রেখে গেছেন ।ব্যক্তি হিসাবে তিনি ছিলেন একজন ভাল মানসিকতার মানুষ ।সবার সাথেই তার ভাল সম্পর্ক ছিল ।তার এই আকস্মিক মৃত্যুতে টিএসআর জওয়ানদের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে আসে।

আবেদন খারিজ

আটের পাতার পর

অভিযান চালায় জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা। অগাস্টা ওয়েস্টল্যান্ড মামলায় এদিন ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে জামিন-অযোগ্য পরোয়ানা তুলে নেওয়ার আবেদন খারিজ করে দিল রাউজ অ্যাভিনিউ কোর্ট। হিন্দুস্থান পাওয়ার প্রজেক্টস প্রাইভেট লিমিটেডের চেয়ারম্যান পুরিকে অতীতেও তলব করেছিল জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা।

বিধানসভার অধ্যক্ষর

আটের পাতার পর

বিধায়কদের নোটিশ পাঠিয়ে থাকেন, তাহলে অবশ্যই আমরা দলীয় তরফে আলোচনা করব।

আইনজীবীদের সঙ্গে কথা বলবঊ কিন্তু কংগ্রেস থেকে তৃণমূলে আসা বিধায়কদের জন্য এক নিয়ম আবার তৃণমূল থেকে বিজেপিতে আসলে অন্য নিয়ম, এরম দ্বিচারিতা তো চলতে পারে নাঊ' পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের পাল্টা উত্তর, 'ওনার সব কথার উত্তর যে আমাকে দিতে হবে এমন কোনও কারণ নেইঊ উনি কি বলেছেন সেটা সংবাদমাধ্যমের সামনে না বলে অধক্ষের সামনেই বলতে পারতেনঊ দলত্যাগীদের ব্যাপারে নিয়ম অনুসারে পদক্ষেপ করা হবেঊ' এ ব্যাপারে শাসক দলকে এক হাত নিয়েছেন বিরোধী দলনেতা আব্দুল মান্নানঊ তিনি সাংবাদিকদের বলেন, "আমি তো দলত্যাগীদের ব্যাপারে বিধানসভাতে আগেই প্রশ্ন তুলেছিলামঊ মুখ্যমন্ত্রীকে বলেছিলাম ঊ টিএমসি যেভাবে আগে বিরোধী বিধায়কদের দখল করেছিল, বিজেপি এখন তাই করছেঊ এটা টিএমসি-র পাপের ফলঊ ওদের শিক্ষা দিচ্ছে।'

রোহিঙ্গারা

তিনের পাতার পর

প্রত্যাবাসন শুরু করা যায়নি। বাংলাদেশ জোর করে কোনো রোহিঙ্গাকে ফেরত পাঠানোর পপাতি নয় ।তবে বাংলাদেশের প থেকে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে এই তাগিদও দেওয়া হচ্ছে, যাতে মিয়ানমার রোহিঙ্গাদের নাগরিকত্বের স্বীকৃতি দিয়ে রাখাইনে নিরাপত্তার সঙ্গে বসবাসের বিষয়টি নিশ্চিত করে ।মিয়ানমার কিছু উদ্যোগ নেওয়ার দাবি করলেও জাতিসংঘ কর্মকর্তারা বলছেন, রাখাইন এখনও রোহিঙ্গাদের ফেরার উপযোগী হয়নি।

গত মাসে মিয়ানমারের পররাষ্ট্র সচিব মিন্ট থোয়ের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল কক্সবাজারে গিয়ে রোহিঙ্গাদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলে এসেছিলেন। তখন রোহিঙ্গারা তাদের কাছেও নাগরিকত্বের বিষয়টি আগে তুলেছিলেন।

মিয়ানমারের যে নাগরিকত্ব আইন রয়েছে, তাতে রোহিঙ্গাদের পূর্ণ নাগরিকত্ব পাওয়া দুষ্কর। দেশটির ১৯৮২ সালের নাগরিকত্ব আইন অনুযায়ী রোহিঙ্গাদের জন্মগত নাগরিকত্ব পাওয়ার সুযোগ নেই তবে 'অবস্থানগত নাগরিক' হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ার সুযোগ রয়েছে। আর রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারের আদিবাসী গোষ্ঠী হিসেবে স্বীকৃতি দিতেও নারাজ মিয়ানমার সরকার ।রোহিঙ্গা প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনার পর মিন্ট থোয়ে সাংবাদিকদের বলেছিলেন, ১৯৮২ সালের নাগরিকত্ব আইন অনুযায়ী রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারের নাগরিকত্ব পাওয়ার সুযোগ রয়েছে। তবে যারা তিন পুরুষ ধরে মিয়ানমারে বসবাস করেন, তারা সুযোগ পাবেন।

আগের দিন মঙ্গলবার মাত্র ২১ জন সাাৎকার দিতে এলেও বুধবার সেই তুলনায় সাড়া পাওয়ার কথা জানান বাংলাদেশের শরণার্থী, ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনারের প্রতিনিধি এবং ২৬ ও ২৭ নম্বর ক্যাম্পের ইনচার্জ মোহাম্মদ খালেদ হোসেন ।তবে রোহিঙ্গারা কী মতামত দিয়েছেন, সে বিষয়ে কিছু বলতে রাজি হননি তিনি। খালেদ সাংবাদিকদের বলেন, রোহিঙ্গাদের দেশে ফেরত পাঠাতে সব ধরনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করেই সেখানে পাঠানো হবে। মিয়ানমারে ফেরত পাঠাতে কাউকে চাপ দেওয়া হবে না।

রিজভী

তিনের পাতার পর

সম্মেলনে চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা নজমুল হক নান্নু, বিএনপির যুগ্ম-মহাসচিব খায়রুল কবির খোকন, প্রকাশনা সম্পাদক হাবিবুল ইসলাম হাবিব, সহ-দফতর সম্পাদক মুনীর হোসেন, নির্বাহী সদস্য আবু নাসের মোহাম্মদ রহমাতুল্লাহ, আমিনুল ইসলাম।

পুলিশের বিরুদ্ধে

পাচের পাতার পর

তার স্বামীর উপর লকআপের ভেতরে অতিরিক্ত শারীরিক নির্যাতন চালানো হয়েছে, তার জেরেই মৃত্যু। তিনি আরও দাবি করেছেন যে গোটা বিষয়টি ধামাচাপা দিতে চাইছে পুলিশ প্রশাসন। অতিরিক্ত পুলিশ সঞ্জয় কুমার জানিয়েছেন, গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। অভিযোগ এলে তা গুরুত্ব দিয়ে তদন্ত করে দেখা হবে।

তেলিয়ামুড়া মহকুমা প্রেস ক্লাবের নতুন কমিটি গঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২১ আগস্ট।। জেলা ও মহকুমা সাংবাদিকদের সরকারী পরিচয়পত্র প্রদান, সাংবাদিকদের জন্য মাসিক বেতন ভাতা ন্যূনতম দশ হাজার টাকা করা, পেশাগত দ্বায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে সাংবাদিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত সহা সহ পাঁচ দফা দাবীসনদ নিয়ে অনুষ্ঠিত হল তেলিয়ামুড়া মহকুমা প্রেস ক্লাবের চতুর্থ বার্ষিক সাধারণ সভা। তেলিয়মুড়া প্রেসক্লাবের হলঘরে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন প্রেস ক্লাবের সভাপতি পবন পোদ্দার, সম্পাদক দিপক দাস, কার্যকরি কমিটির সদস্য বিমলেন্দু দাস সহ অন্যান্যরা।

এদিন, সম্মেলনের শুরুতেই সংগঠনের পতাকা উত্তোলন করেন সভাপতি পবন পোদ্দার এবং রাজ্যের ও দেশের বিগত দিনের পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে যারা মৃত্যু বরণ করেন তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয় নীরবতা পালনের মধ্য দিয়ে। পরবর্তী সময়ে বিগত দিনের কাজকর্ম নিয়ে আলোচনা ও গঠনমূলক সমালোচনার মধ্য দিয়ে শেষ হয় সম্মেলন। এরপর পরবর্তী সময়ে ব্যালট ভোটের মাধ্যমে প্রেস ক্লাবের সভাপতি, সম্পাদক সহ কার্যকরী কমিটি গঠন করা হয়। নির্বাচনে প্রেসক্লাবের ৩৫ জন সদস্যই অংশগ্রহণ করেন। এর মধ্যে ১৫ জনকে নিয়ে নতুন কমিটি গঠন করা হয়। সভাপতি পদে পুণরায় নির্বাচিত হন পবন পোদ্দার, সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত হন পার্থ সারথী রায় এবং কোষাধক্ষ্য হিসেবে নির্বাচিত হন সঞ্জিত দাস।

জন্মাষ্টমী উপলক্ষ্যে আগরতলায় এক হাজার শিশু সাজবে কৃষ্ণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ আগস্ট।। আগামী ২৩ আগস্ট শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী। এদিন জন্মাষ্টমী এবং বিশ্বহিন্দু পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্যেনক আগরতলায় এক আলোচনাচক্রের আয়োজন করা হয়েছে। রাজধানীর সুকান্ত অ্যাকাডেমিতে অনুষ্ঠেয় আলোচনাচক্রে প্রধান বক্তা হিসেবে থাকবেন স্বামী মহারাজ এবং বিশ্বহিন্দু পরিষদের সংগঠনমন্ত্রী পূর্ণচন্দ্র মণ্ডল-সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। এর পরের দিন অর্থাৎ শনিবার ২৪ আগস্ট বিশ্বহিন্দু পরিষদের পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা কমিটির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হবে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা। ওই শোভাযাত্রায় এক হাজার শিশু, বালক-বালিকা কৃষ্ণ সেজে অংশগ্রহণ করবে। শোভাযাত্রাটি শ্রীশ্রী জগন্নাথবাড়ি মন্দিরের সামনে থেকে শুরু হয়ে রাজধানীর বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করবে। আজ বুধবার বিশ্বহিন্দু পরিষদের পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা কমিটি আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে এ-কথাগুলি জানিয়েছেন সংগঠনের জেলা সভাপতি রঞ্জন ভট্টাচার্য। শংকর চৌমুহনিতে অবস্থিত গীতাভবনে বিশ্বহিন্দু পরিষদের কার্যালয়ে আয়োজিত হয়েছে সাংবাদিক সম্মেলনটি। সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম জেলা কমিটির সম্পাদক অভিজিৎ দত্তভৌমিক এবং অন্যান্য রাজ্য ও জেলাস্তরের পদাধিকারীরা।

যুবক

● প্রথম পাতার পর

জন্য মাইক্রো ফিনান্স কোম্পানিকে দায়ী করেছেন। পুলিশ এই ঘটনায় একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা নিয়েছে।

বুলেট

● প্রথম পাতার পর

প্রতিমাসে গ্যাস সিলিন্ডার বটলিং করা হবে। আগামী পাঁচ মাসের মধ্যে এই কুড়িটি এলপিজি বুলেট আসবে। তাছাড়া জ্বালানী তেলের বাফার স্টকের বিষয়ে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ চিন্তাভাবনা করা হয়েছে বলে জানান শিক্ষামন্ত্রী।

অনিশ্চিত

● প্রথম পাতার পর

বিজেপি দলের সঙ্গে জোট বেঁধে নির্বাচনী লড়াইয়ে অবতীর্ণ হবে, এর কোনও নিশ্চয়তা নেই। প্রয়োজনে একা লড়তে পারে, আবার অন্যান্য রাজনৈতিক দলের সঙ্গেও এই বিষয়ে আলোচনার প্রেক্ষিতে লড়াই হতে পারে। তবে রাজ্যের জোট সরকার থাকবে বলেও এদিন তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দেন। এদিনের এই সাংবাদিক সম্মেলনে তাঁর সঙ্গে দলের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

আর্জি

● প্রথম পাতার পর

আজ ত্রিপুরা উদ্বাস্তু উন্নয়ন কমিটি আবারও ওই দাবিগুলি তুলে ধরে সহায়তার জন্য ত্রিপুরা সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

পূজনবাবু বলেন, বর্তমান সরকার তাঁদের দাবিগুলি বিশেষ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করবে বলে তাঁরা আশাবাদী। তিনি জানান, গত ১৬ আগস্ট পশ্চিম ত্রিপুরা জেলাশাসকের কাছেও ওই দাবিগুলি পেশ করা হয়েছে।

সাজা

● প্রথম পাতার পর

সাজা দেন। এছাড়া ৩৭৬-এ/৩৭৬-বি এবং পোকসো আইনের ৪ ধারায় যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা করেন।

আদালতের রায় ঘোষণার পর ওই শিশু কন্যার বাবা বলেন, বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে না তা আবারও প্রমাণিত হয়েছে। তার কন্যার আত্মা আজ শান্তি পেয়েছে বলে তিনি আদালতের রায়ে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন।

ইউনিয়নের

● প্রথম পাতার পর

গ্রামীণ এলাকাগুলিতে পরিস্রুত পানীয় জলের ব্যবস্থা, রাজ্যজুড়ে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুতের সম্প্রসারণ করা, এমজিএনরেগা প্রকল্পের কাজ বছরের ন্যূনতম ১৫০ দিন করা, এমজিএনরেগা দৈনিক মজুরি ৩৪০ টাকা করা, প্রত্যেক কৃষকের জন্য সরকারি আবাসনের ব্যবস্থা করা, গ্রামীণ এলাকায় যে-সকল রাস্তা খারাপ রয়েছে সেই রাস্তাগুলোকে দ্রুত সংস্কার করা ইত্যাদি।

ভানুলাল সাহা আরও বলেন, বিধানসভা নির্বাচনের আগে রাজ্য বিজেপি তাদের ভিজন ডকুমেন্টে এই কথাগুলি উল্লেখ করেছিল। তাঁরা এখন বিষয়গুলি সরকারকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন।

এদিন দুপুরে রাজধানীর মেলারমাঠ এলাকায় অবস্থিত পশ্চিম জেলা কমিটির অফিসের সামনে থেকে মিছিলটি শুরু হয়ে শহরের বিভিন্ন রাস্তা পরিক্রমা করে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলাশাসকের অফিসের সামনে এসে শেষ হয়। সেখান থেকে এক প্রতিনিধি দল জেলাশাসক সন্দীপ এন মাহাত্মের সঙ্গে দেখা করে তাঁর হাতে তাঁদের ৭ দফা দাবি সংবলিত স্মরকপত্র তুলে দেন। পরে তাঁরা রাজধানীর সিটি সেন্টারের সামনে এক পথসভার আয়োজন করেন।

সভায় বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে কৃষক নেতারা তীব্র ভাষায় রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের নীতির সমালোচনা করেন। সেই সঙ্গে তাঁরা দাবি জানান, অবিলম্বে নির্বাচনের আগে সাধারণ মানুষকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে হবে।

বিধায়ক

● প্রথম পাতার পর

বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার সূর্যমণিনগর বিধানসভা এলাকায় খুন ও কয়েকজন আহত হওয়ার ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে জিবি হাসপাতাল পরিদর্শন করে বলেছিলেন, রাজ্যে অরাজকতা চলেছে। আইনটাইন কিছুই নেই। যখন যে কোন কেউ আইন নিজের হাতে তুলে নিচ্ছে। মানুষ বিশ্বাস হারিয়ে ফেলছে। বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার আরও অভিযোগ তুলেন পুলিশ নিজে নিজে সবকিছু করতে পারে না। তাদের উপর রাজনৈতিক চাপ রয়েছে। বিধায়ক রামপ্রসাদ পাল বুধবার সূর্যমণিনগরের চৌমুহনি বাজার এলাকা পরিদর্শন করেন। গত ১৮ আগস্ট রাতে ওই এলাকায় এক ব্যক্তি খুন হয়েছিলেন। তার নাম নকুল সাহা। অপর ৪ জন আহত হয়েছিলেন। ঘটনা সম্পর্কে বিরোধী দলনেতার মন্তব্য খারিজ করে দেন।

বিধায়ক রামপ্রসাদ পাল নিহতের পরিবার পরিজনদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার এলাকায় এসেছিলেন রাজনৈতিক ফায়দা তোলার জন্য। এখানে কোন প্রকার রাজনীতি নয়, যারা খুন করেছে তারা বিজেপি'র দলের নয়। যারা এ ধরনের কাজে লিপ্ত তাদের সঙ্গে বিজেপি কোন ধরনের সম্পর্ক রাখতে চায় না। মনসা পূজাকে কেন্দ্র করেই হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। বিধায়ক রামপ্রসাদ পাল বলেন, সিপিএম সারা রাজ্যে সন্ত্রাসবাদ, মাফিয়াবাজ, খুনিদের তৈরি করেছে। সেই খুনিরা আজ পুনরায় মাথাচারা দিয়ে উঠার চেষ্টা চালাচ্ছে। যে কোন উপায়ে তাদেরকে এই সমাজে থাকতে দেওয়া হবে না বলে উল্লেখ করেন তিনি।

যদি তারা ভাল হতে চেষ্টা না করে, যদি সমাজের সাথে তাল মিলিয়ে চলার চেষ্টা না করে, তাহলে অবশ্যই তাদের শাস্তি দেওয়া হবে। এগুলি নিয়ে যারা রাজনীতি করবে, যারা ঘোলাজলে মাছ ধরার চেষ্টা করবে, সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করবে তাদেরকেও এসব করতে দেওয়া হবে না বলে উল্লেখ করেন বিধায়ক রামপ্রসাদ পাল। ভারতীয় জনতা পার্টি এ ধরনের রাজনীতি করে না। এবং কাউকে করতে দেওয়া হবে না বলে হুঁশিয়ারি দেন বিধায়ক রামপ্রসাদ পাল। হত্যাকাণ্ডে জড়িতদের গ্রেপ্তারে পুলিশের কোন ধরনের গাফিলতির অভিযোগ মিললে এবং কেউ যদি অভিযুক্তদের সাহায্য করার চেষ্টা করে তাহলে সরকার তাদেরকেও ছাড়বে না বলে স্পষ্টভাবে হুঁশিয়ারি দিয়েছন বিধায়ক রামপ্রসাদ পাল।

শিক্ষামন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

শৃঙ্খলাপরায়ণতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন শিক্ষামন্ত্রী। তিনি বলেন কলেজগুলিতে উপস্থিতির হার তুলনামূলকভাবে অনেকটাই কম। কেন ছাত্রদের উপস্থিতির হার কমছে তা খুজে বের করতে হবে। এপ্রসঙ্গে বেসরকারী কলেজগুলি উল্লেখ করে শিক্ষামন্ত্রী বলেন সেখানেতো ছাত্ররা অনুপস্থিত থাকে না। তাহলে সরকারী কলেজে অনুপস্থিতির হার বাড়বে কেন। এর দায় নিজেদেরকেই নিতে হবে বলে রীতিমতো অধ্যাপক অধ্যাপিকা সহ অন্যান্যদের দিকে তির নিক্ষেপ করেন শিক্ষামন্ত্রী। এমবিবি কলেজে ৪৬০০ ছাত্র ছাত্রী রয়েছে। এবছর নতুন ভর্তি হয়েছে ১৫৬০ জন ছাত্রছাত্রী। অধ্যাপক ও সহকারী অধ্যাপক রয়েছেন ৬৯ জন। পিজিটি ২১ জন এবং গেস্ট লেকচারার রয়েছেন ৩১ জন। এখানে শিক্ষাপরিকাঠামো যথেষ্ট উন্নত তা সত্ত্বেও কেন কলেজটি ঐতিহ্য বজায় রাখতে পারছে না, সেই প্রশ্ন তুলেছেন শিক্ষামন্ত্রী।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মন বলেন তিনি নিজেও এমবিবি কলেজে পড়াশুনা করেছেন এই কলেজের যথেষ্ট ঐতিহ্য রয়েছে। এই কলেজ নিয়ে আমরা গর্ববোধ করতাম সেই ঐতিহ্য বজায় রাখতে হবে। ঐতিহ্যকে আরও সম্প্রসারিত করতে হবে। নবীনবরণ উৎসবে নবীনদের জানতে হবে কলেজের ঐতিহ্য সম্পর্কে। উপমুখ্যমন্ত্রী বলেন, শৃঙ্খলা ও অনুশাসন দিয়েই শিক্ষার শুরু হয়। সমাজের উন্নতি রাষ্ট্রের উন্নতি এবং মানুষের জীবনের উন্নতি হয় অনুশাসন দিয়েই। ছাত্রদের সেলফ ডিসিপ্লেন থাকা খুবই জরুরী বলে উল্লেখ করেন তিনি। কেননা, ডিসিপ্রেনের অপর নাম সাধনা। শিক্ষাহল মানুষের জীবনে প্রদীপ জ্বালানো। অনুশাসন ও সাধনা ছারা ছাত্রজীবন বিফল বলে উল্লেখ করেন তিনি।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, সবকিছু ক্লাশরুমে শেখা যায় না। বহির্জগতের বিভিন্ন বিষয় শিক্ষতে হয়। কলেজ ছাত্রদের তিনি গর্বের সঙ্গে বলেন ১৯৭৯ সালে এই কলেজ থেকে ইংরেজী অনার্স নিয়ে স্নাতকোত্তর পাশ করেন তিনি। ঐ বছর এমবিবি কলেজের ফলাফল প্রেসিডেন্সি কলেজের ফলাফলের চেয়েও ভালো ছিল। এটা অত্যন্ত গর্বের বিষয়। এই ঐতিহ্য নবীন প্রজন্মকে জানতে হবে। কেন আমরা সেই জায়গায় ফিরে যেতে পারব না সেই প্রশ্ন তুলেছেন উপমুখ্যমন্ত্রীও। এজন্য উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

নবীনবরণ উৎসবে নবাগত ছাত্রছাত্রীদের বড় ক্লাসের ছাত্ররা রীতিনীতি অনুযায়ী বরণ করে নেন। এ উপলক্ষ্যে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও অনুষ্ঠিত হয়।

উদ্ধার

● প্রথম পাতার পর

কন্যা সঙ্গীতা পাল (১২) মা মিনতি পালের সাথে গোমতি জেলার অন্তর্গত উদয়পুরের রাজনগরে দাদুর বাড়িতে বেড়াতে এসেছিল। সঙ্গীতা আগরতলার তুলসীবতি বালিকা বিদ্যালয়ের ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রী ছিল। তিনি জানান, গতকাল দুপুর সোয়া দুটো নাগাদ গোমতি নদীতে স্নান করতে নেমে তলিয়ে গিয়েছিল সঙ্গীতা। নদীতে প্রচণ্ড স্রোতের কারণে নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেনি মেয়েটি, মনে করছেন তাঁরা।

মহকুমাশাসকের বক্তব্য, খবর পেয়ে দমকল কর্মী এবং এনডিআরএফ-এর উদ্ধারকারী দল ছুটে গিয়েছিল। দমকল বিভাগের ডুবুরিরা নদীর বিভিন্ন প্রান্তে তল্লাশিও চালিয়েছিলেন। তাছাড়া এনডিআরএফ-এর জওয়ানরাও নদীতে তল্লাশি করেছিলেন। কিন্তু তাঁকে গতকাল খুঁজে পাওয়া যায়নি। তিনি বলেন, তাঁর দেহ বাংলাদেশে ভেসে যেতে পারে, এই অনুমানের ভিত্তিতে মহারানি এলাকায় ব্যারেজ বন্ধ রাখা হয়েছিল।

মহকুমাশাসক জানিয়েছেন, আজ সকাল থেকে এনডিআরএফ-এর জওয়ানরা ফের নদীতে খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। অনেক চেষ্টার পর দুপুর তিনটে নাগাদ রাজনগর সেতু সংলগ্ন স্থানে নদীর জলে তার নিথর দেহ উদ্ধার হয়েছে। একমাত্র সন্তানের মৃতদেহ উদ্ধারের খবর পেয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন বাবা সুব্রত পাল ও তার স্ত্রী মিনতি পাল।

চিদাম্বরম

● প্রথম পাতার পর

স্বাধীনতা নিশ্চিত হয়েছে তাতে। দু'টোর মধ্যে একটিকে বেছে নিতে বললে, স্বাধীনতাকেই বেছে নেব আমি। গত ২৪ ঘণ্টায় যা যা ঘটেছে, তাতে অনেকেই উদ্বিগ্ন এবং বিভ্রান্ত। আমি আইএনএক্স মামলায় অভিযুক্ত নই। অভিযুক্ত নন আমার পরিবারের কোনও সদস্য। এ নিয়ে আদালতে আমাদের কারও বিরুদ্ধে কোনও চার্জশিট জমা দেয়নি সিবিআই এবং ইডি।" তিনি আরও বলেন, "আইনের থেকে বাঁচতে আমি গা ঢাকা দিয়েছি বলে অভিযোগ তুলছেন অনেকে। এতে হতবাক আমি। জামিনের পিটিশন নিয়ে শুক্রবার শুনানি হওয়ার কথা। তাই আইনজীবীদের পরামর্শ নিতে ব্যস্ত ছিলাম। পক্ষপাতমূলক ভাবে তদন্তকারী সংস্থা যদি আইনের অপব্যবহার করে, তাও আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকব আমি। সুপ্রিম কোর্টের রায় মাথা পেতে নেব।"

কাশ্মীর নিয়ে শান্তি বজায় রাখতে পাকিস্তানের বিদেশমন্ত্রীকে ফোন ফ্রান্সের

নয়াদিল্লি, ২১ আগস্ট (হি. স.) : কাশ্মীর নিয়ে শান্তি বজায় রাখতে এবং সমস্যা মেটাতে পাকিস্তানের বিদেশমন্ত্রী শাহ মহম্মদ কুরেশিকে ফোন করে 'স্থিতাবস্থা ও উত্তেজনা' কমানোর আহ্বান জানাল ফ্রান্স। তাদের তরফে বলা হয়েছে, "উত্তেজনা বাড়তে পারে, এমন কোনও পদক্ষেপ রুখতে এটা খুবই জরুরি"। মঙ্গলবার পাক বিদেশমন্ত্রীকে ফোন করেন ফ্রান্সের ইউরোপ ও বিদেশমন্ত্রক বিষয় মন্ত্রী তারপরেই বিদেশমন্ত্রকের তরফে এই বিবৃতি দেওয়া হয়।

বিবৃতিতে ফরাসি মুখপাত্র বলেন, "জম্মু ও কাশ্মীরের বিষয় তুলেছেন মন্ত্রী। কাশ্মীর নিয়ে শান্তি বজায় রাখতে এবং সমস্যা মেটাতে তাঁদের দ্বিপাক্ষিক কথোপকথনে, ফ্রান্সের অবস্থান তুলে ধরেছেন। বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, "স্থিতাবস্থা রক্ষা, উত্তেজনা কমানো, পরিস্থিতি শান্ত করার জন্য এক পক্ষকে ফোন করেছে ফ্রান্স। উত্তেজনা বাড়াতে পারে, এমন পদক্ষেপ থেকে বিরত থাকা খুবই জরুরি"। জম্মু ও কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা অবলুপ্ত ও দুটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে বিভক্ত করার ভারতীয় সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের অবস্থানের পক্ষে পাকিস্তান গোটা বিশ্ব থেকে সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করছে। মঙ্গলবার, ইসলামাবাদ বলেছে যে তারা আন্তর্জাতিক ন্যায়বিচার আদালতের কাছে যাবে - যেখানে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ভারতীয় কুলভূষণ যাদব মামলায় মুখোমুখি হয়েছিল ভারত ও পাকিস্তান।

উবেইদের হাতে থেমে গেল ইস্টবেঙ্গলের ডুরান্ড জয়ের স্বপ্ন

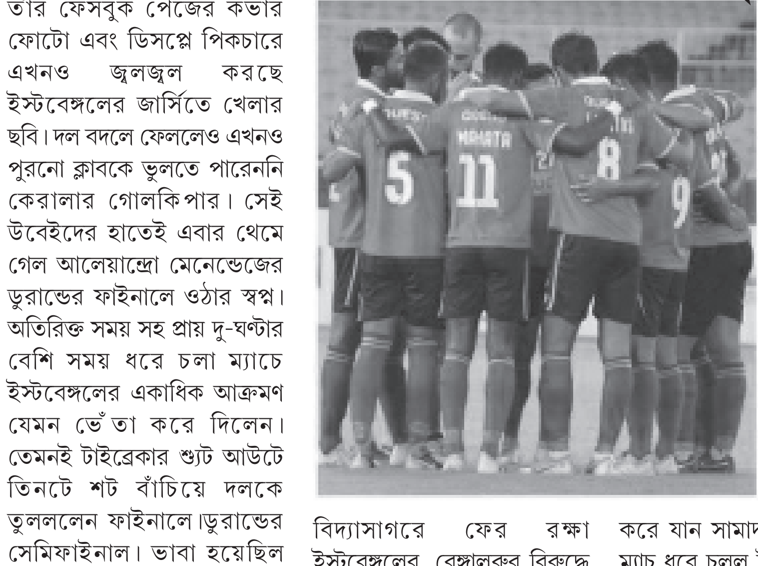

তাঁর ফেসবুক পেজের কভার ফোটো এবং ডিসপ্লে পিকচারে এখনও জ্বলজ্বল করছে ইস্টবেঙ্গলের জার্সিতে খেলার ছবি। দল বদলে ফেললেও এখনও পুরনো ক্লাবকে ভুলতে পারেননি কেরালার গোলকিপার। সেই উবেইদের হাতেই এবার থেমে গেল আলেয়ান্দ্রো মেনেন্ডেজের ডুরান্ডের ফাইনালে ওঠার স্বপ্ন। অতিরিক্ত সময় সহ প্রায় দু-ঘণ্টার বেশি সময় ধরে চলা ম্যাচে ইস্টবেঙ্গলের একাধিক আক্রমণ যেমন ভেঁতা করে দিলেন। তেমনই টাইব্রেকার শ্যুট আউটে তিনটে শট বাঁচিয়ে দলকে তুলললেন ফাইনালে।ডুরান্ডের সেমিফাইনাল। ভাবা হয়েছিল গোকুলমকে ফর্মে থাকা ইস্টবেঙ্গল তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেবে। তবে ফলাফল হল উলটো। ১ গোলে সারাক্ষণ এগিয়ে থেকেও মোক্ষম সময় গোল হজম করে ম্যাচ থেকে ছিটকে গেল ইস্টবেঙ্গল। সংযোজিত সময়ে মেহতাব সিংয়ের একটা ভুল। আর সেই ভুলেই ১৬বারেরর টুর্নামেন্ট চ্যাম্পিয়ন ইস্টবেঙ্গল ডুরান্ডের শেষ চারের গাঁট পেরোতে ব্যর্থ।সুপার-সাব বিদ্যাসাগরে ফের রক্ষা ইস্টবেঙ্গলের, বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে পিছিয়ে থেকে এল জয়প্রথমার্ধের ১৮ মিনিটেই সামাদের গোলে এগিয়ে গিয়েছিল ইস্টবেঙ্গল। সামাদের থ্রু বল রিসিভ করে ডানপ্রান্তিক শট নিয়েছিলেন বিদ্যাসাগর সিং। সেই বল গোকুলম গোলরক্ষক উবেইদ ক্লিয়ার করতে পারেননি। ডিফেন্ডার ইরশাদও বল বিপদসীমার বাইরে পাঠাতে পারেননি। সেই লুজ বল ধরে প্রায় ৪০ গজ দূর থেকে দারুণ গোল করে যান সামাদ।তারপর পুরো ম্যাচ ধরে চলল টাগ অফ ওয়ার! কখনও গোকুলম কখনও আবার ইস্টবেঙ্গল সুযোগ তৈরি করেও জালে বল জড়াতে পারছিলেন না। ইস্টবেঙ্গল কোচ এদিন বোরহাকে বাইরে রেখে মার্তি ক্রেসপি স্টপারে মেহতাবের সঙ্গে জুড়ি করে নামিয়েছিলেন। পাশাপাশি বিদেশি কোটায় নামানো হয়েছিল কাশিদ আইদারা এবং হাইমে স্যান্টোসকে। সামাদ ডান প্রান্ত ধরে সাবলীল খেলে গেলেও লেফট ব্যাট পজিশনে মনোজকে এদিন ওভারল্যাপে কার্যত উঠতেই পারলেন না। আর মনোজের ব্যর্থতাতেই বাঁ প্রান্ত ধরে ক্রমাগত আক্রমণ শানিয়ে গেল গোকুলম।খেলায় যখন শেষ মুহূর্তের বাঁশি বাজার অপেক্ষা। সেই সময়েই বক্সের মধ্যে আবার ইরশাদকে ফাউল করেন মেহতাব সিং। পেনাল্টি থেকে গোল করে যান মার্কাস জোসেফ। এরপরে দশ জনে হয়ে যাওয়া ইস্টবেঙ্গল যে অতিরিক্ত ৩০ মিনিট ধরে গোল হজম করলেন না তাঁর কৃতিত্ব অনেকটাই মির্শাদের।জয়ের পরে গোকুলম কেরালার ফুটবলাররা (এক্সপ্রেস ফোটো)অতিরিক্ত সময়েও খেলার মীমাংসা না হওয়ায় টাইব্রেকারে গড়ায় খেলা। ইস্টবেঙ্গলের হয়ে প্রথম দুটো শটেই গোল করতে ব্যর্থ হন ডিকা এবং হাইমে। ডিকা বারপোস্টে মারার পরে হাইমের শট সেভ করে দেন উবেইদ। তারপরে ক্রেসপি, বৈথাং ইস্টবেঙ্গলের জার্সিতে গোল করলেও তনদম্বার শট রুখে ইস্টবেঙ্গলের হার নিশ্চিত করেন উবেইদ। মাঝে অবশ্য গোকুলমের মেইতেইয়ের শট মির্শাদ বাঁচিয়ে দিলেও তা ইস্টবেঙ্গলের জয়ের জন্য যথেষ্ট ছিল না।ইস্টবেঙ্গলঃ হাইমে কোলাডো, পিন্টু মাহাতো, কাশিম আইদারা, লালরিনডিকা রালতে, মার্তি ক্রেসপি, সামাদ মল্লিক (কমলপ্রীত সিং), বিদ্যাসাগর সিং (বৈথাং), মেহতাব সিং, ব্রেন্ডন, মির্শাদ কে, মনোজ মহম্মদগোকুলম কেরালাঃ উবেইদ সিকে, নাওচা সিং, আন্দ্রে এঁতেইন, মহম্মদ ইরশাদ, জেস্টিন, সেবাস্টিয়ান, মহম্মদ রশিদ, মার্কাস জোসেফ, মেইতেই, শিলবিল মহম্মদ, হেনরি কিসেক্কা

বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের অভিযান শুরু করবে বিরাট বাহিনী

নজরবন্দি ব্যুরোঃ বৃহস্পতিবার শুরু হতে চলেছে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে ভারতের অভিযান। আর তার জন্য নতুন সাজে সেজে উঠছে ভারতীয় দল।অনেক আলোচনা, বিতর্ক, পরিকল্পনার পর অবশেষে প্রথম বার টেস্টের জার্সিতে লেখা থাকবে ক্রিকেটারদের নাম ও নম্বর। তবে ওয়ান ডে তে যে নম্বর থাকে রোহিতদের সে নম্বর পরিবর্তন হচ্ছে। এই নতুন জার্সি পরে শুটিং সেরে ফেললেন বিরাটরা। তবে কাল থেকে শুরু হওয়া এই টেস্ট কিন্তু আগের টেস্ট সিরিজের মতো নয়।রণ এই টেস্ট ম্যাচ গুলি এবার থেকে টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের অংশ।ইতিমধ্যেই ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি আর একদিনের সিরিজ জিতেছে ভারত। টেস্ট সিরিজের আগে বেশ ফুরফুরে মেজাজে রয়েছে গোটা দল।বিরাটের চিন্তা শুধু একটাই অ্যান্টিগাতে কী টিম নামানো হবে সেটা নিয়েই। মিডল অর্ডারে অজিঙ্ক রাহানে না রোহিত শর্মা? উইকেটকিপার হিসাবে কে খেলবেন, ঋদ্ধিমান সাহা না ঋষভ পন্থ? তবে কাল মাঠের পরিস্থিতি ও ক্রিকেটারদের লাস্ট অবস্থা দেখে সর্ব শক্তি নিয়েই ঝাঁপাবে ভারত তাঁদের বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের প্রথম ম্যাচে।বৃহস্পতিবার ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে টেস্টের মধ্যে দিয়ে আইসিসির ওয়াল্ড টেস্ট চ্যাম্পিয়ান শিপ শুরু করতে চলেছে ভারত।এবং তার আগে ঋতিমতো উচ্ছাছিত বিরাট কোহলি এবিষয়ে। এই মুহূর্তে টেস্ট এবং ওয়ানডে দুই ধরনের ফর্ম্যাটের ক্রমতালিকায় প্রথম স্থানে রয়েছেন বিরাট।বিরাট নিজে একজন টেস্ট ক্রিকেট অনুরাগী। বরাবর পাশে থেকেছেন ক্রিকেটের এই লম্বা ফর্ম্যাটের।এইবার তিনি উত্তেজিত টেস্ট ক্রিকেটে নতুন আগত 'আইসিসির টেস্ট চ্যাম্পিয়ানশিপে'র বিষয়ে।তিনি মনে করেন এটাই সঠিক পথ টেস্ট ক্রিকেটকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলার।শুধুমাত্র তাই নয় গত দুই বছর ধরে টেস্ট ক্রিকেট এক অন্যমাত্রা ছুঁয়েছে। 'আরও প্রতিযোগিতা মূলক হয়ে উঠেছে এই খেলা।এবং টেস্ট ক্রিকেট কে তার এক নতুন সংঙ্গা ও এনে দিয়েছে।সঠিক সময়ে গৃহীত অত্যন্ত সঠিক সিদ্ধান্ত বলেই এটাকে মনে করি আমি।' মানুষ বলে টেস্ট ক্রিকেট তার জৌলুস হারিয়েছে, কিন্তু আমি এমনটা কখনোই মনে করেনি গত দুবছরে এই ফর্ম্যাটে কম্পিটিশন আরও বেড়েছে বলেই ধারণা আমার '। সম্প্রতি একটি পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে এসে এমনটাই জানিয়েছেন বিরাট।আইসিসির ক্রম তালিকায় প্রথম নয় টেস্ট দল নিয়ে শুরু হতে চলেছে ২০১৯ এর আইসিসি টেস্ট চ্যাম্পিয়ান শিপ।দল গুলো হলো ভারত, অস্ট্রেলিয়া,ইংল্যান্ড, সাউথ আফ্রিকা,নিউজিল্যান্ড,শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তান,বাংলাদেশ এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজ।প্রতিটি দল তিনটি টেস্ট সিরিজ ঘরের মাঠ এবং তিনটি টেস্ট সিরিজ খেলবেন বাইরের মাঠে খেলবেন বিভিন্ন দেশের বিরুদ্ধে আগামী দুই বছরের মধ্যে। প্রতি ম্যাচে থাকবে পয়েন্টের ব্যবস্থা।এবং টুর্নামেন্টের লিগ পর্বের শেষে পয়েন্ট টেবিলের প্রথম দুই দলকে নিয়ে আয়োজিত হবে ফাইনাল। যা অনুষ্ঠিত হবে লর্ডসে।এবং জয়ী দলের মাথায় উঠবে ২০১৯-২১ , আইসিসি''র ওয়াল্ড টেস্ট চ্যাম্পিয়ানের শিরোপা।কোহলি মনে করেন এই টুর্নামেন্টের প্রভাবে টেস্ট ক্রিকেটে 'ড্র' এর বিষয়টি প্রায় সরতে চলেছে এই চ্যাম্পিয়ান শিপের মধ্যে দিয়ে। 'এবার পুরোপুরি বিষয়টি নির্ভর করছে ক্রিকেটারদের উপর, তারা কিভাবে বিষয়টির উপর রিয়্যাক্ট করতে চলেছে।কারণ এই চ্যাম্পিয়ানশিপের কোনও ম্যাচে 'ড্র' হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম, বরং এখানে ড্র হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে যে ম্যাচে সেই ম্যাচেও থাকবে উত্তেজনার উপকরণ কারণ সবাই বাড়তি পয়েন্ট সংগ্রহের একটি তাগিদ লক্ষ্য করা যাবে ' মন্তব্য কোহলির।শুধুমাত্র তাই নয়, কোহলি মনে করেন এমন টুর্নামেন্টের জন্য যে কোনও ব্যাটসম্যানের কাছে তার কর্তব্য দ্বিগুণ হতে চলেছে কারণ এই টুর্নামেন্টে তাদের খানিকটা বাড়তি চাপ নিয়েই খেলতে হবে বলে ধারণা কোহলির। ' এর আগে ব্যাটসম্যানদের যেমন কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়েছে ,তারচেয়ে আরও বেশী পরিমাণের সমস্যা তৈরী হতে চলেছে আগামী সময়।কারণ এবারের টুর্নামেন্টে যেমন কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হোক না কেনো তার প্রভাব পড়তে চলেছে বিরাট আকারে, এমনটাই ধারণা তার। তাই আমাদের এমন কিছু করে দেখাতে হবে , যা আমরা এর আগে বিভিন্ন মরশুমে করে দেখাতে পেরেছি ', মন্তব্য বিরাটের।২০১৯ এর এ্যাসেজ সিরিজ শুরুর মধ্যে দিয়ে শুরু হলো ২০১৯ এর আইসিসি''র টেস্ট চ্যাম্পিয়ানশিপ। ইতিমধ্যে সেই টুর্নামেন্টে দুটো করে টেস্ট খেলে ফেলেছেন ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া। অন্যদিকে ইতিমধ্যে শ্রীলঙ্কা সফরে এসেছে নিউজিল্যান্ড।সেখানে তারা খেলেছেন ইতিমধ্যে একটি টেস্ট ম্যাচ।দুই ম্যাচের সিরিজের প্রথম ম্যাচ খেলা হয়েছে ইতিমধ্যে। আগামী ২২ শে আগষ্ট ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে এই টুর্নামেন্ট শুরু করতে চলেছে ভারত।খেলা হবে দুটো টেস্ট ম্যাচ।

গোলের মালা পরিয়ে অলিম্পিক টেস্ট ইভেন্টস জিতল ভারতীয় দল

নিজস্ব প্রতিবেদন : এর আগে নিউজিল্যান্ডের কাছেই হেরেছিল ভারতীয় দল। তাই এদিন জয়ের পরই প্রতিশোধের প্রসঙ্গ উঠে এল। রাউন্ড রবিন লিগ পর্যায় ভারতীয় দলকে ২-১-এ হারিয়েছিল নিউ জিল্যান্ড। সেই হারের বদলা নিয়ে ফেললেন হরমনপ্রিত সিংয়ের দল। নিউজিল্যান্ডকে গোলের মালা পরিয়ে অলিম্পিক টেস্ট ইভেন্টস জিতল ভারতীয় হকি দল। কিউয়িদের পাঁচ গোল দিল ভারতীয় দল।টোকিওয় নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে গোল করেন ক্যাপ্টেন হরমনপ্রিত সিং, শামশের সিং, নীলকান্ত শর্মা, গুরশাহিবজিত সিং ও মণদীপ সিং। ম্যাচের ৭ মিনিটে প্রথম গোল করেন হরমনপ্রিত। এর পরই ১৮ মিনিটে দ্বিতীয় ও ২৩ মিনিটে তৃতীয় গোল হয়। তার পর আর ম্যাচে ফিরতে পারেনি নিউ জিল্যান্ড। এদিন জয়ের পর ক্যাপ্টেন হরমনপ্রিত বলেন, """"ম্যাচের শুরুতেই আমরা বেশ কিছু সুযোগ পেয়েছিলাম।সেগুলো কাজে লাগাতে পেরেছি।

দিল্লি থেকেই আসবে ভারতের পরবর্তী চার নম্বর, বলছেন ক্রিকেটের নতুন দ্রোণাচার্য

গৌতম গম্ভীর থেকে নবদীপ সাইনি,বহু তারকা ক্রিকেটার বেড়ে উঠেছেন তাঁর কোচিংয়ে। শিষ্যরা দেশের হয়ে ফুল ফুটিয়েছেন। ছাত্রদের সাফল্য বিচক্ষণ কোচকে তৃপ্তি দিয়েছে। কঠিন পরিশ্রমের ফল অবশেষে পেতে চলেছেন সঞ্জয় ভরদ্বাজ। দিন কয়েক পরে রাষ্ট্রপতির হাত থেকে দ্রোণাচার্য পুরস্কার নেবেন তিনি। গম্ভীরদের কোচিং করানোর অভিজ্ঞতা থেকে ভারতের ওয়ানডে দলের চার নম্বর,আনন্দবাজারকে দেওয়া সাক্ষাতকারে সঞ্জয় ভরদ্বাজ ধরা দিলেন অন্য মেজাজে।প্রশ্ন- এই সম্মান পেয়ে কেমন লাগছে আপনার?সঞ্জয়- এই সম্মান পেয়ে আমি গর্বিত। দ্রোণাচার্যের স্বপ্ন সব কোচই দেখেন। আমিও দেখতাম। এ বার দেশের রাষ্ট্রপতির হাত থেকে সেই সম্মান গ্রহণ করব। কোচেদের জীবনে এর চেয়ে বড় সম্মান আর কিছু হতে পারে না।প্রশ্ন-ভারতের প্রাক্তন ওপেনার গৌতম গম্ভীরকে ছোট থেকে কোচিং করিয়েছেন আপনি। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে গম্ভীরের সাফল্যের রহস্য কী?সঞ্জয়-খেলার সময়ে ওর একাগ্রতা এবং ক্রিজ আঁকড়ে পড়ে থাকার আপ্রাণ চেষ্টা ওকে সবার থেকে আলাদা করে দেয়।কোনও খেলোয়াড়ের হার না মানা লড়াকু মনোভাবই এই স্তরে সাফল্যের চাবিকাঠি।প্রশ্ন-একজন খেলোয়াড়ের সাফল্যের পিছনে কোচের ভূমিকা ঠিক কতটা?সঞ্জয়-একজন কোচের কাজই হল ছাত্রের মনোবল শক্তিশালী করা। খেলায় যেমন ভাল দিন আছে,তেমনই খারাপ দিনও দেখতে হয় সবাইকে। ১৪-১৫ বছরের শিক্ষার্থীর মনে অনুপ্রেরণা জোগানোই একজন কোচের লক্ষ্য হওয়া উচিত।প্রশ্ন-অতীতে বিষেণ সিংহ বেদী থেকে বর্তমানের ভারত অধিনায়ক বিরাট কোহালিবহু রত্ন দিল্লি থেকে এসে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। বছরের পর বছর ধরে দিল্লির এই সাফল্যের কারণ কী?সঞ্জয়- দিল্লির ক্রিকেট পরিবেশটাই এরকম। ছোটবেলা থেকেই কঠিন প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেট খেলতে হয় এখানকার ক্রিকেটারদের। সেই কারণেই পরবর্তী সময়ে কোনও চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে ভয় পায় না ওরা।প্রশ্ন-ভারতীয় ক্রিকেটে চার নম্বর ব্যাটিং পজিশন নিয়ে জট অব্যাহত। চলতি ক্যারিবিয়ান সফরে শ্রেয়াস আইয়ার ভাল খেললেও তাঁর জায়গা এখনও পাকা নয়। অপর দিকে,ভারতীয় এ দলের জার্সি গায়ে নিয়মিত খেলছেন আপনারই স্নেহধন্য বাঁ-হাতি মিডল অর্ডার ব্যাটসম্যান নীতীশ রাণা। তিনি কি ভারতীয় দলে নিজের জায়গা করে নিতে পারবেন?আপনার কী মত?সঞ্জয়- বিরাট কোহালি যেমন নিয়মিত বড় রান করে, তেমনই ছোট থেকেই ঘরোয়া ক্রিকেটে নীতীশও বড় ইনিংস খেলতে অভ্যস্ত। বিগত কয়েক বছরে ওর পারফরম্যান্স যথেষ্ট ভাল। তার সুবাদেই ভারতীয় এ দলে জায়গা পেয়েছে ও। আমি বিশ্বাস করি, কিছু দিনের মধ্যেই সিনিয়র দলের জার্সি গায়েও দেখা যাবে ওকে।প্রশ্নগম্ভীর-নবদীপদের জাতীয় দলের হয়ে খেলার রহস্য কী?সঞ্জয়দেখুন,জাতীয় দলের হয়ে খেলা নিঃসন্দেহে বড় ব্যাপার। আমি খুব কাছ থেকে ওদের দেখেছি। তাই জানি,এরা কোনও সময়েই নিজেদের মনোসংযোগ হারায়নি। খারাপ সময়ে ইস্পাত কঠিন মানসিকতার পরিচয় দিয়েছে। হারার আগে হার মানেনি। লড়াই করে গিয়েছে। ছোটবেলা থেকেই এই মানসিকতা তৈরি হয়ে গিয়েছিল ছেলেদের মধ্যে। তার জন্যই ওরা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এত সফল।প্রশ্নঅনেকে কোচই মেজাজ হারিয়ে ছাত্রকে বকাবকি করেন... (প্রশ্ন মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে)সঞ্জয়শুনুন,মায়ের স্নেহে ছোট ছোট বাচ্চাদের গড়ে তুলতে হয়। বকাবকি করলে তো ওরা ভয় পেয়ে যাবে। খেলার প্রতি আগ্রহ কমে যাবে। আমি চিরকালই মায়ের মতো ওদের আগলে রেখেছি।ভালবাসা দিয়ে ঘিরে রেখেছি। ওরা ভুল করলে ভুলটা শুধরে দেওয়া চেষ্টা করেছি।

ভিভ রিচার্ডসকে আন্টিগার রাজা বললেন রবি শাস্ত্রী

বিশ্বকাপে বর্থতার পর রবি শাস্ত্রীর কোচিংয়েই ফের একবার ঘুরে দাঁড়িয়েছে টিম ইন্ডিয়া। ওয়েস্ট ইন্ডিজকে টি-২০ ও ওয়ান-ডে সিরিজে পর্যুদস্ত করেছে টিম ইন্ডিয়া। ২০২১ পর্যন্ত শাস্ত্রীর চুক্তি বাড়িয়েছে বিসিসিআই। ভারতের সামনে এখন দু''মাচের টেস্ট সিরিজ।গামিকাল অ্যান্টিগার সার ভিভিয়ান রিচার্ডস স্টেডিয়ামে প্রথম টেস্ট খেলতে নামবেন বিরাট কোহলিরা। যাঁর নামে এই স্টেডিয়াম সেই কিংবদন্তি ভিভের সঙ্গেই টুইটারে ছবি শেয়ার করলেন টিম ইন্ডিয়ার হেডসার। তাঁকে অ্যান্টিগার রাজা বলেই আখা দিলেন শাস্ত্রী।৬৭ বছরের রিচার্ডসকে বাইশ গজের অনতম সেরা ক্রিকেটার হিসেবেই গণ করা হয়। আটের দশকে অপ্রতিরোধ উইন্ডিজ দলের স্টার ক্রিকেটার ছিলেন তিনি। ১২১টি টেস্ট মাচ খেলা ভিভ ৮৫৪০ রান করেছেন। ৪৭-এর গড়ে ওয়ানডে ফর্মাটে তাঁর ৬৭২১ রান রয়েছে।অনদিকে শাস্ত্রী ৮০টি টেস্ট ও ১৫০টি ওয়ানডে খেলেছেন দেশের হয়ে। টেস্টে ৩৮৩০ রান ও পঞ্চাশ ওভারে ৩১০৮ রান করেছেন তিনি। ক্রিকেটের দীর্ঘতম ফর্মাটে তাঁর ১৫১টি উইকেটও রয়েছে। ওয়ানডে ফর্মাটেও তিনি পেয়েছেন ১২৯টি উইকেট।গত শুক্রবার শাস্ত্রীকে ফের একবার কোচ হিসেবে নিয়োগ করেছে কপিল শাস্ত্রীর কমিটি।

অস্ট্রেলিয়া শিবিরে চিন্তার মেঘ, এ্যাসেজের তৃতীয় টেস্টে খেলছেন না স্টিভ স্মিথ

সম্প্রতি দুরন্ত ফর্মে থাকা স্টিভ স্মিথ খেলবেন এ্যাসেজের তৃতীয় টেস্টে। জানিয়ে দিলেন অজি দলের হেডকোচ জাস্টিন ল্যাঙ্গার। ১৬ মাস বাদে জাতীয় দলে প্রত্যাবর্তনের সাথে সাথে দুরন্ত ফর্মে পাওয়া গেছিলো স্টিভ স্মিথকে। চলতি এ্যাসেজের প্রথম টেস্ট মূলত তার দুরন্ত ব্যাটিংয়ের উপর ভর করে জয় পায় অস্ট্রেলিয়া।এজবাস্টনের প্রথম টেস্টের দুই ইনিংসে তার রান সংখ্যা ছিলো যথাক্রমে ১৪৪ এবং ১৪২। ম্যাচে ২৫১ রানে হেরে যায় ইংল্যান্ড দল।প্রথম টেস্টের মতো দ্বিতীয় টেস্টেও দারুণ ভাবে শুরু করেন স্টিভ স্মিথ। কিন্তু সব সমীকরণ বদলে যায় জোফ্রা আর্চারের একটি বাউন্সারে। ৯২.৪ মাইল প্রতি ঘন্টার গতিতে ছোড়া আর্চারের সেই বাউন্সারে স্তম্ভিত হয়ে যায় মাঠে উপস্থিত সকল ক্রিকেটারেরা। এমনকি এমন বেপোরোয়া গতির বাউন্সারের সামনে কোনও প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারেননি। সজোরে এসে তার হেলমেটে লাগে।এরপর বেশ কিছুক্ষণ মাঠেই পড়েছিলেন তিনি।এরপর তিনি মাঠ ছাড়তে বাধ্য হন।সেই সময় তার নামের পাশে স্কোর ছিলো ৮০।যদিও পরবর্তী সময়ে ক্রিসে ফেরেন স্মিথ। করেন আরও ১২ রান , এরপর ক্রিস ওক্সের বোলিংয়ে এল বি ডব্লিউ হন তিনি।ড্রেসিংরুমে ফেরেন ৯২ রানে।ম্যাচের শেষ দিন সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর থেকে সমস্যা অনুভব করেন স্মিথ।চোট লাগার প্রভাব পড়া শুরু হয় স্মিথের।যা স্বাভাবিক ভাবেই ম্যাচের ২৪ থেকে ৪৮ ঘন্টার মধ্যে একজন ক্রিকেটার অনুভব করেন।মাথা যন্ত্রণা, শারীরিক দুর্বলতা অনুভব করেন স্মিথ।এরপর চোটের জন্য ম্যাচ থেকে রুল আউট হন তিনি।ম্যাচ রেফারি রনন মাদুগালের পৌরহিত্যে টেস্ট ক্রিকেটের ইতিহাসে চোট পাওয়ার জন্য বদলি ক্রিকেটার হিসেবে নামতে দেখা যায় মারনুস লাবুসছাগনেকে।ম্যাচের পরবর্তী সময়ে স্মিথ জানিয়েছিলেন পরবর্তী ম্যাচে খেলার বিষয়ে আশাবাদী তিনি।কিন্তু সম্প্রতি অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট দলের কোচ জাস্টিন লাঙ্গার জানান তৃতীয় টেস্টে খেলছেন না স্মিথ।স্বাভাবিক ভাবেই এই খবরে এক গুরুগম্ভীর পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে অজি শিবিরে।আপাতত ১-০ তে এগিয়ে রয়েছে অস্ট্রেলিয়া।

অবসর নিয়ে জল্পনা উস্কে দিলেন রোনাল্ডো!

আগামী মরশুমেও অবসর নিতে পারেন আবার ৪০ বছর বয়সেও ফুটবল ছাড়তে পারেন। এমন কথা বলে নতুন এক জল্পনা উস্কে দিলেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো।এক টিভি সাক্ষাতকারে ৩৪ বছরের পর্তুগিজ তারকাকে অবসর নিয়ে প্রশ্ন করা হলে, তিনি মজার ছলে উত্তর দেন। বলেন, কবে ফুটবলকে বিদায় জানাবেন, তা তিনি নিজেই জানেন না। জানান, তাঁর কাছে সবচেয়ে বড় বিষয়, এখনও খেলার প্রতিটি মুহূর্তকে মনপ্রাণ দিয়ে অনুভব করা। এভাবেই তিনি আগামী দিনেও ফুটবলকে উপভোগ করতে চান বলেও জানিয়েছেন পাঁচ বারের ব্যালন ডি''অর জয়ী ফুটবল তারকা।পর্তুগিজ তারকা এও স্মরণ করান যে তাঁর মতো রেকর্ড বিশ্বের অন্য কোনও ফুটবলারের নেই। অর্থাত তিনিই যে সেরা, তা স্পস্ট জানান ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো।

অর্ধশতরান অজিঙ্ক রাহানের !

স্বস্তির নিশ্বাস ভারতীয় শিবিরে। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজে খেলতে নামার আগে প্রাক্টিস ম্যাচের শেষ দিনে অর্ধশতরান করলেন অজিঙ্ক রাহানে। এ্যন্টিগুয়াতে অনুষ্ঠিত এই ম্যাচের শেষ দিনে ভারত শুরু করে ২০০ রানের লিড নিয়ে।অধিনায়ক অজিঙ্ক রাহানে এবং হনুমা বিহারী শুরুটা করেন দারুণ ভাবে।দ্বিতীয় উইকেটে তারা যোগ করেন ৯৬ রান। বিহারী যিনি প্রথম ইনিংসে করেছিলেন ৩৭ রান, পরের ইনিংসে করেছেন ৬৪ রান ১২৫ বলে। তার ইনিংসে আছে ৯ টি চার এবং একটি ছয়।অন্যদিকে রাহানে করেন বহু প্রতিক্ষিত অর্ধশতরান দ্বিতীয় ইনিংসে।ওপেনার হিসেবে ব্যাটিং করতে নেমে রাহানে খেলেন ১৬২ বলে ৫৪ রানের ইনিংস।ইনিংস সাজানো ৫ টি চার এবং ১ টি ছয় দিয়ে।স্বাভাবিক ভাবেই ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে শুরু হতে চলা টেস্ট সিরিজের আগে এমন ইনিংস তার আত্মবিশ্বাস ফেরাবে তা বলাই যায়।অন্যদিকে ঋষভ পন্থ আউট হন ১৯ রানে, নয় রানে আউট হন রবীন্দ্র জাদেজা।ঋদ্ধিমান সাহা (১৪ রান) এবং অশ্বিন (১০) রান করে থাকেন অপরাজিত।১৮৮/৫, ইনিংস ডিক্লেয়ার করে ভারত।ওয়েস্ট ইন্ডিজ 'এ' দলের বিপক্ষে তারা লক্ষ্যমাত্রা রাখেন ৩০৫ রান।অন্যদিকে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বোলারদের তালিকার দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে একের বেশি উইকেট নিয়েছেন একজন ই ,তিনি হলেন আকিম ফ্রাজের।তার স্পেল ২/৪৩।

কিংবদন্তি রিকি পন্টিংয়ের রেকর্ড ছুঁতে পারেন বিরাট

টেস্ট ক্রিকেটে কিংবদন্তি রিকি পন্টিংয়ের রেকর্ড ছুঁয়ে ফেলা থেকে মাত্র এক কদম দূরে বিরাট কোহলি। বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হচ্ছে কোহলিদের ওয়েস্ট ইন্ডিজ টেস্ট সিরিজ। সেই সিরিজে দুটি টেস্ট খেলবে ভারত। সেখানেই অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন অধিনায়ক রিকি পন্টিংয়ের কীর্তি ছুঁয়ে ফেলতে পারেন বিরাটটেস্টে পন্টিংয়ের কোন কীর্তি ছুঁতে পারেন ভিকেঅস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক হিসেবে টেস্ট ক্রিকেটে ১৯টি শতরান হাঁকিয়েছিলেন পন্টিং। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে মাঠে নামার আগে অধিনায়ক হিসেবে কোহলির সেঞ্চুরি সংখ্যা ১৮টি। অর্থাত আর মাত্র একটি সেঞ্চুরি করলেই পন্টিংয়ের এই রেকর্ড ছুঁয়ে ফেলবেন বিরাট।তালিকায় শীর্ষে গ্রেম স্মিথএই তালিকায় শীর্ষ স্থানে রয়েছেন দক্ষিণ আফ্রিকার প্রাক্তন অধিনায়ক গ্রেম স্মিথ। অধিনায়ক হিসেবে টেস্ট ক্রিকেটে সবচেয়ে বেশি ২৫টি সেঞ্চুরি হাঁকানোর রেকর্ড রয়েছে স্মিথের।একনজরে অধিনায়ক হিসেবে টেস্টে সবচেয়ে বেশি সেঞ্চুরির তালিকা১) গ্রেম স্মিথ(দঃ আফ্রিকা)- ২৫টি সেঞ্চুরি২) রিকি পন্টিং(অস্ট্রেলিয়া)-১৯টি সেঞ্চুরি৩) বিরাট কোহলি(ভারত)-১৮টি সেঞ্চুরিব মিলিয়ে কোহলির শতরানটেস্ট ক্রিকেটে এই মুহুর্তে বিরাট কোহলির শতরান সংখ্যা ২৫টি। টেস্ট ক্রিকেটের বিশ্ব ব্যাঙ্কিংয়ে এই মুহূর্তে এক নম্বরে রয়েছেন বিরাট।

WALK-IN-INTERVIEW

Applications are invited for engagement of Guest Lecturers for the following subjects to take a maximum of 180(One hundred eighty) classes by each guest lecturer during the academic year 2019-20 on payment of Rs. 400/ (Rupees four hundred) per class. Eligible candidates having 55% marks(5% relaxation for SC/ST candidates) in Master Degree from recognized Universities are requested to attend the interview on 26th August 2019 at 11 a.m.for the Subject Bengali, English, Kok-Borok , Hindi and 27th August,2019 at 11 A.M for the subject Education, Pol. Science, Philosophy, History in the chamber of the Principal with application in plain paper along with relevant documents/ certificates dully self-attested and original copies thereof. Preference shall be given to the Candidates having requisite qualification as per UGC guidelines for Govt. (General) Degree Colleges. The engagement will be purely on temporary basis.

No TA/DA will be paid to the Candidates for appearing before the interview Board.

ICA/D-749/19-20

(Dr. Nityananda Das)
Principal In-Charge.
Head of Office
Govt. Degree College
Khumulwng, Jirania

■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2019

গ্রেনেড হামলার দায় খালেদা জিয়া এড়াতে পারেন না তথ্যমন্ত্রী হাছান মাহমুদ

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,আগষ্ট ২১।। তথ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক ড় হাছান মাহমুদ বলেছেন, ২০০৪ সালের ২১ আগস্টে তৎকালীন বিরোধী দলীয় প্রধান শেখ হাসিনার সন্ত্রাসবিরোধী জনসভায় গ্রেনেড হামলার দায় বেগম খালেদা জিয়ারও রয়েছে। তিনি এ হামলার দায় এড়াতে পারেন না। বিএনপি নেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার জ্ঞাতসারে তার পুত্রের পরিচালনায় এ হামলা হয়েছে উল্লেখ করে গ্রেনেড হামলার ৪০টি স্প্রিন্টার শরীরে বয়ে নিয়ে চলা তথ্যমন্ত্রী বলেন,আদালতে দেয়া কর্মকর্তাদের স্বীকারোক্তি অনুযায়ী তৎকালিন ডিজিএফআই তদন্ত করতে চাইলে তাদেরকে ধমক দেন বেগম জিয়া। সেকারণে এ হামলায় তারও দায় রয়েছে, যা তিনি এড়াতে পারেননা।

হাছান মাহমুদ বুধবার সকালে ঢাকায় ২৩, বঙ্গবন্ধু এভিনিউ এ আওয়ামী লীগ কার্যালয়ের সামনে গ্রেনেড হামলার স্মারকবেদীতে পুষ্পস্তবক অর্পণের পর সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে একথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, 'একুশে আগস্টের নৃশংস গ্রেনেড হামলা শুধু মর্মান্তিকই নয়, জাতির জীবনে এক ন্যাক্কারজনক ঘটনা। কারণ তৎকালীন বিএনপি সরকার এ নৃশংস হামলার তদন্ত ও বিচারে পদে পদে বাধা দিয়েছে। এমনকি আহতদের উদ্ধারকারীদের ওপরই ছিল পুলিশের লাঠিচার্জ। হামলার বিষয়ে সাজানো তদন্তে জগাখিচুড়ি রিপোর্টে সেসময় বলা হয়, ইসরাইলের গোয়েন্দা সংস্থা 'মোসাদ' এই হামলায় জড়িত, বিচারে সাজানো হয় 'জজ মিয়া' নাটক।'

মন্ত্রী এসময় গ্রেনেড হামলায় নিহতদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও আহতদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানিয়ে বলেন, 'বিএনপি-জামাতচক্র এখনো বাংলাদেশকে একটি জঙ্গি রাষ্ট্রে পরিণত করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত।এ ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করতে গ্রেনেড হামলার বিচারের রায় কার্যকর করতে হবে ও চক্রান্তকারীদের বিষয়ে সবাইকে সাবধান থাকার কথা বলেন তিনি।

বুধবার বিভিন্ন দাবি আদায়ের লক্ষ্যে ত্রিপুরা ক্ষেত মজুর ইউনিয়ন রাজধানীতে এর র্যালীর আয়োজন করে। ছবি- নিজস্ব।

বিএসএফ জওয়ানের উপর গুলি চালানোর অভিযোগে গ্রেফতার এক বাংলাদেশী যুবক

বসিরহাট, ২১ আগস্ট(হি,স) : মিন্টু সরদার ওরফে সাগর হোসেন নামে বছর পঁচিশের এক যুবককে গ্রেফতার করে বিএসএফ। বুধবার ওই যুবককে তোলা হয় বসিরহাট মহকুমা আদালতে। গরু পাচারের বাধা দিতে গেলে বিএসএফ জওয়ান এর উপর গুলি চালানোর অভিযোগে গ্রেফতার করা হয় ওই যুবককে। বাংলাদেশের সাতক্ষীরা জেলার জাহানাবাদ এলাকার বাসিন্দা নুর ইসলাম সরদারের ছেলে মিন্টু সরদার। বসিরহাট মহকুমার স্বরূপনগর থানার অন্তর্গত গাবুরা সীমান্ত থেকে তাকে গ্রেফতার করে বিএসএফ। সীমান্ত দিয়ে গরু পাচার আটকাতে গিয়ে এক বিএসএফ জওয়ানের গুলিবিদ্ধ হওয়ার ঘটনায় তাকে গ্রেপ্তার করে। জানা যায় ২০ আগস্ট রাতে গাবদা সীমান্ত দিয়ে গরু পাচারের সময় তাদের বাধা দেয় বিএসএফের ১৫৩ নম্বর ব্যাটালিয়নের জওয়ানরা। পাচারকারীদের আটকাতে গেলে বিএসএফের সঙ্গে হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়ে পাচারকারীরা। ধস্তাধস্তির মধ্যেই পেটে গুলি লেগে গুলিবিদ্ধ হন এক বিএসএফ কনস্টেবল। গুরুতর জখম অবস্থায় ওই বিএসএফ কনস্টেবল কে বসিরহাট জেলা হাসপাতালে আনা হলে সেখান থেকে রেফার করা হয় কলকাতায়। এই ঘটনার জেরে বাংলাদেশী যুবক মিন্টু সর্দার কে গ্রেফতার করে স্বরূপনগর থানা পুলিশের হাতে তুলে দেয় বিএসএফ।

রাজৌরির সুন্দেরবানি সেক্টরে গোলাগুলি বর্ষণ পাক সেনাবাহিনীকে প্রত্যাঘাত ভারতের

জম্মু, ২১ আগস্ট (হি.স.): পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ফের লঙ্ঘন করল যুদ্ধবিরতি চুক্তিঊ জম্মু ও কাশ্মীরে পুঞ্চ জেলায় কৃষ্ণা ঘাঁটি এবং মেন্ধর সেক্টরের পর এবার রাজৌরি জেলার সুন্দেরবানি সেক্টরঊ বুধবার বিকেল ৩.৪৫ মিনিট থেকে সুন্দেরবানি সেক্টরে যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন করে গোলাগুলি বর্ষণ করে পাক সেনাবাহিনীঊ কালবিলম্ব না করে যোগ্য জবাব ফিরিয়ে দিয়েছে ভারতীয় সেনাবাহিনী।

ভারতীয় সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বুধবার বিকেল পৌনে চারটে থেকে রাজৌরি জেলার সুন্দেরবানি সেক্টরে সংঘর্ষবিরতি চুক্তি লঙ্ঘন করে গোলাগুলি বর্ষণ করে পাক সেনাবাহিনীঊ ছোট ও স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্র থেকে গুলি চালানোর পাশাপাশি মর্টারও নিক্ষেপ করে পাক রেঞ্জার্সরাঊ সুন্দেরবানি সেক্টরে পাক হামলায় ভারতীয় ভূখণ্ডে এখনও পর্যন্ত হতাহতের কোনও খবর নেইঊ পাক হামলার যোগ্য জবাব ফিরিয়ে দিয়েছে ভারতীয় সেনাবাহিনী।

পাকিস্তানের জাতীয় ক্যাম্পের দায়িত্বে প্রাক্তন অধিনায়ক মিসবা উল-হক

করাচি, ২১ আগস্ট (হি.স.) : লাহোরে পাকিস্তানের ন্যাশনাল ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে শুরু হয়েছে ১৭ দিনের জাতীয় ক্যাম্প। মিকি আর্থারের পরবর্তী পাকিস্তান জাতীয় দলের কোচ কে হবেন সে বিষয়ে চূড়ান্ত কোনও সিদ্ধান্ত না হলেও চলতি জাতীয় ক্যাম্পে সরফরাজদের ফিটনেস দেখভালের বিষয়ে তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে পিসিবি নিয়োগ করেছে প্রাক্তন অধিনায়ক মিসবা উল-হককে।

এবার পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড চাইছে মিকি আর্থারের স্থানে আসতে চলেছেন মিসবা। দেশের সবচেয়ে ছয়ের পাতায় দেখুন

লম্বা লাইন থেকে মুক্তি বাড়িতে বসেই রিচার্জ এবার মেট্রোর স্মার্ট কার্ড

কলকাতা,২১ আগস্ট (হি.স.):নিত্য যাত্রীদের অত্যন্ত স্বাচ্ছন্দের যান মেট্রো রেলঊ কিন্তু অফিস টাইমে মেট্রোর স্মার্ট কার্ডের টাকা শেষ হয়ে গেলে কপালে হাত পরে যাত্রীদেরঊ একদিকে অফিসে সঠিক সময়ে ঢোকার তাড়া অন্যদিকে মেট্রোর টিকিট কাউন্টারে লম্বা লাইনঊ এবার শেষ হতে চলেছে সেই দিনঊ যাত্রীদের সুবিধার্থে কলকাতা মেট্রো রেল নিয়ে আসতে চলেছে এক নয়া অ্যাপঊ আর লম্বা লাইনে দাড়িয়ে সময় নষ্ট নয় এবার এই অ্যাপের মাধ্যমে বাড়িতে বসেই রিচার্জ করা যাবে মেট্রোর স্মার্ট কার্ড।

রোজ প্রায় ৪৩.৮৩ লাখ লোক যাতায়াত করেন মেট্রো রেলেঊতারউপর আবার আর কদিন বাদেই দুর্গাপুজোঊ আর পুজোর সময় বেশি চাপ থাকে মেট্রোর উপরেইঊ পুজোর সময় প্রায় ২৪ ঘন্টায় মেট্রো পরিষেবা চালু থাকে। তাই আর ক্লান্ত শরীরে দাড়াতে হবেনা লাইনেঊকারণ পুজোর আগেই পরিষেবাটি চালু হয়ে যাবে বলে জানান মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষঊ এই প্রসঙ্গে মেট্রো রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক ইন্দ্রাণী বন্দোপাধ্যায় বলেন, 'সেন্টার ফর রেলওয়ে ইনফরমেশন সিস্টেমস (ক্রিস) নামে একটি সফটওয়্যার সংস্থা এই অ্যাপটি বানিয়েছে। যা নিজের ফোনে ডাউনলোড করে নিলে যে কোনও জায়গা থেকে যে কোনও সময় স্মার্ট কার্ডটি রিচার্জ করা যেতে পারে ঊপরিকল্পনামাফিক সবকিছু এগোলে পুজোর আগেই পরিষেবাটি চালু হয়ে যাবে।

নলবাড়িতে ট্রাকের নীচে ছোট কার, হতাহত চার

নলবাড়ি (অসম), ২১ আগস্ট (হি.স.) : নলবাড়িতে এক ভয়ংকর সড়ক দুর্ঘটনায় এক ব্যক্তির মৃত্যু এবং তিনজন আহত হয়েছেন। নিহতকে বরপেটার জনৈক প্রদীপ কুমার সাহা বলে শনাক্ত করা হয়েছে।

ঘটনা বুধবার নলবাড়ির কৈরারা এলাকার ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কে সংঘটিত হয়েছে। প্রাপ্ত খবরে জানা গেছে, ওই সড়ক যাচ্ছিল এএস ০১ এলসি ১৫৮১ নম্বরের একটি পণ্যবাহী ট্রাক এবং একটি এএস ০১ এওয়াই ৮১৭৮ নম্বরের ছোট চার চাকার গাড়ি।

আগে ছিল ট্রাকটি। কিন্তু আচমকা সামনের ট্রাকটি ব্র্যাক কষলে তার পিছন দিকে নীচে ঢোকে যায় পিছনের দ্রুতগামী ছোট কারটি। এই দুর্ঘটনায় প্রদীপ সাহার ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়েছে।

খবর পেয়ে দলবল নিয়ে ছুটে আসে পুলিশ বাহিনী। তাঁরা দুর্ঘটনাগ্রস্ত কারের ভিতর থেকে জখম যাত্রীদের বের করে শহিদ মুকুন্দ কাকতি সিভিল হাসপতালে নিয়ে যান। সেখানে ডাক্তাররা প্রদীপ সাহাকে মৃত বলে ঘোষণা করে অন্য আহতদের ভর্তি করে চিকিৎসা শুরু করেন। এদিকে নিহত প্রদীপ কুমার সাহার মৃতদেহ ওই হাসপাতালের মর্গে ময়না তদন্তের জন্য রাখা হয়েছে।

সন্ত্রাসবাদ দমন প্রসঙ্গে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীকে ফোন নরেন্দ্র মোদীর

নয়াদিল্লি, ২১ আগস্ট (হি.স.) : সন্ত্রাসবাদ, চরমপন্থা, হিংসা, অসহিষ্ণুতা বিরুদ্ধে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসনের সঙ্গে টেলিফোনে আলাপচারিতায় এই বিষয়গুলি উত্থাপন করেছেন প্রধানমন্তী নরেন্দ্র মোদী।

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আলাপচারিতায় স্বাধীনতা দিবসের দিন লন্ডনে অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাসে বাইরে যে হিংসাত্মক কার্যকলাপ ঘটেছিল তা উত্থাপন করে উদ্বেগ প্রকাশ করেন নরেন্দ্র মোদী। এই বিষয়ে শোক প্রকাশ করে যথ্যাথ পদক্ষেপ গ্রহণের আশ্বাস দিয়েছেন বরিস জনসন। পাশাপাশি ভারতীয় দূতাবাসের নিরাপত্তা বাড়ানোর আশ্বাস দিয়েছেন তিনি।

পাকিস্তানের গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই ইংল্যাণ্ডে বসবাসকারি শিখ তরুণদের খেপিয়ে তুলছে। এমনকি ভারতে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ বৃদ্ধি করার জন্য ইংল্যাণ্ডের মাটি ব্যবহার করে টাকাও তুলছে আইএসআই। এই বিষয়ে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর কাছে নিজের উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী। উল্লেখ করা যেতে পারে সম্প্রতি ভারত বিরোধী কার্যকলাপ বেড়েই চলেছে ইংল্যাণ্ডের মাটিতে। বিষয়টি নিয়ে আগেও সরব হয়েছিল নয়াদিল্লি। কাশ্মীর প্রসঙ্গে নিজেদের অবস্থা স্পষ্ট করে দিয়ে বরিস জনসন জানিয়েছেন, কাশ্মীর হচ্ছে ভারত ও পাকিস্তানের দ্বিপাক্ষিক বিষয়। আলোচনার মাধ্যমেই এই সমস্যার সমাধান যে সম্ভব তাও মনে করিয়ে দিয়েছেন তিনি।

উল্লেখ করা যেতে পারে ৩৭০ ধারা অবলুপ্তির প্রতিবাদে লন্ডনে ভারতীয় দূতাবাসের বাইরে বিক্ষোভ দেখিয়ে পচা ডিম ছোঁড়ে কয়েক জন দুষ্কৃতি। সেই সময় স্বাধীনতা দিবস উদযাপন অনুষ্ঠান চলছিল ভারতীয় দূতাবাসে। এই ঘটনায় লন্ডন পুলিশ চারজনকে গ্রেফতার করেছে।

দলত্যাগী তৃণমূল বিধায়কদের চিঠি বিধানসভার অধ্যক্ষর

কলকাতা, ২১ আগস্ট (হি. স.) : দলত্যাগী তৃণমূল বিধায়কদের চিঠি দিলেন বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ঊ যে চার বিধায়ক তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন, তাঁদের কাছে পৌঁছেছে চিঠি।

বিধানসভা সূত্রের খবর, এই চার বিধায়ক কোন দলে আছে, সেটা জানতে চেয়ে অধ্যক্ষর চিঠি দেওয়া হয়েছে শুভ্রাংশু রায়, সুনীল সিং, বিশ্বজিৎ দাস এবং উইলসন চাম্পামারীকে।

প্রসঙ্গত, লোকসভা নির্বাচনের পর থেকেই তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যাওয়ার প্রবণতা দেখা যাচ্ছেঊ সেই তালিকায় নবতম সংযোজন বেহালা পূর্বের তৃণমূল বিধায়ক তথা কলকাতার প্রাক্তন মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায় ঊ তবে, তাঁকে এখনও পর্যন্ত কোনও চিঠি ধরানো হয়নি বলেই বিধানসভা সূত্রের খবর।

সূত্রের খবর, শোভনবাবুর আসন বদল করা হচ্ছে আসন্ন অধিবেশনেঊ তাঁর বসার জায়গা করা হয়েছে বিজেপি বিধায়কদের পাশেইঊ এর আগে যে সব বিধায়ক তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন, তাঁদের বসার জায়গারও বদল হয়েছে বলেই জানা গিয়েছেঊ এই চিঠি পাঠানো নিয়ে সরব হয়েছে শাসক তৃণমূল - বিজেপি দু''পক্ষঊ দলত্যাগীদের চিঠি দেওয়ার ব্যাপারে বিজেপি-র পরিষদীয় দলনেতা মনোজ টিগ্গা শাসক দলের কাজকর্মকে 'দুমুখী' বলে কটাক্ষ করেছেনঊ তিনি বলেন, 'যদি অধ্যক্ষ দলত্যাগী ছয়ের পাতায় দেখুন

রাজস্থানে ঘুষ নিতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়ল দুই শিক্ষক ও এক সরকারি কর্মী

জয়পুর, ২১ আগস্ট (হি.স.) : ঘুষ নিতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়ল দুই শিক্ষক ও এক সরকারি কর্মী। বুধবার পৃথক দুইটি ঘটনায় ঘুষ নেওয়ার কাণ্ডে ধৃতদের মধ্যে স্কুলের প্রধানশিক্ষক এবং শিক্ষকও রয়েছে বলে প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে।

রাজস্থানের বারান জেলার একটি সরকারি স্কুলে হাতেনাতে গ্রেফতার করা হয় প্রধানশিক্ষক জয়বীর চৌধুরি এবং সহকর্মী শিক্ষক বাইজনাথকে সাত হাজার টাকা ঘুষ নেওয়ার সময় হাতেনাতে ধরে দুর্নীতি দমন শাখার আধিকারিকেরা। মিড ডে মিলের বিল পাশের সময় এই ঘুষ নিচ্ছিল ওই দুইজন। দুর্নীতি দমন শাখার ডিজি জানিয়েছেন, রামস্বরূপ মিনা নামে এক ব্যক্তি অভিযোগ করেছিল যে বিল পাশ করানোর নামে ৪০ হাজার টাকা চেয়েছিল জয়বীর চৌধুরী। এর মধ্যে ২০ হাজার টাকা দিয়েও দেওয়া হয়েছিল। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত চালিয়ে প্রধানশিক্ষক এবং শিক্ষককে হাতেনাতে গ্রেফতার করা হয়।

অপর একটি ঘটনায় শ্রীগঙ্গানগরের ভূমি জরিপ আধিকারিক রাজেন্দ্র সিং শেখাওয়াতকে ১৫ হাজার টাকা ঘুষ নেওয়ার সময় হাতেনাতে ধরে দুর্নীতি দমন শাখার আধিকারিকেরা। নো অবজেকশন সার্টিফিকেট দেওয়ার নাম করে এই ঘুষ নেয় ওই সরকারি আধিকারিক। ধৃতের বিরুদ্ধে প্রিভেনশন অফ করাপশন অ্যাক্টের ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে।

অগাস্টা ওয়েস্টল্যান্ড মামলা : রাতুল পুরীর বিরুদ্ধে জামিন-অযোগ্য পরোয়ানা তুলে নেওয়ার আবেদন খারিজ

নয়াদিল্লি, ২১ আগস্ট (হি. স.) : অগাস্টা ওয়েস্টল্যান্ড মামলায় অভিযুক্ত রাতুল পুরীর বিরুদ্ধে জামিন-অযোগ্য পরোয়ানা তুলে নেওয়ার আবেদন বুধবার খারিজ হয়ে গেল রাউজ অ্যাভিনিউ কোর্টে। মধ্য প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী কমল নাথের বোন নীতা পুরির পুত্র, অপটিক্যাল স্টোরেজ মিডিয়া ফার্ম মোসার বেয়ারের সিএমডি রাতুল পুরী। ভিভিআইপিদের এই অগাস্টা ওয়েস্টল্যান্ড হেলিকপ্টার কেনার জন্য প্রায় ৩,৬০০ কোটি টাকার চুক্তির মাধ্যমে দুর্নীতির অভিযোগে ইডি (এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টোরেট) এবং সিবিআই বর্তমানে মামলাটির তদন্ত করছে এবং ইতিমধ্যে মামলায় একাধিক অভিযোগপত্র দাখিল হয়েছে।

এর আগে ব্যাঙ্ক ঋণ প্রতারণা মামলায় রাতুলকে সমন পাঠিয়েছিল ইডি। গত ১৮ আগস্ট এই ইস্যুতে ফৌজদারী মামলা দায়ের করে সিবিআই। ৩৫৪ কোটি টাকা ব্যাঙ্ক ঋণ প্রতারণা মামলায় সোমবার রাতে গ্রেফতার করা হয়েছে রাতুল পুরীকে। রাতুল, তাঁর বাবা তথা মোসার বেয়ারের প্রোমোটার দীপক পুরী, মা নীতা পুরী ও অন্যান্যদের বাড়িতে এবং অফিসে হানা দিয়ে তল্লাশি ছয়ের পাতায় দেখুন

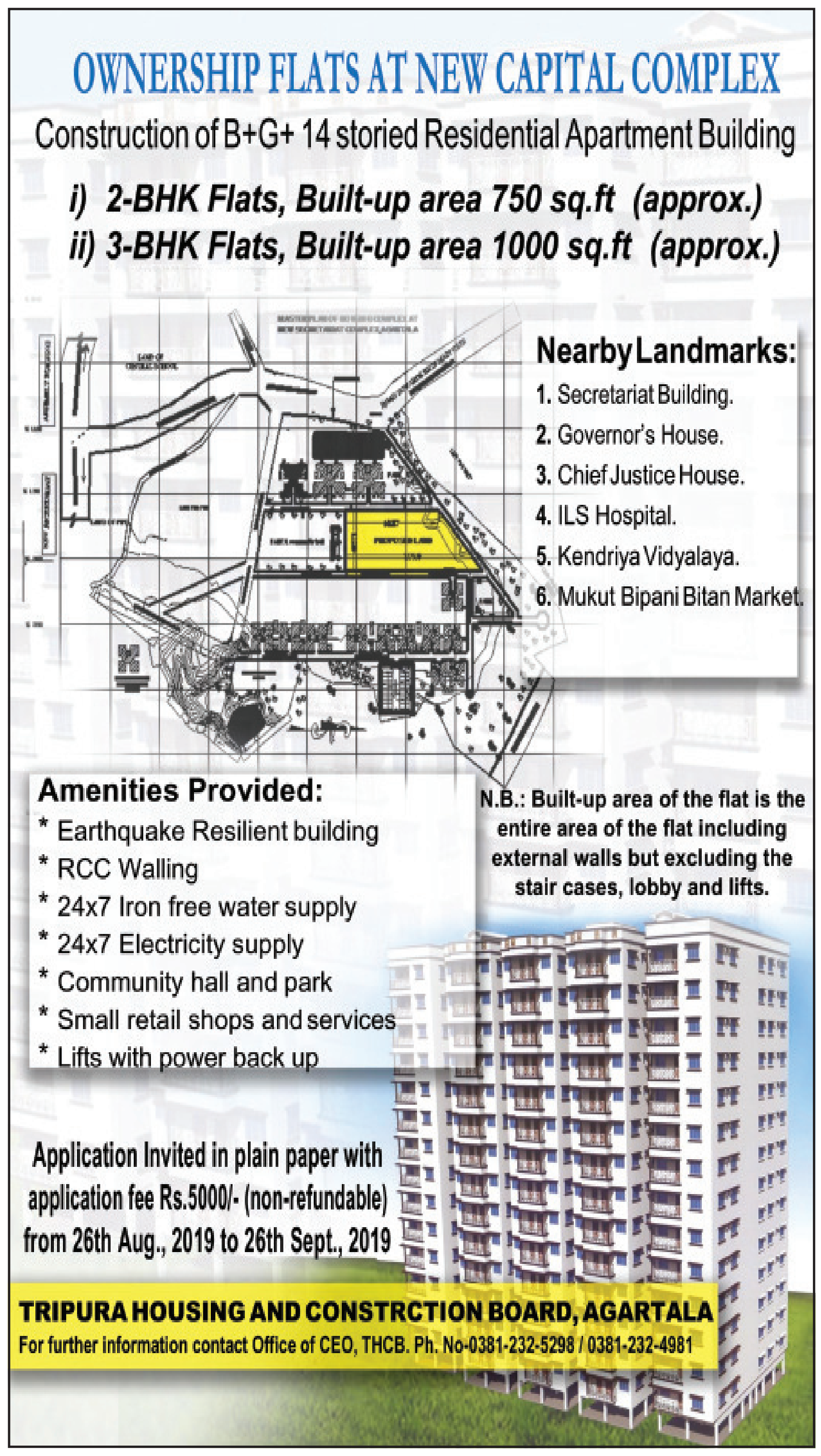

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।